ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-241 ■ 11 June, 2025 ■ আগরতলা ১১ জুন, ২০২৫ ইং ■ ২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

গত ১১ বছরে দেশে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে হয়েছে নজির বিহীন অগ্রগতি ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১০ জুন : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ বলেন, গত ১১ বছরে ভারতের প্রতিরক্ষা খাত ব্যাপক অগ্রগতি করেছে, যার প্রধান দিক হল প্রতিরক্ষা উৎপাদনে আত্মনির্ভরতা ও আধুনিকীকরণের উপর জোর। তিনি ভারতের প্রতিরক্ষা খাতে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ এবং আত্মনির্ভরতার পথে এই অগ্রযাত্রাকে দেশের মানুষের সম্মিলিত সংকল্প ও অটুট সংকল্পের ফল বলে বর্ণনা করেন।

'মাইজিওভিইন্ডিয়া'-র এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের প্রতিক্রিয়ায় প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁর বার্তায় বলেন, "গত ১১ বছরে আমাদের প্রতিরক্ষা খাতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে। আধুনিকীকরণ ও প্রতিরক্ষা উৎপাদনে আত্মনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে আমরা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছি। এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, ভারতের জনগণ দেশকে আরও শক্তিশালী করে তোলার সংকল্পে একত্রিত হয়েছে।"প্রধানমন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন, এই পরিবর্তনের মাধ্যমে ভারত শুধু তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করছে না, বরং বৈশ্বিক মঞ্চেও একটি আত্মবিশ্বাসী ও সক্ষম দেশ হিসেবে নিজের অবস্থান আরও মজবুত করছে।

সরকারি সূত্র অনুযায়ী, প্রতিরক্ষা উৎপাদনে দেশীয় শিল্পের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে এবং বহু অত্যাধুনিক সরঞ্জাম এখন দেশেই তৈরি হচ্ছে। এটি 'মেক ইন ইন্ডিয়া' এবং 'আত্মনির্ভর ভারত'-এর লক্ষ্যপূরণে এক বড় পদক্ষেপ।

এদিকে, ভারতের টেকনিক্যাল টেক্সটাইল খাত এক দ্রুত পরিবর্তনের পর্যায়ে পৌঁছেছে। সরকার পরিচালিত একাধিক মূল প্রকল্পবিশেষ করে 'ন্যাশনাল টেকনিক্যাল টেক্সটাইলস মিশন' এবং 'প্রোডাকশন লিঙ্কড ইনসেনটিভ' প্রকল্পএই খাতের বিকাশকে ত্বরান্বিত করছে।

এই প্রসঙ্গে আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং-এর এক পোস্টে প্রতিক্রিয়া জানান। তিনি বলেন: "ভারতের টেকনিক্যাল টেক্সটাইল খাত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে। ন্যাশনাল টেকনিক্যাল টেক্সটাইলস মিশন ও পিএলআই প্রকল্পের মতো উদ্যোগগুলি উৎপাদন, উদ্ভাবন এবং রফতানিকে উৎসাহ দিচ্ছে।

এগুলির ফলে ভারত এই খাতে একটি বৈশ্বিক নেতৃত্বের স্থান অর্জন করছে,"এমনটাই লেখেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী বলেন প্রধানমন্ত্রী।

উল্লেখ্য, সরকার পরিচালিত এই প্রকল্পগুলির লক্ষ্য হলো দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি, নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের অবস্থানকে আরও মজবুত করা। বিশ্লেষকদের মতে, এই উদ্যোগগুলি ভারতের শিল্পক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করছে।

অপরদিকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ভারতের ক্রীড়া পরিকাঠামো সংক্রান্ত একটি প্রবন্ধ শেয়ার করেছেন, যেখানে বিগত ১১ বছরে এই খাতে অভূতপূর্ব উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তিনি বলেন, এই রূপান্তর ভারতকে একটি বৈশ্বিক ক্রীড়া শক্তিতে পরিণত করার পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ড. মনসুখ মাণ্ডবিয়ার এক্স পোস্টের প্রতিক্রিয়ায় প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন: "কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী গ্দ্বখদ্র্ন্ড্ডব্ধখদ্রত্মন্থ্ত্থ তুলে ধরেছেন, কীভাবে গত ১১ বছরে ভারতের ক্রীড়া পরিকাঠামো নজিরবিহীনভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। যুবসমাজ এই পরিবর্তনের কেন্দ্রে রয়েছে এবং এই রূপান্তর ভারতকে একটি বৈশ্বিক ক্রীড়া শক্তিতে পরিণত করছে।"

উল্লেখ্য, গত এক দশকে ভারতজুড়ে বিভিন্ন রাজ্যে আধুনিক ক্রীড়া কমপ্লেক্স, স্টেডিয়াম, ট্রেনিং সেন্টার ও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তিপ্রাসা চুক্তি বাস্তবায়নে কৌশলী চাপ প্রদ্যোতের

সমর্থন প্রত্যাহারের হুশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।। ত্রিপুরায় শাসক দল বিজেপির উপর কৌশলী চাপ বাড়িয়ে চলেছেন তিপরা মথা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা তথা এমডিসি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ। তিপ্রাসা চুক্তি বাস্তবায়ন না হলে বিজেপি জোট সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের হুশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

নিজের অফিসিয়াল ফেসবুক হ্যান্ডেলে লাইভে এসে প্রদ্যোত বলেন, "বিজেপি জোট সরকারে আমাদের যোগদানের শর্ত ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে তিপ্রাসা চুক্তি বাস্তবায়নের লিখিত আশ্বাস। যাঁরা আমাদের ভোট দিয়েছেন, তাঁদের প্রতিই আমাদের অঙ্গীকার। আমি যদি প্রতিশ্রুতি রাখতে না পারি, তবে ক্ষমতায় থাকার অধিকার রাখি না।" তিনি আরও জানান, এই মনোভাব তিনি ইতিমধ্যেই তিপরা মথা পার্টির মন্ত্রী ও অধিকাংশ বিধায়কদের জানিয়ে দিয়েছেন।

চুক্তি বাস্তবায়নে বিলম্ব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে দেববর্মা বলেন, "আঠারো মাস কেটে গেছে, অপেক্ষা এখনও চলছে। আমি বুঝতে পারছি, সাম্প্রতিক পাহেলগাঁও জঙ্গি হামলার মতো ঘটনায় কেন্দ্রের মনোযোগ অন্যদিকে গেছে। তবুও মনে হচ্ছে, কোথাও কিছু একটা আটকে আছে। দিল্লিতে আলোচনা ইতিবাচক হলেও তৃণমূল স্তরে তার প্রতিফলন নেই।"

এদিন তিনি বাংলাদেশের দিক থেকে অনুপ্রবেশ নজরদারির জন্য একটি বিশেষ হেল্পলাইন চালুর ঘোষণাও দেন। এই হেল্পলাইনে নাগরিকরা সন্দেহজনক সীমান্ত অতিক্রমের খবর দিতে পারবেন এবং দলীয় কর্মীরা জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবেন।

দেববর্মা বলেন, "ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমাদের জমি ও সম্পদ রক্ষা করতে হবে।" তিনি সাধারণ মানুষকে আইন নিজের হাতে না তুলে নেওয়ার আহ্বান জানান। শেষে তিনি ত্রিপুরার সমস্ত সম্প্রদায়কে দলীয় রাজনীতি ভুলে রাজ্যের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়ার অনুরোধ জানান।

অবশ্য, ত্রিপুরায় বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তিপরা মথা জোট ছেড়ে সরকার থেকে বেরিয়ে গেলেও বিশেষ কোন প্রভাব পড়বে বলে মনে করছেন না রাজনৈতিক মহল। কারণ, তিপরা মথার ভরসায় ত্রিপুরায় বিজেপি জোট সরকার টিকে থাকতে হবে, এখনও তেমন পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। এক বিজেপি নেতার কথার, আমরা সকলকে সাথে নিয়ে চলতে বিশ্বাসী। এক্ষেত্রে আমাদের ছেড়ে কেউ চলে যেতে চাইলে তাঁকে জোর করে আটকে রাখার প্রয়োজন মনে করি না।

নেশা প্রাণ কেড়ে নিল এক শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।। নিজ ঘরে এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই ঘটনায় চড়িলাম বাজার সংলগ্ন আড়ালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যপাড়া এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, মৃত শ্রমিক রাকেশ দেবনাথ রং এবং বার্নিশে কাজ করতো। অন্যান্য দিনের মতোই সে গতকাল অর্থাৎ সোমবার রাতে বাজার করে বাড়িতে আসে। তার মার হাতে বাজার ক্রয় করা শাকসব্জি তুলে দিয়ে নিজের ঘরে দরজা লাগিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। তার মা বাবা হয়তো ভেবেছিল ছেলের আজ পরিশ্রম বেশি হয়েছে তাই ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু মঙ্গলবার সকালে ঘুম থেকে না উঠায় তাদের সন্দেহ হয়। দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকতেই দেখতে পায় ঘরে আত্মহত্যা করেছে রাকেশ। এই ঘটনা দেখতে পেয়ে চিৎকার শুরু করে তার মা সারথি দেবনাথ বাবা সুনীল দেবনাথ এবং তার বড় ভাই। তাদের চিৎকারে গ্রামের মানুষ তাদের বাড়িতে ছুটে আসে এবং এই দৃশ্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১১ বছর পূর্তি উপলক্ষে

মোদীর শাসনকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শাসনকাল ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। যা পরবর্তী প্রজন্ম মনে রাখবে। এর পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে ভারত গত ১১ বছরে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। যেটা আগে ছিল ১১তম স্থানে।

মোদি সরকারের ১১ বছর পূর্তি উপলক্ষে ভারতীয় জনতা পার্টির সদর (শহর) জেলা কমিটির উদ্যোগে আজ আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত প্রবুদ্ধজনদের মতবিনিময় সভায় একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে প্রায় ১৩ বছর গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ছিলেন নরেন্দ্র মোদি। এই সময়ে গুজরাটকে তিনি একটি মডেল রাজ্য হিসেবে পরিণত করেছিলেন। ২০১৪ সালে দায়িত্বভার গ্রহণ করে পার্লামেন্টে প্রবেশের আগে ষষ্টাঙ্গে প্রণাম করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর কাছ থেকে আমাদের শেখার অনেককিছু রয়েছে। আজ পর্যন্ত ইতিহাসের পাতায় এধরণের প্রধানমন্ত্রী আমরা পাই নি। তিনি প্রথমবার বিধায়ক, প্রথমবার মুখ্যমন্ত্রী। আর প্রথমবার সাংসদ, প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী। ভারতে অনুষ্ঠিত জি - ২০ সম্মেলনে বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রধানগণ আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখেছেন। ২০৪৭ এর মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আজ আমরা সমস্ত ভারতবাসী বুঝতে পারছি যে সঠিক জায়গায় সঠিক ব্যক্তিকে বসানো হয়েছে। দেশ যেভাবে চলার কথা সেভাবে চলছে। সেবা, সুশাসন ও গরীব কল্যাণে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারতে দ্রুত ছড়াচ্ছে এক্সএফজি ভ্যারিয়েন্ট

সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৬৮১৫, ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ৩

নয়াদিল্লি, ১০ জুন ।। ভারতে ফের উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে কোভিড-১৯ সংক্রমণ। কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য অনুযায়ী, এই পর্যন্ত দেশে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬,৮১৫-এ। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ৩২৪ জন আক্রান্ত হয়েছেন। এই সময়ে দিল্লি, কেরল ও ঝাড়খণ্ডে একজন করে মোট তিনজনের মৃত্যু হয়েছে।

কেরল এখনও সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত রাজ্য, সেখানে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ২,০৫৩। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে ৯৬টি নতুন সংক্রমণ ধরা পড়েছে। সংক্রমণের নিরিখে গুজরাট, পশ্চিমবঙ্গ ও দিল্লি কেরলের পরেই রয়েছে। রাজধানী দিল্লিতে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা সোমবারের ৭২৮ থেকে কমে হয়েছে ৬৯১। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশজুড়ে ৭৮৩ জন রোগী সুস্থ/ছাড়া পেয়েছেন।

ওমিক্রন সাব-ভ্যারিয়েন্ট জেএন.১ ছাড়াও, দেশে নতুন এক্সএফজি ভ্যারিয়েন্টের উপস্থিতি সংক্রমণ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। ভারতীয় সার্স-কোভ-২ জিনোমিক্স কনসোর্টিয়াম (আইএনএসএসিওজি)-এর তথ্য অনুযায়ী, ভারতে ইতিমধ্যেই ১৬৩ জনের শরীরে এক্সএফজি শনাক্ত হয়েছে। সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, এক্সএফজি ওমিক্রনের একটি সাব-ভ্যারিয়েন্ট, যা প্রথম কানাডায় শনাক্ত হয়। এতে চারটি বড় স্পাইক মিউটেশন রয়েছে। গবেষণা বলছে, এই ভ্যারিয়েন্ট দ্রুত বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে এবং এটি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে পাশ কাটিয়ে সংক্রমণ ঘটাতে সক্ষম। আইএনএসএসিওজি-এর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, মহারাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি এক্সএফজি সংক্রমণ (৮৯), এরপর তামিলনাড়ু (১৬), কেরল (১৫), গুজরাট (১১), এবং অন্ধ্র প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গে ৬টি করে সংক্রমণ ধরা পড়েছে। মে মাসেই অধিকাংশ সংক্রমণ (১৫৯টি) শনাক্ত হয়েছে। এই অবস্থায় দেশের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। স্বাস্থ্য দপ্তর ও বিশেষজ্ঞরা সতর্ক থাকতে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন।

ধর্মনগর কলেজে বিভিন্ন সমস্যা

তালা ঝুলিয়ে পথে বসে বিক্ষোভ পড়ুয়াদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।। উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম প্রধান উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধর্মনগর সরকারি মহাবিদ্যালয় মঙ্গলবার রূপ নিল ছাত্র-আন্দোলনের আঁতুড়ঘরে। দীর্ঘদিনের সমস্যাকে সামনে রেখে এদিন দুপুরে মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা কলেজ চত্বরে প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। প্রধান ফটকে তালা ঝুলিয়ে, রাস্তা অবরোধ করে দাবির জোরালো সুর তোলেন আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীরা।

তাদের অভিযোগ, কলেজে টয়লেটের অবস্থা অত্যন্ত করুণ, নেই ন্যূনতম পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বা পানীয় জলের সুব্যবস্থাযা বিশেষ করে ছাত্রীদের জন্য মারাত্মক সমস্যা তৈরি করছে। এছাড়া, লাইব্রেরীতে নেই পর্যাপ্ত পাঠ্যপুস্তকফলে পিছিয়ে পড়ছেন দরিদ্র শ্রেণীর বহু পড়ুয়া।সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগটি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে। ২০০০-এর বেশি শিক্ষার্থী থাকা সত্ত্বেও সেখানে আছেন মাত্র ২ জন অধ্যাপক, যার মধ্যে একজনকে অন্যত্র বদলি করার পরিকল্পনা রয়েছেযা নিয়ে ক্ষোভ চরমে।আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের স্পষ্ট হুঁশিয়ারি,দাবি মেনে পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ না করলে এই আন্দোলন চলবে ধারাবাহিকভাবে।

এদিকে, দাবদাহে আন্দোলনে অংশ নিতে গিয়ে প্রখর রোদের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েন একাধিক ছাত্রছাত্রী। আন্দোলনের জেরে সড়কের উপর যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে,দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় অসংখ্য যাত্রীবাহী ও বেসরকারি গাড়িকে।ছাত্রদের মুখে একটাই কথা"এই লড়াই আমাদের ন্যায়ের জন্য, ভবিষ্যতের জন্য।"শিক্ষাঙ্গনে এই অচলাবস্থা কতদিন চলবে,তা সময়ই বলবে। তবে ধর্মনগর কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের এই প্রত্যাঘাত এখন রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার বাস্তব চিত্র তুলে ধরছে।

যুবনেতার বাড়িতে হামলার ঘটনায়

অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে ডিজিপিকে চিঠি কং-বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।। কংগ্রেস যুবনেতা শাহজাহান ইসলামের বাড়িতে হামলার ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহনের দাবিতে পুলিশের মহাপরিচালক অনুরাগ ধনকরের নিকট চিঠি দিলেন কংগ্রেস বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন, আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে ০৮.০৬.২০২৫ তারিখ সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে। কিছু দুষ্কৃতী আগরতলার শান্তিপাড়ায় অবস্থিত যুব কংগ্রেস নেতা মোঃ শাহজাহান ইসলামের বাড়িতে জোর করে প্রবেশ করে এবং তার বাড়িতে তছনছ করে। বাড়িতে প্রবেশ করে মোঃ শাহজাহান ইসলামের বৃদ্ধ বাবা-মা এবং তার স্ত্রীকেও আক্রমণ করে। এমনকি, মোঃ শাহজাহান ইসলামের নবজাতক সন্তানকেও তাদের ক্রোধ থেকে বাঁচানো যায়নি।

এদিকে খবর পেয়ে, পিসিসি সভাপতি, আশীষ সাহা এবং বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণও শাহজাহান ইসলামের বাসভবনে যান কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, উক্ত দুষ্কৃতীরা তাদের উপরেও আক্রমণের চেষ্টা করে। দুর্বৃত্তরা মো. শাহজাহান ইসলামকে যেকোনো সময় গুলি করে হত্যা করার হুমকিও দেয়।

বিধায়ক চিঠিতে আরো লেখেন, মোঃ শাহজাহান ইসলামের সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত একটি ভাইরাল ভিডিওর ভিত্তিতে এই অভিযোগের সূত্রপাত। এর অর্থ এই যে, এই গণতান্ত্রিক দেশে প্রত্যেক ব্যক্তির কথা বলার অধিকার রয়েছে। যদি কেউ সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে কোনও অপরাধ করে, তাহলে তাকে সাইবার আইন বা বিএনএস, ২০২৩ এর অধীনে পুলিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্রাইবার ক্রাইমের অধীনে শাস্তি পেতে হবে, কিন্তু সাধারণ মানুষ আইন হাতে নিতে পারবে না। যদি যেকোনো সময় সাধারণ মানুষ আইন হাতে নেয়, তাহলে পুলিশ কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হলো ভুক্তভোগীকে রক্ষা করা এবং আক্রমণকারীদের দমন করা বা সহিংসতা বন্ধ করা।

তবে, এই ক্ষেত্রে, শাহজাহান ইসলাম এবং তার পরিবারকে দুষ্কৃতী দ্বারা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে পুর পরিষদের দেওয়াল নির্মাণ ঘিরে ধুন্ধুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১০ জুন।। কৈলাসহর পুরপরিষদে সীমানার দেওয়াল নির্মাণকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার ধুন্দুমার কান্ড ঘটে। জানা গেছে দেওয়াল নির্মাণের সময় পার্শবর্তী এক পরিবার বাধা দিলে এই কান্ড সৃষ্টি হয়। কৈলাসহর পুরপরিষদে সীমানার দেওয়াল নির্মাণকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার দিন এক পরিবারের সাথে বিবাদ সৃষ্টি হয়। জানা যায় পুরপরিষদ কর্তৃপক্ষ পুরপরিষদের সীমানার দেওয়াল নির্মাণ করার জন্য ড্রেন খনন করেন।

অভিযোগ গতকাল ওই এলাকার কিছু লোক সেই ড্রেন খনন করতে বাধা দেয়, এরপর আজ দুপুর বেলা পুনরায় সেখানে ড্রেন খনন করতে আসলে বাধা দেয় এক পরিবার। উনারা বলেন সেখানে উনাদের জায়গা রয়েছে এবং আদালতে তা নিয়ে মামলা চলছে,। যদিও খবর লেখা পর্যন্ত ওরা কোন বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেনি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন কৈলাসহর মহকুমা শাসক কার্যালয়ের ডিসিএম থেকে শুরু করে কৈলাসহর থানার বিশাল পুলিশ ও টি এস আর বাহিনী।পরবর্তীতে তাদের সামনেই নির্মাণ কাজ শুরু হয়।

নীরমহল, সিপাহীজলা অভয়ারণ্য, কসবা কালীবাড়ি

তামাকমুক্ত জোন ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।। জনস্বাস্থ্য এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পর্যটন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সি.ও.টি.পি.এ., ২০০৩ অনুসারে সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল জেলার তিনটি এলাকাকে তামাক ব্যবহারের নিষিদ্ধ এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

বিশেষ করে তামাকমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখতে গত ৩০ মে থেকে নীরমহল, সিপাহীজলা অভয়ারণ্য এবং কসবা কালীবাড়ি এলাকাকে তামাকমুক্ত জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

সিগারেট, মাদকদ্রব্য বা যে কোনও ধরনের তামাক দ্রব্য বিক্রি ও সেবন সম্পূর্ণরূপে উক্ত এলাকায় নিষিদ্ধ। উক্ত এলাকায় যে কোনও তামাকদ্রব্য সেবন বা বিক্রয়কারীদের আইন অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করা হবে।

পরিত্যাক্ত জমি থেকে উদ্ধার এক ব্যক্তির মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।। পরিত্যক্ত জমি থেকে দুই কন্যা সন্তানের বাবার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই ঘটনায় লক্ষ্মীপুর হলুদঝাড়ি বুধিচারিয়া স্কুল সংলগ্ন তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। কিন্তু কিভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে এখনো পর্যন্ত জানা যায় নি। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে বলে জানান পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গত রবিবার গন্ডাছড়া মহকুমার ত্রিশ কার্ড এলাকায় বাসিন্দা সুজিত নমঃশূদ্র কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। অনেক খোঁজাখুজির পর তাঁর কোনো হদিশ পাওয়া যায়নি। আজ সকালে পাশের গ্রাম লক্ষ্মীপুর হলুদঝাড়ি বুধিচারিয়া স্কুল সংলগ্ন এক পরিত্যক্ত জমিতে তাঁকে পড়ে থাকতে দেখতে পান এলাকাবাসী। সাথে সাথে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লক্ষ্মী নারায়ণ বাড়ির শিব মন্দিরে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।। রাতের আঁধারে লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ির শিব মন্দিরে চোরের দল হানা দিয়েছে। প্রণামী বাক্সের তালা ভেঙে সমস্ত টাকা নিয়ে পালিয়ে যায় চোরের দল। চুরির ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই জনমনে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ সকালে পুরোহিত মন্দিরে গিয়ে দেখতে পায় মন্দিরের দরজা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা,১১ জুন, ২০২৫ ইং
২৭ জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

জনসংখ্যা বৃদ্ধির নেপথ্যে অনুপ্রবেশ

বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত হইয়াছে বিদেশি অনুপ্রবেশ। প্রতিনিয়তই এই দেশে অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটিয়া চলিতেছে। কাজের সন্ধানে বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষ ভারতে প্রবেশ করিতেছে। অনুপ্রবেশ ঠেকানো রীতিমতো কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। দেশের কোন কোন অংশ হইতে প্রচার করা হইতেছে ধর্মীয় কারণে দেশে জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি পাইতেছে। জন্য সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায় মুসলিম জনগণকে দায়ী করা হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের অভিযোগ মোটেও সত্যি নয়। সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতে জনসংখ্যার গ্রাফ ক্রম উর্ধমুখি। স্বাধীনতার পর থেকে দেশে লাগাতার হারে বাড়িয়া চলিয়াছে জনসংখ্যা। এই হার বৃদ্ধির জন্য সাধারণভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কেই দায়ী করা হয়। এমনকি প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক উপদেষ্টা গোষ্ঠীর সাম্প্রতিক রিপোর্টে মুসলিম সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধির কথাই তুলিয়ি ধরা হইয়াছে। যদিও সেই রিপোর্টকে ভুল প্রতিবেদন বলিয়ি উল্লেখ করা হইয়াছে এনজিও পপুলেশন ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ধর্মের সাথে যুক্ত নয় এবং সমস্ত ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে মোট জন্ম হার হ্রাস পাইতেছে , মুসলমানদের মধ্যে সর্বাধিক হ্রাস লক্ষ্য করা গেছে, এনজিও পপুলেশন ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া এই তথ্য সামনে আনিয়াছে প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক উপদেষ্টা গোষ্ঠীর সাম্প্রতিক মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিতর্কের মধ্যে।

পপুলেশন ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া বলিয়াছে যে সাম্প্রতিক মিডিয়া রিপোর্টগুলি দেশে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে গবেষণার ফলাফলগুলিকে ভুল ভাবে প্রচার করাটা গভীরভাবে উদ্বেগের বিষয়।" এনজিও পপুলেশন ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে থেকে রিপোর্ট প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাতে উল্লেখ করা হইয়াছে, ৬৫ বছরের সময়কালে বিশ্বব্যাপী সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘু ধর্মীয় গোষ্ঠীর ভাগের পরিবর্তনের উপর গবেষণার ফোকাস কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ভয় বা বৈষম্যের জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়।১৯৫০ সালে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ৮৪ শতাংশ। যা পরবর্তীতে ২০১৫ সালে আসিয়া কমিয়া দাঁড়াইয়াছে ৭৮ শতাংশে। সেখানে এই ৬৫ বছরের মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা ৯.৮৪ শতাংশ থেকে বাড়িয়া দাঁড়াইয়াছে ১৪.০৯ শতাংশে ,এমনই তথ্য উঠিয়া আসিয়াছে প্রধানমন্ত্রীর ইকনমিক অ্যাডভাইজরি কাউন্সিলের প্রতিবেদেন।একদিকে যখন হিন্দু নাগরিকের সংখ্যা কমিতেছে, অন্যদিকে তখন হু হু করিয়া বাড়িয়াছে মুসলিম। বৃদ্ধি পাইয়াছে খ্রিস্টান, বৌদ্ধ এবং শিখ নাগরিকদের সংখ্যাও। যদিও জৈন এবং পারসিদের সংখ্যাও অনেকটাই কমিয়াছে এ দেশে। এই ৬৫ বছরে ভারতে সমস্ত ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সংখ্যা অনেকটাই বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া জানানো হইয়াছে রিপোর্টে। মুসলিমদের সংখ্যা বাড়িয়াছে প্রায় ৪৩.১৫ শতাংশ। শিখ জনসংখ্যা বাড়িয়াছে ৬.৫৮ শতাংশ। খ্রিস্টান জনসংখ্যা ৫.৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৬৭টি দেশের সংখ্যালঘু এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার সঙ্গে তুলনা টানিয়া এই রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে।

ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম বড় কারণ অনুপ্রবেশ। পড়শি দেশ থেকে শরনার্থী এবং ধর্মীয় অত্যাচরের জন্য অনেক মানুষই ভারতে চলিয়া আসেন।

বেসাক দিবসে রাষ্ট্রপতির ক্ষমা নিয়ে শ্রীলঙ্কায় জাতীয় বিতর্ক, তদন্তের দাবি জোরালো

কোলম্বো, ১০ জুন : শ্রীলঙ্কায় বেসাক দিবসে রাষ্ট্রপতির ক্ষমাদানের অধিকার নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক তৈরি হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, রাষ্ট্রপতি অনুরা কুমারা দিসানায়েকের প্রশাসন অননুমোদিতভাবে কয়েকশো বন্দিকে মুক্তি দিয়েছে, যা নিয়ে দেশজুড়ে উদ্বেগ এবং রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি হয়েছে। বিরোধী নেতা সাজিথ প্রেমদাসা এই বিষয়ে রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ৩৮৮ জন বন্দির তালিকা প্রকাশের দাবি জানিয়েছেন। এই প্রেক্ষিতে অপরাধ তদন্ত বিভাগ অনুরাধাপুরা কারাগারের ডেপুটি কমিশনার এবং শ্রীলঙ্কার কারা বিভাগের কমিশনার জেনারেল তুষারা উপু দেনিয়াকে গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনাটি সামনে আসার পর রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদানের প্রক্রিয়া এবং তার স্বচ্ছতা নিয়ে দেশজুড়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মাহিন্দা রাজপক্ষে এক সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, 'একজন নির্বাহী রাষ্ট্রপতি এই দাবি করতে পারেন না যে তাঁর স্বাক্ষরের অপব্যবহার হয়েছে।' এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শ্রীলঙ্কার বিচার ও সংশোধনমূলক ব্যবস্থার সংস্কার নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। একই সঙ্গে রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদানের প্রক্রিয়ায় একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি আরও জোরালো হয়েছে।

সুলতান দ্বিতীয় মেহমেদের কনস্টান্টিনোপল বিজয়, যা ইউরোপ আজও ভোলেনি

জাফর সৈয়দ

২৯শে মে ১৪৫৩, ঘড়িতে সময় রাত দেড়টা। পৃথিবীর এক অন্যতম প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ শহরের প্রাচীর আর গম্বুজগুলোর ওপর দিয়ে চান্দ্র মাসের উনিশ তারিখের হলুদ চাঁদ পশ্চিমের দিকে হেলে পড়ছে, যেন বড় কোনো বিপদের সংকেত দিচ্ছে। অস্তমিত চাঁদের ম্লান আলোয়, আকাশের তারাগুলো দেখতে পাচ্ছে যে শহরের প্রাচীরের বাইরে সেনারা ধীরে ধীরে এবং সুশৃঙ্খলভাবে জড়ো হচ্ছে। ওই সৈন্যরা তাদের হৃদয় দিয়ে যেন অনুভব করছিল যে তারা ইতিহাসের মোড় ঘোরানো এক মুহূর্তের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

এই শহর হচ্ছে কনস্টান্টিনোপল (বর্তমান ইস্তাম্বুল) এবং প্রাচীরের বাইরে অটোমান বা উসমানীয় সেনারা চূড়ান্ত আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। শহরের প্রাচীর লক্ষ্য করে উসমানীয় কামান ৪৭ দিন ধরে গোলাবর্ষণ করছে। সেনাপতিরা বিশেষভাবে তিনটি স্থান লক্ষ্য করে তাদের গোলাবর্ষণ চালিয়ে যায়, যাতে প্রাচীর ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২১ বছর বয়সী উসমানীয় সুলতান দ্বিতীয় মেহমেদ হঠাৎ করেই তার বাহিনীর সামনে সারিতে পৌঁছে যান। তিনি সিদ্ধান্ত নেন, চূড়ান্ত হামলা হবে "মেসুত টিকিওন" নামক প্রাচীর মাঝামাঝি অংশে, যেখানে অন্তত নয়টি ফাটল সৃষ্টি হয় এবং পরিখার একটি বড় অংশ ফাটল ধরে। মাথায় মোটা পাগড়ি আর সোনালি পোশাক পরে সুলতান তুর্কি ভাষায় তার সৈন্যদের বললেন: 'আমার বন্ধু ও পুত্ররা, এগিয়ে চলো, নিজেদের প্রমাণ করার সময় এসে গেছে!' সঙ্গে সঙ্গেই বাঁশি, শিঙা, ঢোল এবং বিউগলের শব্দ রাতের নীরবতা ভেদ করে দেয়। কিন্তু এই কানফাটা শব্দেও উসমানীয় সেনাদের আকাশ ফাটানো চিৎকার পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল। এরপর তারা প্রাচীরের দুর্বল অংশে হামলা চালায়। এক পাশে স্থলভাগ থেকে আর অন্য পাশে সমুদ্রে যুদ্ধজাহাজে লাগানো কামানের মুখ থেকে গোলা ছুঁড়তে শুরু করে সেনারা।

বাইজেন্টাইন সৈন্যরা প্রাচীর রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত ছিল। কিন্তু দেড় মাস ধরে চলা অবরোধে তাদের মনোবল ভেঙে যায়। তারা হতাশ ও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। অনেক সাধারণ মানুষও সেনাদের সাহায্য করতে প্রাচীরের কাছে এসে হামলাকারীদের লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়তে থাকে। অন্যরা কাছের একটি গির্জায় ছুটে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে প্রার্থনা করতে শুরু করে। পাদ্রিরা গির্জার ঘণ্টা জোরে বাজাতে শুরু করে, এর ঢং ঢং শব্দে যারা ঘুমিয়ে ছিল তারাও জেগে ওঠে। সব খ্রিষ্টান, নিজেদের ধর্মীয় বিভেদ ভুলে, একত্রিত হয়ে শহরের সবচেয়ে বড় ও পবিত্র গির্জা হাজিয়া সোফিয়ায় জড়ো হলো।

অটোমানদের অগ্রযাত্রা থামাতে প্রতিরক্ষা বাহিনী সাহসিকতার সঙ্গে প্রাণপণ লড়াই করে যাচ্ছিলো।

কিন্তু সেদিন ওই শহরে থাকা ইতালীয় চিকিৎসক নিকোলো বারবেরো লিখেছেন, সাদা পাগড়ি পরা হামলাকারীরা নির্ভীক সিংহের মতো আক্রমণ চালাচ্ছিল, আর তাদের স্লোগান ও ঢোলের শব্দ এমন ছিল যেন তারা এই পৃথিবীর না।' ভোরের দিকে, তুর্কি সেনারা প্রাচীরের চূড়ায় পৌঁছে যায়। ততক্ষণে অধিকাংশ প্রতিরক্ষা সেনা মারা গেছে এবং তাদের সেনাপতি জিওভান্নি জাস্টিনিয়ানি গুরুতর আহত হন এবং তাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। পূর্ব দিক থেকে সূর্য্যের প্রথম আলোতে দেখা গেল, একজন তুর্কি সেনা কিরকোপোটা ফটকের ওপরে থাকা বাইজেন্টাইন পতাকা নামিয়ে উসমানীয় পতাকা উড়িয়ে দিচ্ছেন। সুলতান মেহমেদ তার মন্ত্রী এবং সহযোগীদের সাথে একটি সাদা ঘোড়ায় চড়ে হায়িয়া সোফিয়ায় যান। প্রধান ফটকের সামনে এসে ঘোড়া থেকে নেমে রাস্তা থেকে এক মুঠো ধুলো তুলে তার পাগড়িতে ছিটিয়ে দেন। আর তা দেখে তার সহচরদের চোখ ভিজে ওঠে।

মুসলমানরা সাতশো বছরের প্রচেষ্টার পর অবশেষে কনস্টান্টিনোপল জয় করেছে। এই জয় শুধু একটি শহরের দখল বা এক রাজা থেকে আরেক রাজার ক্ষমতা বদল ছিলো নাএর সঙ্গে সঙ্গে এক ঐতিহাসিক যুগের পতন ও আরেকটি অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিলো। একদিকে, ২৭ খ্রিস্টপূর্বে শুরু হওয়া রোমান সাম্রাজ্য ১৪৮০ বছর ধরে কোনো না কোনো রূপে টিঁকে থাকার পর অবশেষে পতন ঘটে। অন্যদিকে, উসমানীয় সাম্রাজ্য তার শীর্ষে পৌঁছায় এবং পরবর্তী চারশো বছর ধরে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বহু অংশে রাজত্ব করে। ১৪৫৩ সালকেই মধ্যযুগের সমাপ্তি ও আধুনিক যুগের সূচনা বলে মনে করা হয়। শুধু তাই নয়, কনস্টান্টিনোপল বিজয়কে সামরিক ইতিহাসের একটি মাইলফলক হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। কারণ পরবর্তীতে প্রমাণিত হয় যে, বারুদ ও বড় বড় কামানের গোলাবর্ষণের যুগে শহরকে শুধুমাত্র প্রাচীর দিয়ে রক্ষা করা যাবে না। তুর্কিরা শহরটি দখল করার পর, হাজার হাজার গ্রীকভাষী নাগরিক এখান থেকে পালিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন শহরে, বিশেষ করে ইতালিতে বসতি স্থাপন করে।

সে সময় ইউরোপ "অন্ধকার যুগ"-এর মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলো এবং প্রাচীন গ্রিক সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। কিন্তু কনস্টান্টিনোপলে তখনও গ্রিক ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চা হতো। এখানে আগত শরণার্থীদের কাছে হীরা এবং রত্নপাথরের চেয়েও মূল্যবান সম্পদ ছিল অ্যারিস্টটল, প্লেটো, টলেমি, গ্যালেন এবং অন্যান্য দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও পণ্ডিতদের মূল গ্রীক পাণ্ডুলিপি। ইউরোপে প্রাচীন গ্রীক বিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবনে তাদের সকলেরই বিরাট ভূমিকা ছিল এবংঐতিহাসিকদের মতে, এই কারণেই ইউরোপে রেনেসাঁ বা নবজাগরণের শুরু হয়। যা পরবর্তী কয়েকশো বছর ইউরোপকে গোটা পৃথিবীর থেকে এগিয়ে দেয়, যে ধারা আজও অব্যাহত। তবে তরুণ সুলতান মেহমেদ, যিনি আজকের সময়ে সুলতান মেহমেদ বিজেতা নামে পরিচিত তিনি ২৯শে মে সকাল বেলা যে শহরটি দেখেছিলেন সেটি তখন আর সেই শহর ছিল না, যার জাঁকজমকের কাহিনী তিনি ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছেন। দীর্ঘ অবক্ষয়ের পর বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য অবলুপ্ত হয়ে পড়ে, এবং শত শত বছর ধরে বিশ্বের সবচেয়ে বড় আর ধনবান শহর কনস্টান্টিনোপলেও লোক সংখ্যা কমতে কমতে কয়েক হাজারে নেমে আসে। শহরের অনেক অংশ জনশূন্য হয়ে একে অপরের থেকে আলাদা হয়ে বিচ্ছিন্ন গ্রামে পরিণত হয়। ইনস্টাগ্রামে বিবিসি বাংলা ফলো করতে ক্লিক/ট্যাপ করুন এখানে বলা হয়ে থাকে, তরুণ সুলতান শহরের এই করুণ অবস্থা দেখে পারস্যের কবি শেখ সাদির নামে লেখা এই কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলেন: 'উলু ডাকে আফরাসিয়াবের মিনারে ... মাকড়সা জাল বোনে রোমান সম্রাটের প্রাসাদে!' কনস্টান্টিনোপলের পুরনো নাম ছিলো বাইজেন্টিয়াম। কিন্তু যখন ৩৩০ খ্রিস্টাব্দে রোমান সম্রাট কনস্ট্যান্টাইন প্রথম তার রাজধানী রোম থেকে এখানে স্থানান্তর করেন, তখন শহরের নাম বদলে তার নাম অনুসারে 'কনস্টান্টিনোপল' রাখা হয় (আরবরা যাকে "কুসতন্তিনিয়া" বলত)। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য পতনের পরেও, এই পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য কনস্টান্টিনোপলে টিকে থাকে এবং চতুর্থ থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত এই শহর এতটা উন্নতি করে যে তখন দুনিয়ার আর কোনো শহর তার ধারেকাছে ছিল না।

এই কারণেই মুসলমানরা শুরু থেকেই এই শহরটি জয় করার স্বপ্ন দেখে আসছিলো। এই লক্ষ্য পূরণে প্রথমদিককার কয়েকটি চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর, ৬৭৪ সালে একটি বিশাল শক্তিশালী নৌবহর প্রস্তুত করে আরবরা কনস্টান্টিনোপলের দিকে রওনা দেয়। এই বহর শহরের বাইরে তাঁবু খাটিয়ে ক্যাম্প করে এবং পরবর্তী চার বছর ধরে বারবার প্রাচীর ভেদ করে শহরে ঢোকার চেষ্টা করে। অবশেষে ৬৭৮ সালের শেষদিকে বাইজেন্টাইনদের নৌবাহিনী শহর থেকে বেরিয়ে এসে হামলাকারী আরবদের উপর আক্রমণ চালায়। এইবার তাদের হাতে ছিল এক ভয়ানক অস্ত্র, যার নাম ছিল "আতিশে ইউনানী", বাংলায় যার অর্থ, "গ্রিক আগুন। এই গ্রিক আগুন কী ছিল তা আজও জানা যায়নি, তবে এটি ছিল এমন এক দাহ্য পদার্থ, যা তীরের সাহায্যে ছুঁড়ে দেয়া হত এবং এটি নৌকা ও জাহাজের গায়ে আটক থাকত। আরো আশ্চর্য্যের কথা, পানি ঢাললেও এই আগুন আরো জ্বলে উঠত। আরবরা এই ভয়ানক অস্ত্রের জন্য প্রস্তুত ছিল না। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরো নৌবহর আগুনের সমুদ্রে পরিণত হয়। সেনারা পানিতে লাফিয়ে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করলেও তাতেও রক্ষা হয়নি, কারণ এই গ্রিক আগুন পানির ওপরে পড়েও জ্বলতে থাকত। মনে হচ্ছিল, পুরো মারমারা সাগরে আগুন ধরে গেছে। আরবদের পিছু হটা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। ফেরার পথে একটি ভয়াবহ সাগর ঝড় আরও সর্বনাশ ডেকে আনে, এবং শত শত জাহাজের মধ্যে মাত্র অর্ধেক জাহাজ ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছিল। এই অবরোধ চলাকালেই, প্রখ্যাত সাহাবি হযরত আবু আইয়ুব আনসারী মারা যান। তার কবর আজও শহরের প্রাচীরের বাইরে রয়েছে। সুলতান মেহমেদ বিজেতা এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, যাকে তুর্কিরা পবিত্র স্থান বলে মানে। এরপর, ৭১৭ সালে উমাইয়াদের আমির সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিক, আরো ভালো প্রস্তুতি নিয়ে আবার কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করেন। কিন্তু এইবারও পরিণতি ভালো হয়নি। প্রায় দুই হাজার যুদ্ধজাহাজের মধ্যে মাত্র পাঁচটি ফিরে আসতে সক্ষম হয়। সম্ভবত এই কারণেই, পরবর্তী ছয়শ বছর ধরে মুসলমানরা আর কনস্টান্টিনোপল-মুখী হননি, যতক্ষণ না সুলতান মেহমেদ অবশেষে শহরের উপর নিজের পতাকা উড়িয়ে পুরনো সব বদলা পূর্ণ করেন। শহর দখল করার পর, সুলতান তার রাজধানী এডিরনে থেকে কনস্টান্টিনোপলে স্থানান্তর করেন, এবং নিজের জন্য রোমের সম্রাটের উপাধি 'কায়সার-ই-রোম' গ্রহণ করেন। পরবর্তী দশকে, এই শহর আবার এমন উত্থান দেখে, যা অতীতের গৌরবের স্মৃতি ফিরিয়ে আনে। সুলতান নিজের সাম্রাজ্য জুড়ে এক ফরমান পাঠালেন: 'কেউ আসতে চাইলে এই শহরে আসতে পারে, তাকে শহরে ঘর ও বাগান দেয়া হবে।' শুধু এটুকুই নয়, তিনি ইউরোপ থেকেও লোকজনকে কনস্টান্টিনোপলে আসার আমন্ত্রণ জানান, যাতে শহরটি আবার জনবসতিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

এ ছাড়াও, তিনি শহরের ধ্বংসপ্রাপ্ত মৌলিক অবকাঠামো নতুন করে নির্মাণ করেন, পুরনো খালগুলো মেরামত করেন, এবং নিষ্কাশনের ব্যবস্থা চালু করেন। তিনি বড় পরিসরে নতুন নির্মাণকাজ শুরু করেন, যার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো তোপকাপি প্রাসাদ এবং গ্র্যান্ড বাজার। অল্প সময়ের মধ্যেই, বিভিন্ন রকম হস্তশিল্পী, কারিগর, ব্যবসায়ী, ক্যালিগ্রাফার, চিত্রশিল্পী, স্বর্ণকার এবং অন্যান্য দক্ষ পেশাজীবীরা শহরের দিকে আসতে শুরু করে।

সুলতান মেহমেদ হায়িয়া সোফিয়া নামের গির্জাটি মসজিদে রূপান্তর করেন, তবে তিনি শহরের দ্বিতীয় বড় গির্জা "ক্লিসায়ে হাওয়ারিয়ান" বা চার্চ অব দ্য অ্যাপোস্টলসকে গ্রিক অর্থোডক্স সম্প্রদায়ের কাছেই রেখে দেন এবং এই সম্প্রদায় আজও একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে টিকে আছে। সুলতান মেহমেদের ছেলে সেলিমের শাসনামলে ওসমানী সাম্রাজ্য খিলাফতের মর্যাদা লাভ করে, এবং কনস্টান্টিনোপল হয় এর রাজধানী ও সকল সুন্নি মুসলমানের কেন্দ্রীয় শহর। সুলতান মেহমেদের নাতি সুলেমান দ্য ম্যাগনিফিসেন্টের শাসনামলে, কনস্টান্টিনোপল নতুন উচ্চতায় পৌঁছে যায়।

এই সেই সুলেমান, যাকে বিখ্যাত তুর্কি ধারাবাহিক "মাই সুলতান"-এ দেখানো হয়েছে। সুলেমান দ্য ম্যাগনিফিসেন্টের রাণী হুররাম সুলতান বিখ্যাত স্থপতি সিনানকে ভাড়া করেছিলেন, যিনি রাণীর জন্য একটি বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। সিনান-এর অন্যান্য বিখ্যাত স্থাপনাগুলোর মধ্যে রয়েছে: সুলেমানিয়া মসজিদ, হুররাম সুলতান হামাম, খোসরু পাশা মসজিদ, শাহজাদা মসজিদ এবং অন্যান্য স্থাপনা। কনস্টান্টিনোপলের পতন ইউরোপের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল এবং এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বই, কবিতা লেখা হয়, অনেক চিত্রকর্ম আঁকা হয়, এবং এই ঘটনাটি ইউরোপীয়দের সামষ্টিক চেতনার অংশ হয়ে ওঠে। এই কারণেই ইউরোপ কখনো একে ভুলতে পারেনি। নেটোর একটি গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হওয়া সত্ত্বেও, ইউরোপীয় ইউনিয়ন তুরস্ককে সদস্যপদ দেওয়ার বিষয়ে আজও গড়িমসি করে, এবং এর কারণ শত বছরের পুরনো সেই ইতিহাস।গ্রেসে আজও বৃহস্পতিবারকে অশুভ দিন হিসেবে ধরা হয়।কারণ ১৪৫৩ সালের ২৯ মে ছিল বৃহস্পতিবার।

অটোমান ইতিহাসের "সবচেয়ে ক্ষমতাধর" নারী হুররেম সুলতান কে ছিলেন?

হিলকেন ডোগাক বোরান

হুররেম সুলতান——যাকে নিয়ে ইতিহাসের পাতায় নানা বিতর্ক রয়েছে, তবে সব বিতর্কের ঊর্ধ্বে তিনি ছিলেন অটোমান সাম্রাজ্যের সবচেয়ে প্রভাবশালী নারী, ইতিহাসের অন্যতম শক্তিশালী শাসক সুলতান সুলেমান দ্য ম্যাগনিফিসেন্টের প্রিয় স্ত্রী এবং একজন রহস্যময় ব্যক্তিত্ব।

যার লিগ্যাসি বা পরম্পরা নিয়ে এখনো লেখালেখি হচ্ছে, নতুন ব্যাখ্যা দাঁড় করানো হচ্ছে, সেইসাথে তকে নিয়ে হারানো অনেক তথ্য পুনরুদ্ধারের কাজও চলছে। হুররেম সুলতান মারা যান ১৫৫৮ সালে। মৃত্যুর চারশ বছরের বেশি সময় পরে এখনো এই ব্যক্তিত্ব ইতিহাসপ্রেমীদের মুগ্ধ করে চলেছেন। হুররেম সুলতান, যার আরেক নাম রক্সেলানা, তিনি কেবল সম্রাটের একজন উপপত্নী বা সঙ্গিনী বা স্ত্রী-ই ছিলেন না; বরং দাসত্ব থেকে সাম্রাজ্যের প্রভাবশালী অবস্থানের চূড়ায় ওঠার এক অসাধারণ যাত্রা পাড়ি দিয়েছেন তিনি। নিজেকে ভেঙেচুড়ে এমনই এক ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছিলেন যা ষোড়শ শতাব্দীর অটোমান রাজদরবারের রাজনৈতিক দৃশ্যপটে নতুন রূপ এনে দিয়েছিলো। ১৪শ শতক থেকে ২০শ শতকের শুরুর দিকে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ, পশ্চিম এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকায় আধিপত্য বিস্তার করেছিলো অটোমান সাম্রাজ্য।

যা ইতিহাসের সবচেয়ে বড় এবং দীর্ঘস্থায়ী সাম্রাজ্যগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে বিবেচিত। অনেক ইতিহাসবিদের মতে, হুররেমের উত্থানের মধ্য দিয়ে মূলত "নারীদের সালতানাতের" একটি পর্ব শুরু হয়েছিল যখন অটোমান বা উসমানীয়দের শাসনে রাজপরিবারের নারীদের নজীরবিহীন প্রভাব বিস্তার করতে দেখা গিয়েছিল। তুর্কিয়ে ভাষায় একে "কাদিনইয়ার সালতানাতে" বলা হতো। যার অর্থ নারীদের শাসন করার বা নেতৃত্বের জায়গায় পৌঁছানো। মূলত হুররেমের উত্থানের সাথে রাজ্যের নারীদের এমন অভূতপূর্ব প্রভাব বিস্তার শুরু হয়েছিল। অটোমান বা উসমানীয় সাম্রাজ্যে সুলতানের প্রাসাদের ভেতরে হারেম ছিল। এই হারেম হলো প্রাসাদের আলাদা একটি অংশ যেখানে সুলতানের স্ত্রী, উপপত্নী, পরিবারের নারী সদস্য এবং নারী দাসীরা থাকতেন। এই অটোমান হারেমে হুররেমের থাকার সময়কাল এবং তার পরবর্তী সময় বিশদে নথিভুক্ত আছে। তবুও শত শত বছর পেরিয়ে গেলেও, হুররেমের প্রকৃত পরিচয় নিয়ে, অর্থাৎ তিনি কোথা থেকে এসেছিলেন সে নিয়ে রহস্য ও বিতর্ক এখনো রয়ে গিয়েছে।

তিনি ইউক্রেন অঞ্চল থেকে অপহৃত কোনো বন্দি, অর্থোডক্স পুরোহিতের কন্যা, নাকি অপ্রত্যাশিত তত্ত্ব অনুযায়ী জলদস্যুদের দ্বারা অপহৃত কোনো ইতালীয় অভিজাত নারী ছিলেন?

বন্দিদশা থেকে রাজদরবার পর্যন্ত বেশিরভাগ ইতিহাসবিদদের মনে করেন, হুররেম সুলতান পনেরশ শতকের শুরুর দিকে রুথেনিয়া নামে এক ঐতিহাসিক অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন; আজকের দিনে যা ইউক্রেন, পোল্যান্ড এবং বেলারুশের কিছু অংশ জুড়ে ছিল। জন্মের পর হুররেমের নাম কী ছিল সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো রেকর্ড নেই। কিছু ইউক্রেনীয় সূত্র তাকে আলেকজান্দ্রা লিসোভস্কা বা আনাস্তাসিয়া হিসেবে উল্লেখ করে। অন্যরা মনে করেন— তিনি পশ্চিম ইউরোপে লা রোসা (লাল), রোজানা (মার্জিত গোলাপ), রোকসোলান (রুথেনিয়ান নারী), রোকসানা বা রোক্সেলানার মতো নামে পরিচিত ছিলেন। তবে, সরকারি অটোমান নথিতে তাকে হাসেকি হুররেম সুলতান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ফার্সি ভাষায় "হুররেম" অর্থ সুখী বা আনন্দময়, এবং "হাসেকি" হলো সুলতানের সন্তানের মায়ের জন্য সংরক্ষিত একটি সম্মানসূচক উপাধি। কিছু সূত্র দাবি করে যে, হুররেম একজন অর্থোডক্স পুরোহিতের কন্যা ছিলেন, আবার অনেকে মনে করেন যে তিনি একটি কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

তুরস্কের অধ্যাপক ফেরিদুন এমেচেন এমন কিছু নথিপত্র পাওয়ার কথা বলেছেন যেখানে বলা হয়েছে, রোহাটিন নামের এক শহরে যা তখন পোলিশ রাজ্যের অংশ ছিল এবং বর্তমানে পশ্চিম ইউক্রেনে অবস্থিত সেখানে হুররেম ক্রিমিয়ান তাতার দস্যুদের হাতে বন্দি হয়েছিলেন। এরপর, তাকে দাস হিসেবে বিক্রি করা হয়েছিল। কিশোর বয়সে হুররেমকে অটোমান সাম্রাজ্যে আনা হয় এবং তাকে যুবরাজ সুলেমানের মা-র কাছে উপহার হিসেবে দেওয়া হয়। আরেক তুর্কি অধ্যাপক জেইনেপ তারিম এমন ব্যাখ্যা দেন। এই যুবরাজ সুলেমান পরবর্তীতে সুলতান হন এবং সুলেমান দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট নামে পরিচিতি পান। ইতিহাসবিদরা বলছেন যে হুররেম সম্ভবত ১৫২০ সাল নাগাদ হারেমে যোগ দিয়েছিলেন, কারণ সুলেমানের সাথে তার প্রথম সন্তান, প্রিন্স মেহমেদ, পরের বছর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শত বছরের প্রথা ভেঙে, সুলেমান হুররেমকে বিয়ে করেছিলেন — যা রাজদরবারকে বিস্মিত করেছিলো এবং হুররেমের অবস্থানকে নজিরবিহীন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলো। এর আগে অন্য কোনো অটোমান সুলতান কোনো উপপত্নীকে বিয়ে করেননি।

ইতালীয় পরিচয় হুররেম রুথেনিয়ান বংশোদ্ভূত হতে পারেন এ বিষয়ে ব্যাপক একমত হওয়া সত্ত্বেও, হুররেমের পেছনের কাহিনী নিয়ে বিকল্প তত্ত্বগুলো এখনো রয়ে গেছে। (পূর্ব ইউরোপীয় এলাকার বাসিন্দাদের বোঝাতে পশ্চিম বা মধ্য ইউরোপীয়রা মধ্যযুগে এই রুথেনিয়ান শব্দটি ব্যবহার করতো) একটি বিশেষভাবে বিতর্কিত দাবি করেছেন গবেষক ড. রিনালদো মারমারা, যিনি বলেছেন যে তিনি ভ্যাটিকানের আর্কাইভে একটি পাণ্ডুলিপি খুঁজে পেয়েছেন, যেখানে বলা হয়েছে হুররেম আসলে একজন ইতালীয় অভিজাত নারী ছিলেন তিনি ছিলেন সিয়েনা অঞ্চলের মার্সিলি পরিবারের একজন সদস্য এবং তার নাম ছিলো মার্গেরিটা। তিনি বলেন, এই নথি অনুযায়ী, তিনি এবং তার ভাইকে জলদস্যুরা বন্দি করেছিলো এবং পরে তাদের অটোমান দরবারে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়া হয়। গবেষক মারমারা আরও বলেন, ওই পাণ্ডুলিপি থেকে জানা যায় যে হুররেমের বংশধর সুলতান মেহমেদ চতুর্থ এবং পোপ আলেকজান্ডার সপ্তমের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল যা তার রুথেনিয়ান পরিচয় নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করে এবং এক গোপন অভিজাত বংশের ইঙ্গিত দেয়। তবে ইতিহাসবিদরা সন্দেহ প্রকাশ করেন। অধ্যাপক তারিম সতর্ক করে দেন যে এই দাবির সত্যতা প্রমাণের জন্য আরও অনেক তথ্য-প্রমাণ দরকার।

তিনি উল্লেখ করেন, তৎকালীন ভেনিসীয় রাষ্ট্রদূতের রেকর্ডে এ বিষয়ে বিস্তারিত কোনো উল্লেখ নেই। সেই সময়ের রাজদরবারের গুজব ও কূটনৈতিক বিষয়ে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উৎস ছিল এই ভেনিসীয় রাষ্ট্রদূতের রেকর্ড।

'যদি এমন কিছু থাকতো, তাহলে ওই রেকর্ডগুলোয় সেই তথ্য পাওয়া যেতো, আমরা অনেক আগেই তা জেনে যেতাম,' তিনি বলেন। অধ্যাপক এমেচেনও এই সন্দেহের সাথে একমত, তিনি স্বীকার করেন যে হুররেম পোলিশ রাজপরিবারের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন ঠিকই, তবে সেটা সম্ভবত আনুষ্ঠানিক কূটনীতির অংশ ছিল অভিজাত বংশের প্রমাণ নয়। "রাশিয়ান ডাইনি" বিভিন্ন সূত্রে হুররেম সুলতানকে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তা নিয়ে বিভ্রান্তি আরও বেড়েছে। অটোমান যুগের নথি এবং কবিতাগুলোয় মাঝে মাঝে তাকে 'রাশিয়ান ডাইনি' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা ছিল সমালোচকদের দেওয়া তার একটি অপমানজনক উপাধি। বিশেষ করে অন্য নারীর গর্ভে জন্ম নেয়া সুলেমানের বড় ছেলে প্রিন্স মুস্তাফার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার পর তাকে এই এমন কটাক্ষমূলক উপাধি দেয়া হয়। প্রিন্স মুস্তাফা অটোমান সিংহাসনের প্রথম উত্তরসূরি ছিলেন। ধারণা করা হয়, হুররেমই তার এই মৃত্যুর নেপথ্যে ছিলেন, যেন তার নিজের ছেলেদের সিংহাসনে আরোহণের পথ পরিষ্কার হয়ে যায়। অধ্যাপক এমেচেন ব্যাখ্যা করেন, অটোমান প্রেক্ষাপটে 'রুস' শব্দটি শুধু জাতিগত রাশিয়ানদের বোঝাতে ব্যবহার করা হতো না। বরং, এটি ছিল একটি ভৌগোলিক উপাধিউত্তরের যেকোনো এলাকা থেকে আসা লোকদের জন্য এটি ব্যবহৃত হতো, যার মধ্যে বর্তমান ইউক্রেন ও বেলারুশও পড়ে।

বির উৎস- তৎকালীন পশ্চিমা ভ্রমণকারী বা পর্যটকরা ও ভেনিসীয় কূটনীতিকরাও হুররেমকে রাশিয়ান বলে উল্লেখ করেছিলেন। তবে গবেষকদের মতে, এটি তার জন্মসূত্রে ভৌগোলিক পরিচয়কে বোঝাত, জাতিগত পরিচয় নয়।

সেই সময়ে, আজকের সীমানার মধ্যে কোনো রাশিয়া ছিল না। (তৎকালীন চিঠিপত্রে) তারা রাশিয়ান বলতে বোঝাতো "রুশীয় অঞ্চল থেকে",বলেন অধ্যাপক এমেচেন। 'ষোড়শ শতকে, পোল্যান্ডে যেখানে ইউক্রেনীয়রা বাস করতেন, সেই এলাকাগুলোকে বলা হতো "রুস্কে" প্রদেশ, এবং রোহাতিন ছিল তার অংশ, যোগ করেন বিবিসি নিউজ ইউক্রেনিয়ানের ভিতালি চেরভোনেঙ্কো। 'সেই সময়ে ইউক্রেনীয়দের "রুসিন" বলা হত, কিন্তু রাশিয়ার সাথে এর কোনো সম্পর্ক ছিল না,' তিনি বলেন।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, হুররেম সুলতানের পরিচয় নতুন রাজনৈতিক গুরুত্ব পেয়েছে, বিশেষ করে ইউক্রেনে, যেখানে তিনি একজন জাতীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে সম্মানিত। তার সম্মানে তার কথিত জন্মস্থান রোহাতিনে ভাস্কর্য রয়েছে এবং বর্তমানে রাশিয়া-অধিকৃত মারিউপোল শহরের একটি মসজিদে সুলেমানের নামের পাশাপাশি তার নাম রয়েছে। ২০১৯ সালে, আঙ্কারায় ইউক্রেনীয় দূতাবাসের অনুরোধে, ইস্তাম্বুলের সুলেমানিয়ে মসজিদ কমপ্লেক্সে হুররেমের কবরের শিলালিপি থেকে তার "রাশিয়ান বংশোদ্ভূত" সংক্রান্ত তথ্য মুছে ফেলা হয়। আপডেট করা শিলালিপিটি এখন তার ইউক্রেনীয় ঐতিহ্যকে তুলে ধরা হয়েছে, যার মাধ্যমে ধারণা পাওয়া যায় যে আধুনিক ভূ-রাজনীতির প্রেক্ষাপটে হুররেমের উত্তরাধিকার কতোটা গুরুত্ব বহন করে।

জনহিতকর কাজ- হুররেমের প্রভাব হারেমের চার দেয়ালের বাইরেও অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তবে সম্ভবত তার জনহিতকর কাজগুলো সবচেয়ে বেশি স্থায়ী হয়েছে। তিনি ইস্তাম্বুল এবং জেরুসালেমে (যা তখন অটোমান সাম্রাজ্যের অংশ ছিল) মসজিদ, বিনামূল্যে খাওয়ানোর কেন্দ্র বা স্যুপ কিচেন এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠান চালু করেছিলেন, যা তখন অটোমান সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। ইস্তাম্বুলের হাসেকি এলাকা আজও তার নাম বহন করে আসছে। ঐতিহাসিক নথি অনুসারে, হুররেম সুলতান ১৫৫৮ সালের ১৫ই এপ্রিল ইস্তাম্বুলে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। তার দেহ সুলেমানিয়ে মসজিদে দাফন করা হয়েছিল। পরে, সুলতান সুলেমানের নির্দেশে তার কবরের স্থানে একটি সমাধি নির্মাণ করা হয়। হুররেমের মৃত্যুর মাধ্যমে একটি অসাধারণ জীবনের সমাপ্তি ঘটে, কিন্তু তাকে ঘিরে থাকা প্রশ্নগুলো আজও ফুরায়নি।

তিনি রুথেনিয়ান বন্দি হোন, ইতালীয় অভিজাত পরিবারের সদস্য হন, কিংবা ভুল বোঝা এক ক্ষমতাধর নারী হুররেম সুলতান অটোমান ইতিহাসে এবং বৈশ্বিক ইতিহাসে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও বিতর্কিত ব্যক্তিত্বদের একজন হয়ে আছেন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মঙ্গলবার আগরতলায় সিপিআইএমের প্রয়াত নারী নেত্রীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

১১ বছরের অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি

অশ্বিনী বৈষ্ণব
কেন্দ্রীয় রেল, ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি, এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী

একটি নতুন ভারত রূপ নিচ্ছেযেখানে অগ্রগতি কেবল জিডিপি দিয়েই নয়, মর্যাদা এবং সুযোগের নিরীখেও পরিমাপ করা হচ্ছে। কাডাপার একজন গৃহিণী অন্নম লক্ষ্মী ভবানী, একটি সফল পাটের ব্যাগ উৎপাদন ইউনিট শুরু করার জন্য মুদ্রা ঋণ নিয়েছিলেন। হরিয়ানার জগদেব সিং একটি এআই অ্যাপ ব্যবহার করে তার ফসল সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। এবং, মীরা মাঝি উজ্জ্বলার অধীনে এলপিজি সংযোগ পেয়েছেন, ধোঁয়াবিহীন রান্নাঘর এবং তার সন্তানদের সাথে আরও ভালো সময় কাটানোর নিশ্চয়তা পেয়েছেন।

এগুলো এখন গোটা ভারত জুড়ে গ্রাম, শহর এবং নগরগুলির দৈনন্দিনকার বাস্তবতা। এই রূপান্তরগুলি কাঠামোগত সংস্কার এবং শেষ নাগরিকের ক্ষমতায়নে বিশ্বাসী নেতৃত্বের ফলে উদ্ভূত হয়েছে।

অন্ত্যোদয় কর্মে

শুরু থেকেই, আমাদের মূল দর্শন ছিল অন্ত্যোদয় তথা- পিরামিডের নীচের স্তরে থাকা মানুষগুলির উন্নয়ন করা। গত ১১ বছরে প্রতিটি নীতি, প্রতিটি বিনিয়োগ এবং প্রতিটি উদ্ভাবন এই দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে রূপায়িত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে পরিচালিত এই দৃষ্টিভঙ্গি চারটি সহজ কিন্তু শক্তিশালী স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে। এগুলি হল: সংযোগকারী পরিকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী উৎপাদন এবং ক্ষমতায়নকারী ব্যবস্থা সহজীকরণ।

স্তম্ভ ১: পরিকাঠামোতে বিনিয়োগ

গত এগারো বছরে মূলধন ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৫-২৫ সালে তা বেড়ে ১১.২ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। সরকারি বিনিয়োগের এই উত্থান ভারতের পরিকাঠামোতে অর্থাৎ ভৌত, ডিজিটাল এবং সামাজিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান।

গত ১১ বছরে, ভারতে ভৌত পরিকাঠামো দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময়ের মধ্যে প্রায় ৫৯,০০০ কিলোমিটার মহাসড়ক নির্মিত হয়েছে এবং ৩৭,৫০০ কিলোমিটারেরও বেশি রেলপথ স্থাপন করা হয়েছে।

সম্প্রতি, চেনাব এবং আঞ্জি সেতু'র উদ্বোধন করা হয়েছে - যা আধুনিক ভারতের একটি প্রতীক। কাশ্মীরের মানুষের কাছে, এই সেতুগুলির মধ্য দিয়ে বন্দে ভারতের আগমন স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। একজন ভ্রমণকারী, অশ্রুসিক্ত চোখে বলেছেন, তিনি কখনও ভাবেননি যে এই দিনটি আসবে।

সংযোগের এই চেতনা রেলপথের বাইরে ডিজিটাল মহাসড়ক পর্যন্ত বিস্তৃত। ভারতের ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার (ডিপিআই) একটি বিশ্বব্যাপী মানদণ্ডে পরিণত হয়েছে। ইউপিআই, আধার এবং ডিজিলকার এখন বিশ্বব্যাপী এর পরিমাণ এবং অন্তর্ভুক্তি নিয়ে গবেষণা করা হচ্ছে। ১৪১ কোটিরও বেশি আধার নিবন্ধন এবং প্রতিদিন ৬০ কোটি ইউপিআই লেনদেন এর নাগাল এবং গ্রহণযোগ্যতাকে নির্দেশ করে। এর পিছনে ধারণাটি সহজ: সকলের জন্য প্রযুক্তিকে গণতান্ত্রিকীকরণ করা।

একই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইন্ডিয়াএআই মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জিপিইউ নামে পরিচিত ৩৪,০০০-এরও বেশি হাই-স্পিড কম্পিউটার চিপ এখন সকলের জন্য উপলব্ধ। তাও বিশ্বব্যাপী খরচের মাত্র এক-তৃতীয়াংশে। এআই উন্নয়নের অংশ হিসেবে, বিশেষ করে এআই মডেলগুলির প্রশিক্ষণের জন্য এই চিপগুলি অত্যন্ত প্রয়োজন। এটিকে আরও সমর্থন করার জন্য, এআইকোশা প্ল্যাটফর্মটি শেখার এবং উদ্ভাবনের জন্য ৩৭০ টিরও বেশি ডেটাসেট এবং ২০০টি ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত এআই মডেল অফার করছে।

অ্যাক্সেসিবিলিটির উপর এই জোর প্রযুক্তির বাইরেও শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং মৌলিক পরিষেবাগুলি পর্যন্ত বিস্তৃত। ১১ বছরে, মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ৩৮৭ থেকে ৭৮০ এবং এইমস প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৭ থেকে ২৩ এ উন্নীত হয়েছে। এমবিবিএস এবং স্নাতকোত্তর স্তরের আসনও দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে। এটি সকলের জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা অ্যাক্সেসযোগ্য করার দৃঢ় প্রতিশ্রুতিকে প্রদর্শন করে।

স্তম্ভ ২: অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি

আমাদের উন্নয়ন মডেলের সবচেয়ে শক্তিশালী বৈধতা হলো এর স্পর্শ করা জীবন। ৫৩ কোটিরও বেশি জন ধন অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে - যা ইউরোপের জনসংখ্যার চেয়েও বেশি। ৪ কোটি বাড়ি তৈরি করা হয়েছে, ১২ কোটি শৌচাগার তৈরি করা হয়েছে এবং ১০ কোটি পরিবার এখন কাঠের আগুনের পরিবর্তে পরিষ্কার এলপিজি দিয়ে রান্না করেন।

'হর ঘর জল'-এর আওতায় ১৪ কোটি পরিবারে নলের মাধ্যমে জলের সংযোগ পৌঁছেছে। আয়ুষ্মান ভারতের আওতায় স্বাস্থ্য বীমা ৩৫ কোটি মানুষকে কভার করছে এবং ১১ কোটি কৃষক এখন প্রধানমন্ত্রী-কিষাণ প্রকল্পের মাধ্যমে সরাসরি আয় সহায়তা পান।

এই সংখ্যাগুলি মীরা মাঝির গল্পের মাধ্যমে জীবন্ত হয়ে ওঠে, যিনি ১০ কোটি উজ্জ্বলা প্রকল্পের একজন সুবিধাভোগী। তিনি উল্লেখ করেছেন যে কীভাবে কোনও মধ্যস্থতাকারী ছাড়াই তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ২.৫ লক্ষ টাকা জমা হয়েছিল। তিনি এখন হর ঘর জলের মাধ্যমে নলের জল, প্রতি মাসে বিনামূল্যে রেশন এবং উজ্জ্বলার অধীনে একটি ধোঁয়াবিহীন রান্নাঘর পাচ্ছেন।

এটি এমন এক অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি যা আমাদের সাম্প্রতিক ইতিহাসের কোনও সময়ে দেখা যায়নি।

স্তম্ভ ৩: উৎপাদন ও উদ্ভাবন

২০১৫ সালে, আমরা কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং শিল্প প্রবৃদ্ধিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য মেক ইন ইন্ডিয়া চালু করেছিলাম। আজ, ইলেকট্রনিক্স উৎপাদন ৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১২ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। ইলেকট্রনিক্স রপ্তানি ৮ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৩ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে শীর্ষ রপ্তানি পণ্যের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। ভারত এখন দ্বিতীয় বৃহত্তম মোবাইল ফোন উৎপাদনকারী দেশ।

আমরা এখন নতুন ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং স্কিমের অধীনে ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্ট তৈরি করে উৎপাদন মূল্য শৃঙ্খলকে আরও গভীর করছি।

একই সাথে, ভারতের সেমিকন্ডাক্টর মিশন একটি নীলনকশা থেকে যুগান্তকারী দিকে এগিয়ে চলেছে। দেশের প্রথম বাণিজ্যিক ফ্যাব নির্মাণাধীন। পাঁচটি ওস্যাট ইউনিটের কাজ চলছে। এবং ভারতের ছাত্র এবং প্রকৌশলীরা দেশীয় আইপি সহ ২০ টিরও বেশি চিপসেট ডিজাইন করেছেন। আমরা বিশ্বমানের ইডিএ সরঞ্জাম দিয়ে ২৭০ টি বিশ্ববিদ্যালয়কে যুক্ত করেছি। এটি একটি সেমিকন্ডাক্টর প্রতিভা পাইপলাইনের ভিত্তি স্থাপন করছে যার উপর বিশ্ব নির্ভর করতে পারে।

স্তম্ভ ৪: আইনের সরলীকরণ

গত দশকের একটি নীরব বিপ্লব ঘটেছে শাসনব্যবস্থায়। ১,৫০০-এরও বেশি পুরনো আইন বাতিল করা হয়েছে এবং ৪০,০০০ সম্মতি বাতিল করা হয়েছে। টেলিকম আইন এবং ডিপিডিপি আইনের মতো নতুন আইন বিশ্বাস ও সরলতার উপর নির্মিত, নাগরিকদের সাথে সন্দেহের পরিবর্তে মর্যাদার সাথে আচরণ করা হয়েছে। এটি বিনিয়োগ, উদ্ভাবন এবং আনুষ্ঠানিকীকরণকে উৎসাহিত করেছে, বৃদ্ধির একটি সদয় চক্র তৈরি করেছে।

মোদী মতবাদ

এই ১১ বছরে সন্ত্রাসের প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি বদলেছে। সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, বিমান হামলা এবং এখন অপারেশন সিন্দুর থেকে শুরু করে, ভারত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে স্পষ্টতা এবং সাহস দেখিয়েছে। প্রতিটি প্রতিক্রিয়া আমাদের নিজস্ব শর্তে দ্রুত, সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপের প্রতিফলন ঘটায়।

সন্ত্রাসী হামলার জবাব দেওয়ার এই নতুন পদ্ধতি মোদী মতবাদের অংশ। এটি তিনটি স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে তৈরি। ভারতের শর্তে চূড়ান্ত প্রতিশোধ, পারমাণবিক ব্ল্যাকমেইলের প্রতি শূন্য সহনশীলতা এবং সন্ত্রাসী এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই।

এইবার আমাদের প্রতিক্রিয়া আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে দেশীয় প্রযুক্তি এবং সক্ষমতার ব্যবহার। বিকশিত হতে আগ্রহী একটি দেশকে কেবল তার জনগণকে রক্ষা করা উচিত নয়, আত্মনির্ভরতার সাথেও তা করতে হবে - এবং ভারত ঠিক তাই করেছে।

বিশ্বাস আগে প্রবৃদ্ধি পরিমাপ করা হত সংখ্যায়। আজকাল, তা পরিমাপ করা হয় রূপান্তরিত জীবনের মাধ্যমে। একজন গৃহিণী যিনি একজন নিয়োগকর্তা হয়েছেন। কৃষিতে এআই অ্যাপ ব্যবহার করে একজন কৃষক। একজন মা যার রান্নাঘর আর ধোঁয়ায় ভরে না। এগুলো সারা দেশে ঘটছে নীরব বিপ্লব। ২০০৪ সালে, অটলজির মেয়াদের শেষের দিকে, ভারত ছিল বিশ্বের ১১তম বৃহত্তম অর্থনীতি। ২০০৪ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে, ভারত ১১তম স্থানেই ছিল, যা এক দশকের ব্যর্থ গতির প্রতিফলন। গত দশকে, প্রধানমন্ত্রী মোদীর সংস্কারবাদী নীতির কারণে ভারত আবার গতি ফিরে পেয়েছে। আজ, আমরা বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হওয়ার পথে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলেছি।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে, এই ১১ বছরের অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি জনগণকে ভর্তুকি বা পরিষেবার চেয়েও মূল্যবান কিছু দিয়েছে। তারা তাদের একটি বিশ্বাস দিয়েছে। এবং একটি উন্নত ভবিষ্যতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসই জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

(লেখক কেন্দ্রীয় রেল, ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী)

সরকারের ১১ বছর পূর্তি উপলক্ষে আজ রাজঘাটে শুরু হচ্ছে লোক সংবর্ধনা পর্ব

নয়াদিল্লি, ১০ জুন।। ক্ষমতায়ন, অন্তর্ভুক্তি এবং সাংস্কৃতিক গর্বের সাথে সরকারের ১১ বছর পূর্তি উদযাপনের জন্য, কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রক ১১ থেকে ১৫ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত নয়াদিল্লির বিরসা মুন্ডা লনে, গান্ধী দর্শন, রাজঘাটে লোক সংবর্ধনা পর্বের আয়োজন করেছে।

এই অনুষ্ঠানটিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের উদযাপন হিসেবে পরিকল্পনা করা হয়েছে, যেখানে 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস' এর দৃষ্টিভঙ্গির অধীনে মন্ত্রকের মূল পরিকল্পনা, কর্মসূচি এবং সাফল্যগুলি তুলে ধরা হবে। এখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের, বিশেষ করে কারিগর এবং ঐতিহ্যবাহী কারিগরদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য মন্ত্রকের নিরন্তর প্রচেষ্টাকেও তুলে ধরা হবে।

লোক সংবর্ধন পর্বের এই সংস্করণটি ভারতের উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির ৫০ জনেরও বেশি কারিগরকে একটি প্রাণবন্ত প্ল্যাটফর্ম প্রদান করবে, যা তাদের ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প প্রদর্শন ও বিক্রি করতে, সম্ভাব্য ক্রেতাদের সাথে যোগাযোগ করতে এবং বাজারের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম করবে।

অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ:

মন্ত্রকের প্রধান উদ্যোগগুলির প্রদর্শনী, যার মধ্যে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী বিরাসত কা সম্বর্ধন (পিএম বিকাশ), এনএমডিএফসি প্রকল্প এবং সাফল্যের গল্প।

দিল্লি, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরাখণ্ড, রাজস্থান এবং উত্তর প্রদেশের কারিগর এবং রন্ধন বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণ।

লাখ কি চুড়িয়া, কাঠের চিত্রকর্ম, নীল মৃৎশিল্প, সূচিকর্ম, বেনারসি ব্রোকেড, ফুলকরি, চামড়ার কারুশিল্প, কার্পেট, গহনা এবং কাঠ খোদাইয়ের মতো ঐতিহ্যবাহী শিল্প ও হস্তশিল্পের প্রদর্শনী-সহ-বিক্রয়।

দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা লোকশিল্পীদের সরাসরি পরিবেশনা সহ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা।

এই উৎসবের লক্ষ্য হল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং উদ্যোক্তা মনোভাবকে প্রচার করার পাশাপাশি মন্ত্রকের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টা সম্পর্কে আরও সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

এটি ঐতিহ্যবাহী কারিগরদের ক্ষমতায়ন, আদিবাসী শিল্পকলা সংরক্ষণ এবং তাদের টেকসই জীবিকার সাথে সংযুক্ত করার একটি বৃহত্তর প্রচেষ্টার অংশ।

সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রক সকলকে বৈচিত্র্য, স্থিতিস্থাপকতা এবং অগ্রগতির এই উদযাপনের অংশ হতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

ভারত সফলভাবে ৯ জুন ২৪১ জিডব্লিউ চূড়ান্ত বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণ করল, শূন্য পিক শক্তি ঘাটতি রেকর্ড : মনোহর লাল

নয়াদিল্লি, ১০ জুন : নতুন দিল্লিতে আজ একটি সংবাদ সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনোহর লাল বললেন, গত ১১ বছরে ভারতের বিদ্যুৎ খাত ব্যাপক পরিবর্তন ও উন্নতির মুখে দাঁড়িয়েছে। তিনি জানান, ২০২৫ সালের ৯ জুন ভারতে ২৪১ গিগাওয়াটের শীর্ষ বিদ্যুৎ চাহিদা শূন্য ঘাটতি সহকারে পূরণ করা সম্ভব হয়েছে, যা দেশের শক্তিশালী ও বিশ্বাসযোগ্য বিদ্যুৎ পরিকাঠামোর প্রমাণ।

মন্ত্রী আরও জানালেন, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতায় ৩৪ গিগাওয়াটের রেকর্ড বৃদ্ধি হয়েছে, যার মধ্যে নবায়নযোগ্য শক্তির অবদান ২৯.৫ গিগাওয়াট। ভারতের মোট ইনস্টল করা বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা এখন দাঁড়িয়েছে ৪৭২.৫ গিগাওয়াটে, যা ২০১৪ সালের ২৪৯ গিগাওয়াট থেকে ব্যাপক বৃদ্ধি।

বিদ্যুৎ সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে নতুন দিক নির্দেশনা হিসেবে, ৩০ গিগাওয়াট ঘণ্টার ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম স্থাপনের জন্য ভায়াবিলিটি গ্যাপ ফান্ডিং স্কিম শুরু করা হয়েছে, যার বিনিয়োগ মূল্য প্রায় ৫,৪০০ কোটি টাকা এবং এই প্রকল্পে মোট বিনিয়োগ হবে ৩৩,০০০ কোটি টাকা।

মন্ত্রীর ভাষ্যে, ইন্টার-স্টেট ট্রান্সমিশন সিস্টেম চার্জ থেকে স্টোরেজ প্রকল্পসমূহের জন্য ছাড় ৩০ জুন ২০২৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা পাম্পড স্টোরেজ এবং ব্যাটারি স্টোরেজ প্রকল্পগুলোর উন্নয়নে সাহায্য করবে।

ভারতের বিদ্যুৎ গ্রিডকে আধুনিকায়নের জন্য ২০৩৪ সালের মধ্যে ৯টি ১১০০ কিলোভোল্ট আল্ট্রা-হাই ভোল্টেজ এসি ট্রান্সমিশন লাইন এবং ১০টি সাবস্টেশন নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য প্রায় ৫৩,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ আসবে।

তদুপরি, বিদ্যুৎ লাইনের জন্য জমি অধিগ্রহণে ক্ষতিপূরণের হার দ্বিগুণ করা হয়েছে; টাওয়ার এলাকায় জমির বাজারমূল্যের ৮৫ থেকে ২০০ এবং রাইট অফ ওয়েতে ১৫ থেকে ৩০ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

রাজ্যগুলোতেও বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য লেট পেমেন্ট সারচার্জ নিয়ম চালু হয়েছে, যা ইন্টার-স্টেট ট্রান্সমিশনের পাশাপাশি ইন্ট্রা-স্টেট ট্রান্সমিশন সিস্টেমেও প্রযোজ্য হবে।

উত্তরাখণ্ডে ২৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন তেহরি পাম্পড স্টোরেজ প্রকল্পের প্রথম ইউনিট ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে, যা শীর্ষ চাহিদা পরিচালনা ও নবায়নযোগ্য শক্তির সমন্বয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সর্বশেষ, এপ্রিল ২০২৫ অনুযায়ী, ভারতের বিদ্যুৎ ঘাটতি মাত্র ০.১ এ নেমে এসেছে, যা ২০১৩-১৪ সালে ৪.২ থেকে ব্যাপক হ্রাস পেয়েছে। এটি দেশের বিদ্যুৎ প্রাপ্যতা ও শক্তি নিরাপত্তায় অভূতপূর্ব সাফল্যের ইঙ্গিত।

চীন সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে দ্বৈত মানদণ্ড গ্রহণ করতে পারে না পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষার নামে : ডঃ এস. জয়শঙ্কর

প্যারিস, ১০ জুন : ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ এস. জয়শঙ্কর বলেছেন, চীন পাকিস্তানের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে দ্বৈত মানদণ্ড গ্রহণ করতে পারে না। ফ্রান্স সফরকালে এক ফরাসি সংবাদপত্রকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি এই মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, সন্ত্রাসবাদ এমন একটি সমস্যা যা সকল দেশকে উদ্বিগ্ন করে। ভারতের লড়াই কোনও নির্দিষ্ট দেশের বিরুদ্ধে নয়, বরং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, ভারত সন্ত্রাসবাদকে কোনওভাবেই সহ্য করে না, কিন্তু পাকিস্তান এখনও সন্ত্রাসবাদীদের সহায়তা করে যাচ্ছে।

ডঃ জয়শঙ্কর স্পষ্ট করে বলেন, যদি সন্ত্রাসবাদীরা আবারও ভারতকে লক্ষ্য করে হামলা চালায়, এবং তারা পাকিস্তানে আশ্রয় পায়, তাহলে ভারত উপযুক্ত ও কঠিন জবাব দেবে। চীন ও ভারতের সম্পর্ক প্রসঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, দুই দেশ নিজেদের সম্পর্ক আরও উন্নত করতে পারে এবং কোভিড-১৯ মহামারির পর থেকে বন্ধ হয়ে যাওয়া সরাসরি বিমান চলাচল আবার চালু করার বিষয়েও বিবেচনা করা হচ্ছে।

রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত নিয়েও তিনি মত প্রকাশ করে বলেন, ভারত মস্কো এবং কিয়েভ, উভয়ের সঙ্গেই আলোচনায় লিপ্ত রয়েছে। শান্তি একমাত্র সংলাপের মাধ্যমেই সম্ভব।

ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য সম্পর্ক প্রসঙ্গে তিনি জানান, ৯ জুলাই শুল্ক স্থগিতাদেশ শেষ হওয়ার আগে একটি বাণিজ্য চুক্তি হওয়া নিয়ে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

ফ্রান্সের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ককে 'শক্তিশালী' বলে উল্লেখ করে তিনি প্রতিরক্ষা, পারমাণবিক শক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মহাকাশ এবং পরিবেশের মতো খাতে আরও অংশীদারিত্বের ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের স্থায়ী সদস্যপদ নিয়ে ডঃ জয়শঙ্কর বলেন, ভারত বৈশ্বিক মঞ্চে একটি বৃহত্তর ভূমিকা পালনে প্রস্তুত। শান্তি, আঞ্চলিক সমৃদ্ধি এবং স্থিতিশীলতার মাধ্যমে বিশ্বে ভারতের সক্রিয় ভূমিকার গুরুত্ব তিনি পুনর্ব্যক্ত করেন।

পলাতক আসামির সন্ধান চাই

Ref- NCC PS Case No. 2024NCC061– dated 23-07-2024 U/s 126.2Š.109.61Œ2.307.3.5. of BNS & Sec. 23 & 25.1--27 of Arms Act.

১) শচীন কুমার রায়, পিতা- শ্রী শ্যামবাবু রায় এবং ২) ধর্মেন্দ্র রায় ওরফে গব্বর রায়, পিতা- শ্রী দেবেন্দ্র রায়, উভয়ের সাং- গোয়ালা বস্তি, খেজুর বাগান, থানা- নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স, পশ্চিম ত্রিপুরা। উপরে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ, উক্ত মোকদ্দমায় অপরাধ করার পর পলায়ন করেছে।

উপরে উল্লেখিত মোকদ্দমার পলাতক আসামি শচীন কুমার রায় এবং ধর্মেন্দ্র রায় ওরফে গব্বর রায়, সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬

২) সি.টি. কন্ট্রোল ৬০৩৩২৩৭৫১৪ / ১০০

৩) নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানা ০৩৮১-২৪১-০০১০ / ৯৪৩৬৭৭৩৫৭৩

ICA/D-350/25

পুলিশ সুপার পশ্চিম ত্রিপুরা

NOTICE INVITING TENDER (NIT)
PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 08/PNIeT/EE/PWD/SBM/DIV/2025-26
Dated- 06-06-2025.

The Executive Engineer, Sabroom Division, PWD(R&B), Sabroom, South Tripura, on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work: -

SL NO.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND	TIME AND DATE OF OPENING BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND	CLASS OF BIDDER
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Mtc. of Road from NH-208(Harina-Ailmara) road to Thakhira Para in between Ch.0.00km to Ch.0.480km during the year 2024-25/ SH: - GSB (Ch.0.00 km to Ch.0.150km), WBM-III, Carpeting, Sand seal coat and Placing of CC Blocks etc. (3rd Call)" DNIeT No: 125/DNIeT/EE/PWD/SBM/DIVN/2024-25. Tender ID: 2025_CEPWD_62394_1	Rs.24,20,888.86	Rs.48,418.00	90 Days	Up to 12:00 P.M. on 26-06-2025	At 12:30 P.M. on 26-06-2025	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C-941/25

Executive Engineer
Sabroom Division, PWD (R&B) Sabroom, South Tripura.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 08/EE/RD/KGT/DIV/2025-26 Dt. 03/06/2025

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, R D Kumarghat Division, Kumarghat, Unakoti Tripura invites Percentage rate e-tender on double bid system from the 23-06-2025 for 03 Nos works below 10.00 Crore each eligible bidders up to 3.00 P.M. on

For details visit website https://tripuratenders.gov.in/eprocure.gov.in and may contact at ph. No.9612590474 (M)/ e- mail: een1 kgt@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C-937/25

Executive Engineer
RD Kumarghat Division

TRIPURA PUBLIC SERVICE COMMISSION
AGARTALA

No.F.11 (37-11)-Rectt./TPSC/2024 Dated, 10th June, 2025

NOTIFICATION

Ref.: Commission's Advt. No. 15/2025 dated 07.05.2025.

It is for information of all concerned that submission of Online Application Form is extended up to 25.06.2025 (5.30 PM) for ongoing recruitment process of Lecturer, District Institute of Education and Training (DIET) under Education (Elementary) Department, Government of Tripura.

Other terms & conditions will remain unchanged.

For further update, please visit -https://tpsc.tripura.gov.in time to time.

(J Debbarma)
Under Secretary,
Tripura Public Ser ion

মেঘালয়ে প্রথম মহিলা স্টেট লীগে অংশ নেবে ১৩টি দল, আগস্টে শুরু প্রতিযোগিতা

শিলং, ১০ জুন: আগামী আগস্ট মাসে মেঘালয়ে শুরু হতে চলেছে প্রথম মহিলা স্টেট লীগ। মেঘালয় ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ঘোষণা করেছে, রাজ্যের আটটি জেলা অ্যাসোসিয়েশন থেকে মোট ১৩টি দল এই ঐতিহাসিক টুর্নামেন্টে অংশ নেবে। মহিলাদের ফুটবলের উন্নয়ন এবং স্থানীয় প্রতিভাকে তুলে ধরার লক্ষ্যে এই লীগ আয়োজন করা হচ্ছে। একই সঙ্গে এই লীগটি খেলোয়াড়দের জাতীয় স্তরে, অর্থাৎ ইন্ডিয়ান উইমেন'স লীগ সেকেন্ড ডিভিশন-এ পৌঁছানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ সিঁড়ি হিসেবেও কাজ করবে। পুরুষদের জন্য সফল মেঘালয়া স্টেট লীগের আদলে গঠিত এই মহিলা লীগটি মেঘালয় সরকারের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। যেসব জেলা অ্যাসোসিয়েশন নিজেদের অঞ্চলে মহিলা লীগ আয়োজন করেছিল, শুধুমাত্র তারাই এই রাজ্য স্তরের লীগে অংশ নেওয়ার জন্য দুইটি করে দল (চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স-আপ) পাঠাতে পেরেছে। ১৩টি নিশ্চিত হওয়া দলের তালিকা হলো : রি-ভোই জেলা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের চ্যাম্পিয়ন দল হলো না রিমপেই ফুটবল অ্যাকাডেমি এবং রানার্স-আপ হয়েছে পাহামসিয়েম স্পোর্টিং ক্লাব। শিলং স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনে লেইটকর স্পোর্টিং ক্লাব চ্যাম্পিয়ন এবং পে ফর রাইট ফুটবল অ্যাকাডেমি রানার্স-আপ হয়েছে। মাওক্যরওয়াট জেলা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনে জাকরেম স্পোর্টিং ক্লাব চ্যাম্পিয়ন এবং মাওতেন স্পোর্টিং ক্লাব রানার্স-আপ হয়। পিনদেঙ্গুমিয়ং জেলা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের চ্যাম্পিয়ন হলো ইয়াং স্পোর্টস সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল ক্লাব এবং রানার্স-আপ হয়েছে ব্রাইট ফিউচার এসএসসিসি।

ইস্ট জৈন্তিয়া হিলস জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন থেকে শুধুমাত্র চ্যাম্পিয়ন দল নিশ্চিত হয়েছে, যা হলো ডিয়েংশিনরুম স্পোর্টিং ক্লাব। তিরসাদ এরিয়া স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনে মাওলুম তিরসাদ স্পোর্টিং ক্লাব চ্যাম্পিয়ন এবং মাওসাউরিট স্পোর্টিং ক্লাব রানার্স-আপ হয়েছে। রিওয়ার মিহনগি ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন থেকে শুধুমাত্র রানার্স-আপ নিশ্চিত হয়েছে, যা হলো লাপালাং এসএসসিসি। এছাড়া, লাসকেইন ব্লক স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন থেকে চ্যাম্পিয়ন দল হিসেবে নিশ্চিত হয়েছে চিরংপহেইওয়েই নংকিনরিহ ফুটবল ক্লাব। এই দলগুলোর মধ্যে কিছু দল চ্যাম্পিয়ন এবং কিছু রানার্স-আপ হিসেবে তাদের নিজ নিজ অঞ্চলে উত্তীর্ণ হয়েছে, এবং তারা পরবর্তী পর্যায়ের

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি মেটাতে কী কী খাবেন

সুস্থভাবে বাঁচতে গেলে সবার আগে নজর দেওয়া প্রয়োজন রোজের খাওয়াদাওয়ায়। শরীর যাতে বিভিন্ন পোষক পদার্থ ঠিকমতো পায় তার দিকে খেয়াল রাখতে হয়। সেই তালিকার মধ্যেই পড়ে ভিটামিন ডি। শরীরে ভিটামিন ডি-এর পর্যাপ্ত মাত্রা ক্যালশিয়াম ও ফসফরাস শোষণ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নত করে, পেশিকে শক্তিশালী করে, হাড় ও দাঁতের বিকাশকেও সহজ করে তোলে। সূর্য রশ্মি হল ভিটামিন ডি-র সবচেয়ে বড় উত। প্রতিদিন ভোরে অন্তত পক্ষে ১৫-২০ মিনিট রোদ পোহালে শরীরে অনেকটাই ভিটামিন ডি সরবরাহ হয়। তবে কেবল সূর্য রশ্মি থেকেই নয়, রোজের খাদ্যাভাসে একটু বদল আনলেও শরীরে এই ভিটামিনের ঘাটতি মেটানো সম্ভব। জেনে নিন রোজের ডায়েটে কী কী খাবার রাখবেন। মাশরুম--নির্দিষ্ট কিছু প্রজাতির মাশরুম আছে, যেগুলি সূর্যালোকের সংস্পর্শে আসলে প্রাকৃতিকভাবে ভিটামিন ডি তৈরি করতে পারে। এই খাবারে ফ্যাটের পরিমাণ খুব কম, পাশাপাশি উচ্চ পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ। তাই রোজের খাদ্যতালিকায় মাশরুম রাখতেই পারেন। উদ্ভিদ-ভিত্তিক দুধ-- সয়া দুধ, আমন্ড দুধ এবং ওট মিল্কের মতো বিভিন্ন উদ্ভিদ-ভিত্তিক দুধে ভিটামিন ডি থাকে। তবে এগুলি কেনার সময় দেখে নেবেন যে তাতে ভিটামিন ডি আছে কি না।

কমলালেবুর জুস-কিছু ব্র্যান্ডের কমলালেবুর জুস ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ হয়। তাই শরীরে ভিটামিন ডি-এর মাত্রা বজায় রাখতে কমলালেবুর জুস খেতেই পারেন।

পালং শাক--পালং শাকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ডি ও ক্যালশিয়াম থাকে। তাই রোজ বিভিন্ন ভাবে পালং শাক রান্না করে খেতে পারেন।

পনির--পনিরে ভিটামিন ডি এর উত হতে পারে। তবে, ভিটামিন ডি এর পরিমাণ পরিবর্তিত হতে পারে। আপনার খাদ্যতালিকায় পনির অন্তর্ভুক্ত করা অন্যান্য প্রয়োজনীয় পুষ্টির পাশাপাশি আপনার ভিটামিন ডি এর চাহিদা মেটাতে সাহায্য করতে পারে। দুগ্ধজাত খাবার --দুধ, দই, ছাঁচ, চিজ, পনির, ছানার মতো দুগ্ধজাত খাবারে ভালো মাত্রায় ভিটামিন ডি থাকে। তাই সুস্থ থাকতে ও হাড় মজবুত করতে রোজের ডায়েটে দুগ্ধজাত খাবার রাখতেই পারেন। ওটস--ওজন কমাতে ওটসের উপকারিতা সম্পর্কে আমরা সকলেই অবগত। তাছাড়া, ওটস আমাদের শরীরে ভিটামিন ডি সরবরাহ করতে পারে। তাই রোজের ডায়েটে ওটস রাখতেই পারেন। দুধ-ওটসের সঙ্গে আমন্ড, আখরোট, খেজুর মিশিয়ে খেতে পারেন। শুকনো ফলও ভিটামিন ডি-র উত।

ব্যথার উপশমে কাপিং থেরাপি

উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন বাংলার জনপ্রিয় এক তারকা। তাঁর পিঠের উপরে বসানো রয়েছে ছোট ছোট কাপের আকৃতির কয়েকটি কাচের পাত্র। সম্প্রতি এমনই একটি ছবি ঘুরছিল সমাজমাধ্যমে। স্বাভাবিক ভাবেই ওই সব কাচের পাত্রগুলি কী এবং সেগুলি কেন পিঠে বসানো, তা নিয়ে কৌতূহল প্রকাশ করেছিলেন অনেকেই।

ফিজিয়োথেরাপিস্টরা জানাচ্ছেন, দেহের কোনও অংশে এই ভাবে ছোট ছোট পাত্র বসানো আসলে এক ধরনের থেরাপির অঙ্গ।

প্রাচীন চিন, ইজিপ্ট এবং মধ্য প্রাচ্যে এর চল ছিল। বর্তমানে এই কাপিং থেরাপি আবার জনপ্রিয় হচ্ছে।

কাপিংয়ের ব্যবহার

ফিটনেস বিশেষজ্ঞ সৌমেন দাস জানাচ্ছেন, মূলত ব্যথা কমানোর জন্য এর ব্যবহার হয়। এ ছাড়া, দেহের কোনও অংশে শক্ত হয়ে থাকা পেশিতে রক্ত চলাচল বাড়িয়ে নমনীয়তা ফেরাতেও কাপিং উপযোগী। অ্যাকনে, একজিমার মতো ত্বকের সমস্যা, দেহে ইনফ্লামেশন, ভ্যারিকোজ ভেন থেকে উপশম মিলতে পারে এই পদ্ধতিতে। তা ছাড়া, এটির মাধ্যমে ডিপ টিসু মাসাজও সম্ভব।

কী ভাবে হয় কাপিং

থেরাপির নাম থেকেই স্পষ্ট, এতে কাপের মতো পাত্রের ভূমিকাই প্রধান। এই কাপ হতে পারে বিভিন্ন আকারের। সাধারণত এগুলি কাচ, মাটি, ধাতু বা বাঁশের তৈরি হয়। মূলত কাপের মধ্যে শূন্যস্থান (ভ্যাকুয়াম) তৈরি করে সেগুলি দেহের নির্দিষ্ট জায়গায় উল্টো করে বসিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে কাপগুলি চামড়ার সঙ্গে এঁটে বসে যায়। এই ভাবে সেগুলি রেখে দেওয়া হয় তিন-চার মিনিট। এর ফলে ওই অংশের শিরাগুলি ফুলে ওঠে, রক্ত চলাচল বাড়ে সেখানে। এর পরে কাপগুলি সরিয়ে নেওয়া হয়। প্রয়োজন বুঝে নির্দিষ্ট সংখ্যার কাপ ব্যবহার করেন থেরাপিস্ট। এ সব ক্ষেত্রে কাপের মধ্যে শূন্যস্থান তৈরি করতে আগুনের ব্যবহার করা হলেও আধুনিক পদ্ধতিতে অনেক সময়েই ব্যবহার করা হয় পাম্প কাপ। এতে যন্ত্রের সাহায্যে কাপের ভিতরের বাতাস বার করে নেওয়া হয়। এ ছাড়া, সিলিকন কাপের ব্যবহার করলে সেগুলি সহজেই ত্বকের উপর দিয়ে টেনে বিভিন্ন জায়গায় সরানো যায়। ডিপ টিসু মাসাজে এই পদ্ধতির ব্যবহার হয়। সৌমেন জানাচ্ছেন, এ ছাড়াও ওয়েট কাপিং নামে একটি পদ্ধতির চল রয়েছে। এতে কাপ বসানোরকিছু ক্ষণ পরে সেগুলি সরিয়েনেওয়া হয়। এর পরে ফুলে ওঠা অংশে ধারালো কিছু দিয়ে অগভীর ভাবে কেটে সামান্য রক্ত বার করে নেওয়া হয়। মনে করা হয়, এতে দেহের টক্সিন সহজেই বেরিয়ে যায়। এর পরে আবার কাপ বসানো হয়। পরে ওই অংশে ওষুধ লাগিয়েহাল্কা করে টেপ বা ব্যান্ডেজ করে দেওয়া হয়।

কারা করাতে পারেন

এই থেরাপি মূলত খেলাধুলোর সঙ্গে যুক্ত বা ফিটনেসপ্রেমীরা করিয়ে থাকেন। তবে দ্রুত ব্যথামুক্তির জন্য সকলেই করাতে পারেন এটি। রিউম্যাটিক, অ্যানিমিক রোগীরা, ত্বকের সমস্যা বা মাইগ্রেনে ভোগেন যাঁরা, সকলেই উপকার পেতে পারেন এই থেরাপিতে। যাঁরা দ্রুত ব্যথার উপশম চান, তাঁদের জন্য উপযুক্ত এই থেরাপি।

কী কী সাবধানতা দরকার

কাপিং সাধারণত নিরাপদ হলেও কয়েকটি জিনিস মাথায় রাখা দরকার। একটি বেসরকারি হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত ফিজিয়োথেরাপিস্ট অতনু হালদার বললেন, "কাপ দিয়ে ভ্যাকুয়াম তৈরির জেরে থেরাপির পরে ত্বকের উপরে গোল দাগ বেশ কিছু দিন থাকে। যাঁরা এই থেরাপি করাতে যাবেন, তাঁদের এই বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। থেরাপিস্টের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তবেই যাওয়া উচিত। কারণ, এর জন্য মানবদেহে পেশি, রক্তবাহী শিরা-ধমনীর অবস্থান সম্পর্কে ভাল জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। ওয়েট কাপিংয়ের ক্ষেত্রে সাবধানতা বেশি দরকার, কারণ এতে সংক্রমণের ভয় থাকে। ব্যবহৃত কাপ ও অন্য জিনিস ঠিক মতো জীবাণুমুক্ত করা কি না, খেয়াল রাখতে হবে সেই দিকে।" এ ছাড়া, কাপ বসানোর সময়ে ব্যথা বা ত্বকের ক্ষতির আশঙ্কাও থাকে। অতনু জানান, কাপের ভ্যাকুয়ামের চাপ সহ্য করার জন্য কারও ত্বক উপযুক্ত কি না, সেই দিকেও খেয়াল রাখতে হবে থেরাপিস্টকে।

কত দিন দরকার

সমস্যার গুরুত্ব বুঝে সেশনের প্রয়োজনীয়তা ঠিক করেন থেরাপিস্ট। সাধারণত, তিন-চারটি সেশনের প্রয়োজন পড়ে। তবে প্রথম বার থেকেই ফল মিলতে শুরু করে বলে জানাচ্ছেন থেরাপিস্টরা।

সমুদ্রের ধারে বৃষ্টি দেখতে দেখতে কাঁকড়া খাবেন, শরীরের কোনও ক্ষতি হবে না তো?

শুধু বাঙালিরাই নয়, সমুদ্রের ধারে ঘুরতে গেলে অনেকেই মাছের প্রতি আলাদা টান অনুভব করেন। সকালে সমুদ্রস্নান সেরে, বিকেলে সমুদ্রের পারে বসে মাছভাজা খাওয়ার মজাই আলাদা। অনেকেই মনে করেন, সমুদ্রের ধারে যত টাটকা মাছ পাওয়া যায়, তা অন্য কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়। এ কথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। মাছ বা সামুদ্রিক জীব টাটকা হওয়া সত্ত্বেও যত পেটের রোগ বা অ্যালার্জিজনিত সমস্যা কিন্তু শুরু হয় এই সমস্ত ভাজা খাওয়ার পর থেকেই। তাই চিকিৎসকেরা বলছেন, ঘোরার আনন্দ মাটি না করতে চাইলে এই সব সামুদ্রিক খাবার এড়িয়ে চলাই ভাল। বর্ষাকালে সামুদ্রিক মাছ খাবেন না কেন? ১) জলজ দূষণ

বৃষ্টির জলে নানা জায়গা থেকে নোংরা, ধুলো-ময়লা সমুদ্রে এসে মেশে। এই দূষণের ফলে মাছ, সামুদ্রিক জীবেরাও সংক্রামিত হয়। এই ধরনের মাছ যতই টাটকা হোক না কেন, তা খেলে পেটের রোগ হতে বাধ্য। ২) পারদ সংক্রমণ

বর্ষাকালে আরও একটি সমস্যা হল জলের মধ্যে পারদ মাত্রা বেড়ে যাওয়া। পারদ এমনিতেই বিষাক্ত একটি ধাতু। জলের মধ্যে থাকা এই বিষ মাছেদের শরীরে সহজেই থেকে যায়। টুনা, তরয়াল বা হাঙর প্রজাতির বড় মাছের মধ্যে এই ধরনের সংক্রমণ বেশি দেখা যায়। কোন মাছে এই বিষ ঢুকে রয়েছে, তা বাইরে থেকে দেখলে একেবারেই বোঝা যায় না। ফলে এই ধরনের মাছ থেকে সংক্রমণের ঝুঁকি থেকেই যায়।

৩) অ্যালার্জির ভয়

সামুদ্রিক খাবার থেকে অনেকেরই অ্যালার্জি হয়। এই সমস্যা কিন্তু বেড়ে যেতে পারে বর্ষায়। যে হেতু এই সময়ে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে তাই চট করে এই ধরনের সমস্যা প্রভাব ফেলতে পারে। এ ছাড়াও বর্ষাকালে পরজীবীদের সংখ্যাও বেড়ে যায়। জলের মধ্যে থাকা মাছেদের শরীর থেকে সহজেই তা মানবদেহে প্রবেশ করতে পারে। ফলে পেটব্যথা, বমি, পেটখারাপের মতো সমস্যা হতেই পারে।

ক্যালশিয়ামের কমবেশি

প্রত্যেক দিনের খাদ্যচাহিদায় ক্যালশিয়ামের গুরুত্বের কথা কমবেশি সকলেই জানি আমরা। কিন্তু তার কতটা পূরণ হয় রোজ? যাঁরা ক্যালশিয়াম সাপ্লিমেন্ট নেন, তা অন্য কোনও বিপদ ডেকে আনবে না তো? যাঁরা দুধ কিংবা দুগ্ধজাত খাবার খেতে পারেন না, তাঁরাই বা কী ভাবে ক্যালশিয়ামের জোগান নিশ্চিত করবেন? এমনই সব প্রশ্নের সমাধান জেনে রাখা দরকার।

খেতে হবে মাপসই

দুগ্ধজাত খাবার, মাছ, সবুজ আনাজ, ফলের মধ্যে কমলালেবু, পিয়ার, বেরি, কিউয়িতে ক্যালশিয়াম পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণে। ক্যালশিয়ামসমৃদ্ধ খাবার নিয়মিত খেতে হবে। বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে এ কথা বেশি করে প্রযোজ্য। তাঁরা অনেক সময়েই দুধ, দই, ছানা, ডিম ইত্যাদি সন্তানকে খাওয়ালেও নিজেরা খান না। ফলে চল্লিশের আশপাশ থেকেই অস্টিয়োপোরোসিসের মতো চেনা সমস্যা দেখা যায় ঘরে ঘরে। শুরু হয় ক্যালশিয়াম সাপ্লিমেন্ট নেওয়া।

ডায়াটিশিয়ান সুবর্ণা রায়চৌধুরী বললেন, ১৯ থেকে ৫০ বছর বয়সিদের ক্যালশিয়ামের প্রয়োজনীয়তা প্রত্যেক দিন কমবেশি ১০০০ মিলিগ্রাম। ৫১ থেকে ৭০ বছর বয়সি মহিলাদের এই প্রয়োজনীয়তা আবার ১২০০ মিলিগ্রাম। আড়াইশো মিলিলিটার দুধ, একটা ডিম, একশো-দেড়শো গ্রাম মাছ, একটু শাক-আনাজ আর একটা ক্যালশিয়াম সাপ্লিমেন্ট নিলেই এই চাহিদা রোজ মিটিয়ে ফেলা সম্ভব। এ বার প্রশ্ন হল, এই সাপ্লিমেন্ট নেওয়ার সময়ে আমরা খেয়াল করি কি যে, তাতে ক্যালশিয়ামের মাত্রা কতখানি? ট্যাবলেট যদি ৫০০ মিলিগ্রামের হয়, তা হলে খাবার সেই মতো ব্যালান্স করতে হবে। অতিরিক্ত হলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

অতিরিক্ত ভাল নয়

মাত্রাতিরিক্ত ক্যালশিয়াম শরীরে প্রবেশ করলে তা থেকে হতে পারে ক্যালশিয়াম ডিপোজিট। গলব্লাডার স্টোন, কিডনি স্টোন থেকে শুরু করে হার্টের সমস্যার মতো কঠিন অসুখও ডেকে আনতে পারে তা। বমি ভাব, গা হাত পা ফুলে যাওয়ার মতো প্রাথমিক লক্ষণ দেখা দিলেই সতর্ক হোন। খাবার এবং সাপ্লিমেন্ট মিলিয়ে অতিরিক্ত ক্যালশিয়াম শরীরে প্রবেশ করছে না তো?

গর্ভাবস্থায় অনেকেই ভালমন্দ খাওয়ার পাশাপাশি ক্যালশিয়াম সাপ্লিমেন্ট খান। সঙ্গে অনেকে পাউডার বেসড ভিটামিন-মিনারেল সাপ্লিমেন্টও খেয়ে থাকেন। দৈনিক ১০০০ মিলিগ্রামের চাহিদা কোনও ভাবে পূরণ হয়ে গেলেই আর সাপ্লিমেন্টের দরকার পড়ে না, এটা মাথায় রাখা জরুরি। একটানা কোনও সাপ্লিমেন্ট খাওয়াই উচিত নয়। মাসতিনেক খেয়ে একটু বিরতি দিয়ে আবার শুরু করতে পারেন। সেই সময়ে খাবারের মাধ্যমে দৈনিক চাহিদা যাতে পূরণ হয়, সে দিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

দুধ না খেলে

ল্যাকটোজ ইনটলারেন্টরা সরাসরি দুধ খেতে না পারলেও দই, ছানা, চিজ বা অন্য দুগ্ধজাত খাবারের মাধ্যমে ক্যালশিয়াম পেতে পারেন। আবার দুগ্ধজাত কোনও খাবারই খেতে পারেন না যাঁরা, তাঁরা বেছে নিন সয়া-বেসড খাবার। সয়া মিল্ক, টোফু ইত্যাদির মাধ্যমে ক্যালশিয়ামের চাহিদা পূরণ হতে পারে।

শুধু ক্যালশিয়াম কেন, সব ধরনের খাবারের ক্ষেত্রেই ব্যালান্স রেখে ডায়েট তৈরি করা উচিত। তা হলে শরীরও থাকবে ভাবনাহীন।

হেঁশেলের তাকে লুকিয়ে থাকা আরশোলা

হেঁশেলে আরশোলার উপদ্রব কমবে বলে পুরনো হেঁশেলের ভোল বদলে "মডিউলার" করে ফেলেছেন। কিন্তু সমস্যা যে কে সেই। উল্টে আরশোলারা লুকোনোর জন্য প্রচুর জায়গা পেয়েছে। তার উপর এখন বর্ষাকাল। রান্নাঘরে খাওয়া এবং থাকার ব্যবস্থা করতে পারলে তারাও খানিকটা নিশ্চিন্ত হতে পারে। কিন্তু সমস্যা হল এই আরশোলা এবং নানা রকম পোকামাকড়ের ঠেলায় সেখানে খাবার জিনিস খুলে রাখাই দায়।

ঝুড়িতে রাখা আলু, প্যাকেটে রাখা পাউরুটি সবই অর্ধেকটা করে খেয়ে রেখে দিচ্ছে। লক্ষ্মণরেখা টেনেও কোনও লাভ হচ্ছে না। আর কোনও উপায় আছে কি?

১) পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে

হেঁশেল থেকে আরশোলা এবং বিভিন্ন পোকামাকড়ের অত্যাচার প্রতিরোধ করতে গেলে প্রথমেই পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দিতে হবে। খাবারের উচ্ছিষ্ট, খাবার-সহ প্যাকেটের মুখ খুলে রেখে দেওয়া, খাবার নিতে গিয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে রেখে দিলে কিন্তু আরশোলাদের আটকানো যাবে না।

২) ঢোকার মুখ বন্ধ করতে হবে

যে যে জায়গা দিয়ে পোকামাকড় ঢুকতে পারে, সেই সমস্ত প্রবেশপথ বন্ধ করে দিতে হবে। নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে হবে হেঁশেলের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত নালিমুখ। ৩) প্রাকৃতিক রেপেলেন্টস

আরশোলা উপদ্রব কমাতে প্রাকৃতিক রেপেলেন্ট ব্যবহার করতে পারেন। জলের সঙ্গে পিপারমেন্ট অয়েল মিশিয়ে বাড়িতেই তৈরি করে ফেলতে পারেন স্প্রে। রান্নাঘরের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে রাখলে এই তেলের গন্ধে আরশোলা ধারেকাছে আসতে সাহস পাবে না।

ত্বকের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে গেলে নিয়ম মেনে পরিষ্কার করতে হবে মুখ

সাধ্যের মধ্যে যত রকম প্রসাধনী রয়েছে, প্রায় সবই এক বার করে মেখে ফেলেছেন। সুন্দর, নিটোল, ব্রণহীন, দাগ-ছোপহীন ত্বক পাওয়ার ইচ্ছে থাকে সকলেরই। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেই তো আর তা পূরণ হয় না। নামীদামি প্রসাধনী মেখেও সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ত্বকের ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন প্রসাধনী ব্যবহার করলেই যে ত্বকের স্বাস্থ্য ভাল থাকবে এমনটা নয়।

সেই প্রসাধনীগুলি ত্বকে মাখার পর ঠিক মতো কাজ করতে পারছে কি না, তা দেখা জরুরি। সারা দিন বাইরে থেকে ঘুরে তেল, ধুলো-ময়লা জমে থাকা মুখে যতই নামীদামি প্রসাধনী মাখুন না কেন, তা কোনও উপকারেই আসবে না। তাই ত্বকের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে নিয়ম মেনে মুখ পরিষ্কার করতে হবে।

১) দিনে দু'বার

ত্বকের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে গেলে অন্তত পক্ষে দিনে দু'বার মুখ পরিষ্কার করতেই হবে। অনেকেই মনে করেন, রাতে মুখ পরিষ্কার করেই ঘুমোতে গিয়েছেন। তা হলে ঘুম থেকে উঠে আবার মুখ পরিষ্কার করার প্রয়োজন কোথায়? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রাতে ঘুমের মধ্যেও ত্বকের গ্রন্থি থেকে সেবাম উতন্ন হয়। তার উপর কোনও প্রসাধনী মাখলে তা কোনও কাজে আসবে না। তাই মুখ পরিষ্কার করতেই হবে।

২) উষ্ণ গরম জল

মুখ পরিষ্কার করতে ঠান্ডা বা গরম নয়, ঈষদুষ্ণ জল ব্যবহার করতে বলছেন বিশেষজ্ঞরা। খুব গরম জল ব্যবহার করলে ত্বক শুষ্ক হয়ে পড়তে পারে। আবার ঠান্ডা জলের ব্যবহারে ত্বক থেকে তেল বা ধুলো-ময়লা পুরোপুরি পরিষ্কার হতে পারে না।

৩) কোমল হাতে

সারা দিন কাজ করার পর রাতে মুখ পরিষ্কার করার সময়ে অনেকেই অধৈর্য পড়েন। তাড়াতাড়ি কাজ সারার জন্যে যা হোক করে মুখে ফেসওয়াশ মেখে, ধুয়ে নেন। অনেকে আবার মুখ থেকে ধুলো-ময়লা তোলার জন্যে শক্ত হাতে মুখে স্ক্রাব ঘষেন। যার ফলে ত্বক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৪) মেকআপ তুলতে হবে

বাড়ি ফিরে ক্লান্ত লাগলেও মুখে মেকআপ তুলতে হবে। মেকআপের এতটুকু অংশ যেন মুখে লেগে না থাকে। না হলে ত্বকের উন্মুক্ত রন্ধ্রগুলি বন্ধ হয়ে সেখানে ব্রণ দেখা দিতেই পারে।

৫) ময়েশ্চারাইজার তবে মুখ পরিষ্কার করার পরে কিন্তু ময়েশ্চারাইজার মাখতে ভুলবেন না। ফেসওয়াশ যতই মাইল্ড হোক, তা ত্বকের স্বাভাবিক তেলের পরিমাণ কিছুটা হলেও কমিয়ে দেয়। ফলে আর্দতার অভাব হতেই পারে। তাই মুখ ধোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মুখে ময়েশ্চারাইজার মেখে নেওয়া জরুরি।

মঙ্গলবার শিবকালী মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রী ও মেয়র।

বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্য ও সহানুভূতির সঙ্গে সহযোগিতার আহ্বান, বিকসিত ভারত গঠনের লক্ষ্যে — শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান

হায়দ্রাবাদ, ১০ জুন : আজ আইআইটি হায়দরাবাদ-এ অনুষ্ঠিত হলো গ্লোবাল ইয়ং সায়েন্টিস্টস কনফারেন্স এবং গ্লোবাল ইয়ং অ্যাকাডেমি-র বার্ষিক সাধারণ সভা। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ভারতের শিক্ষামন্ত্রী শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। উপস্থিত ছিলেন আইআইটি হায়দরাবাদের ডিরেক্টর অধ্যাপক বি.এস. মূর্তি, আইএনএসএ -র প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক অশ্বতোষ শর্মা, আইআইটি হায়দরাবাদের বোর্ড অফ গভর্নর্স-এর চেয়ারম্যান শ্রী বি.ভি.আর. মোহন রেড্ডি ও অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরা।

শ্রী প্রধান তাঁর ভাষণে সারা বিশ্বের তরুণ বিজ্ঞানীদের স্বাগত জানান এবং গ্লোবাল ইয়ং অ্যাকাডেমিতে সদ্য নির্বাচিত ৩০ জন নতুন সদস্যকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, এই সম্মেলন কেবলমাত্র বিজ্ঞানীদের মিলনমেলা নয়, বরং এটি একটি আশার প্রতীক, একটি অভিন্ন লক্ষ্যের প্রতিফলন।

তিনি বলেন, 'ভারতের জন্য 'বসুধৈব কুটুম্বকম' শুধুমাত্র একটি স্লোগান নয়, বরং একটি জীবনদর্শন।' তিনি জোর দিয়ে বলেন, বিজ্ঞান হতে হবে সহানুভূতিশীল, নৈতিক ও ন্যায়সঙ্গত। বিজ্ঞানকে ভাগ করে নিতে হবেপেটেন্ট নয়, পার্টনারশিপ হতে হবে ভবিষ্যতের পথনির্দেশক।

ভারতের বৈশ্বিক অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স, কোয়ালিশন ফর ডিজাস্টার রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার, মিশন লাইফ এবং ইন্ডিয়া সায়েন্স অ্যান্ড রিসার্চ ফেলোশিপ ভারতের 'বিশ্ববন্ধুত্ব'-এর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে বিশ্বে তুলে ধরেছে।

তিনি বলেন, এই মুহূর্তটি বিজ্ঞানী, উদ্ভাবক এবং নীতিনির্ধারকদের একত্র হয়ে একটি মানব-কেন্দ্রিক উন্নয়নের দিশায় এগিয়ে যাওয়ার উপযুক্ত সময়। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই সম্মেলন একটি জ্ঞানের প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠবে, যা বিশ্বের দুর্বলতম জনগোষ্ঠীকেও ক্ষমতায়ন করতে সাহায্য করবে।

পরবর্তীতে শ্রী প্রধান ও অন্যান্য অতিথিরা "এক পেড় মা কে নাম" অভিযানে অংশগ্রহণ করে আইআইটি হায়দরাবাদ ক্যাম্পাসে বৃক্ষরোপণ করেন। তিনি বলেন, 'মায়ের নামে একটি গাছ রোপণ করাছোট কাজ, কিন্তু তার বার্তা বড় ও প্রভাব গভীর।' তিনি ছাত্রদের এই সবুজ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার আহ্বান জানান।

আইআইটি হায়দরাবাদ, গ্লোবাল ইয়ং অ্যাকাডেমি, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ইয়ং অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স , এবং ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স অ্যাকাডেমি -এর যৌথ উদ্যোগে ৮-১৪ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক তরুণ বিজ্ঞানী সম্মেলন 'কনফ্লুয়েন্স অব ভিশনারি : বৈশ্বিক পরিবর্তনের জন্য বিজ্ঞানের ক্ষমতায়ন'। ৬০টি দেশের ১৩৫ জন আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি এবং ৬৫ জন জাতীয় প্রতিনিধির উপস্থিতিতে এই সম্মেলন বিজ্ঞান ও মানবতার মেলবন্ধনের এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে উঠছে।

এই সম্মেলন প্রথমবারের মতো ভারতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যা উদীয়মান বৈজ্ঞানিক নেতৃত্বের মধ্যে এক গভীর সংলাপ ও সহযোগিতার সুযোগ সৃষ্টি করছে।

চীনা জাহাজে আগুনে ভারতীয় সাহসিকতা, চীনের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

ভূ পাল, ১০ জুন : কেরলের আজিক্কল উপকূল থেকে প্রায় ৪৪ নটিক্যাল মাইল দূরে সাগরে সিঙ্গাপুর-ফ্ল্যাগযুক্ত একটি চীনা মালবাহী জাহাজ এমভি ওয়ান হাই ৫০৩-এ বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ৯ জুন জাহাজটি শ্রীলঙ্কার কলম্বো থেকে ভারতের নাভা শেবা বন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল। মাঝসমুদ্রে হঠাৎ ডেকের নিচে একটি বড় বিস্ফোরণের পর আগুন ছড়িয়ে পড়ে। জাহাজটিতে মোট ২২ জন ক্রু সদস্য ছিলেন, যাদের মধ্যে ১৪ জন চীনা এবং ৬ জন তাইওয়ানের নাগরিক। দুর্ঘটনায় ৪ জন নিখোঁজ এবং ৫ জন আহত হয়েছেন।

এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে ভারতীয় নৌবাহিনী ও কোস্ট গার্ড দ্রুততার সঙ্গে উদ্ধার অভিযানে নামে। ঘটনাস্থলে পাঠানো হয় আইসিজিএস রাজদূত, আইসিজিএস অর্ণবেশ, আইসিজিএস সচেত, আইসিজিএস সমুদ্র প্রহরী, ও আইসিজিএস সমরথ। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ও পরিস্থিতি শিথিল করতে কাজ করে এই জাহাজগুলি। পাশাপাশি একটি কোস্ট গার্ড বিমান হাওয়া থেকে নজরদারি চালায় এবং আকাশপথে জরুরি ত্রাণ সামগ্রীও সরবরাহ করা হয়।

জাহাজটির মধ্যবর্তী অংশ এবং অ্যাকোমোডেশন ব্লকে বিস্ফোরণ ও আগুনের প্রভাব পড়ে। সামনে থাকা কনটেইনার অংশে আগুন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এলেও, এখনও জাহাজ থেকে ঘন কালো ধোঁয়া উঠছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, জাহাজটি প্রায় ১০ থেকে ১৫ ডিগ্রি বাঁ দিকে হেলে পড়েছে এবং কয়েকটি কনটেইনার সাগরে পড়ে গেছে। এই দুর্ঘটনার কারণে সাগরে পরিবেশগত দূষণের আশঙ্কাও দেখা দিয়েছে, যার উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে।

এই সাহসিক এবং মানবিক অভিযানের জন্য চীনের পক্ষ থেকে ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে। ভারতে চীনা দূতাবাসের মুখপাত্র ইউ জিং এক্স -এ পোস্ট করে বলেন, "আমরা ভারতীয় নৌবাহিনী ও মুম্বই কোস্ট গার্ডের তাৎক্ষণিক ও পেশাদার উদ্ধার অভিযানের জন্য কৃতজ্ঞ।

জম্মু-কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী বড় সাফল্য:

রাজৌরিতে ঘি-এর ডিব্বার ভিতর ১০ গ্রেনেডসহ জঙ্গি আস্তানা উদ্ধার, পুঞ্চে এসআইএ-র হানা

রাজৌরি, ১০ জুন জম্মু-কাশ্মীরের রাজৌরি জেলার থানামণ্ডি গ্রামে ভারতীয় সেনা এক সন্ত্রাসবাদী আস্তানার সন্ধান পেয়েছে। ৬১ নম্বর জাতীয় রাইফেলসের একটি বিশেষ অনুসন্ধান অভিযানে এই আস্তানা থেকে ১০টি ইউবিজিএল গ্রেনেড, ব্যাটারি, খাদ্যসামগ্রী এবং নানা আপত্তিকর সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। গ্রেনেডগুলো একটি বড় ঘি-এর ডিব্বার মধ্যে লুকিয়ে রাখা ছিল, যা জঙ্গিদের কৌশলী প্রস্তুতির প্রমাণ বলে মনে করা হচ্ছে।

অভিযান চলাকালীন ওই আস্তানা থেকে আরও উদ্ধার হয়েছে একটি ফটো ফিল্ম নেগেটিভের প্যাকেট, ৫০টি ছোট ব্যাটারি, ১০টি টর্চ ব্যাটারি, ৩টি চামচ, ১টি টুথব্রাশ, ২টি চিরুনি, ১টি প্লাস্টিক ত্রিপল, ১টি কম্বল, ১টি প্লাস্টিক ক্যান, ১টি লোহার তৈরি ফেভিকল ক্যান এবং ভাঙা গোলাবারুদের একটি ডিব্বা। এছাড়া উদ্ধার হয়েছে পুরনো মোজা ও দস্তানা, ২টি কলম, ২টি ওষুধের প্যাকেট, বিস্কুটের র‍্যাপার, কিছু কাগজপত্র এবং অন্যান্য জিনিসপত্র। এসব দেখে সেনার ধারণা, জায়গাটি আগে জঙ্গি কার্যকলাপের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এলাকা বর্তমানে সম্পূর্ণভাবে ঘিরে রাখা হয়েছে এবং সেনা তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। আশপাশের অঞ্চলেও তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে যাতে কোনো অতিরিক্ত তথ্য বা উপকরণ উদ্ধার সম্ভব হয়।

সন্ত্রাসবাদ দমনে সেনার পাশাপাশি রাজ্যের স্টেট ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি -ও বড় পদক্ষেপ নিয়েছে। মাদক-সন্ত্রাস সম্পর্কিত একটি মামলার তদন্তে মঙ্গলবার পুঞ্চ জেলার গাগরিয়াঁ গ্রামে দু"টি বাড়িতে হানা দেয় এসআইএ। অভিযুক্ত দুই ব্যক্তির নাম মোহাম্মদ জামিল ওরফে আকাশ এবং আমির সোহেল। তদন্তে তাদের বাড়ি থেকে বিভিন্ন ডিজিটাল ডিভাইস ও গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র জব্দ করা হয়েছে।এসআইএ সূত্রে জানা গেছে, ২০২২ সালে সীমান্ত পেরিয়ে চোরাচালান হওয়া বড় পরিমাণ মাদকদ্রব্য উদ্ধার হওয়ার পরে তারা একটি মামলা রুজু করে। তদন্তে উঠে এসেছে, এই মাদক বিক্রির মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ জম্মু-কাশ্মীরে জঙ্গি কার্যকলাপ চালাতে ব্যবহার করা হচ্ছিল।

অস্ট্রিয়ার গ্রাজ শহরে স্কুলে গুলি সন্দেহভাজনসহ ৯ জন নিহত

গ্রাজ, ১০ জুন: অস্ট্রিয়ার গ্রাজ শহরের একটি স্কুলে বন্দুকধারীর গুলিতে অন্তত ৯ জন নিহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে সন্দেহভাজন হামলাকারীও রয়েছে। স্থানীয় গণমাধ্যমের বরাত দিয়ে রয়টার্স জানিয়েছে, এই হামলায় বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হয়েছেন।

বৃটেনের দ্য ইনডিপেনডেন্ট পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হামলাকারী একজন ছাত্র ছিল এবং সে নিজের জীবনও শেষ করে। তার মরদেহ স্কুলের ওয়াশরুমে পাওয়া যায় বলে অস্ট্রিয়ান রাষ্ট্রায়ত্ত মিডিয়া জানিয়েছে।

গ্রাজের বরগ ড্রেয়ারশুটসেনগাসে হাইস্কুলে এই ঘটনাটি ঘটে। শহরের মেয়র এলকে কাহর এটিকে 'একটি ভয়াবহ ট্র্যাজেডি' বলে উল্লেখ করেছেন। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, স্থানীয় সময় সকাল ১০টার দিকে স্কুল চত্বরে গুলির শব্দ শোনা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি বড় ধরনের অভিযান শুরু করা হয়। আহতদের মধ্যে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরাও রয়েছেন। একজন পুলিশ মুখপাত্র মিডিয়া-কে বলেন, 'এখন আর জনসাধারণের জন্য কোনো ঝুঁকি নেই, তবে বহু প্রাণহানি ঘটেছে।' স্কুল এলাকা ঘিরে ফেলা হয়েছে এবং পুরো ভবন তল্লাশি চালানো হয়েছে।

সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত একটি ভিডিওতে দেখা যায়, পুলিশ গাড়ি দ্রুত ঘটনাস্থলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং আরেকটি ভিডিওতে পুলিশ ও সাধারণ মানুষের ভিড় দেখা যায়।

ক্রোনে পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, এক শিক্ষিকার স্বামী জানিয়েছেন, তার স্ত্রী শ্রেণিকক্ষে ছাত্রদের নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে ছিলেন এবং গুলির শব্দ শুনতে পেয়েছেন।

যেসব শিক্ষার্থী প্রাণে রক্ষা পেয়েছে, তাদের অভিভাবকদের দেখা করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আহতদের তাৎক্ষণিক চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

উল্লেখ্য, এই মর্মান্তিক ঘটনা গ্রাজ শহরের আগের একটি গুলির ঘটনার দশম বার্ষিকীর ঠিক আগে ঘটল। ২০১৫ সালের ২০ জুনের সেই হামলায় তিনজন নিহত হয়েছিলেন।

হাপুরে শ্বশুরবাড়িতে ডাকাতি : প্রেমিকের সঙ্গে পরিকল্পনা করে ১৬.৫ লাখ টাকার সোনা ও নগদ লুট করলেন বধূ, ধৃত ৩

হাপুর, ১০ জুন : শ্বশুরবাড়ির বাড়িতে ডাকাতির ঘটনায় এক গৃহবধূ, তাঁর প্রেমিক ও আরও একজনকে গ্রেফতার করেছে হাপুর পুলিশ। ঘটনায় উদ্ধার হয়েছে প্রায় ১৫ লাখ টাকার সোনার গয়না, ১.৫ লাখ টাকা নগদ ও একটি মোটরসাইকেল। পুলিশ জানিয়েছে, ৭ জুন হাপুর জেলার এক বাড়িতে এলআইসি এজেন্ট সেজে দুই ব্যক্তি প্রবেশ করে লুটপাট চালায় বলে অভিযোগ উঠে। তখন গৃহবধূ অনামিকা ও তাঁর সন্তানদের অচেতন করে লুট চালানো হয়েছিল বলে অভিযোগ জানানো হয়।

তবে তদন্তে চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসে। পুলিশের দাবি, গৃহবধূ অনামিকা ওরফে নেহা নিজেই পরিকল্পনা করে তাঁর প্রেমিক নিগমের সঙ্গে এই ডাকাতির ঘটনা ঘটিয়েছেন।

অপারেশন সিন্দুর প্রমাণ : জাতীয় নিরাপত্তায় মনোভাব বদলে ভারতের নিরাপত্তা ব্যবস্থা রূপান্তরিত হয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং

দেহরাদুন, ১০ জুন : "জাতীয় নিরাপত্তা ও সন্ত্রাসবাদ" বিষয়ক এক আলোচনায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, "গত ১১ বছরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন সরকার জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে মনোভাব ও কার্যপ্রণালী বদলে ভারতের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় রূপান্তর এনেছে। এর প্রতিফলন হয়েছে অপারেশন সিন্দুর-এর সময়।" এই মন্তব্য তিনি আজ উত্তরাখণ্ডের দেহরাদুনে এক অনুষ্ঠানে রাখেন।

তিনি বলেন, "পহেলগাম-এ নিরীহ মানুষের ওপর হওয়া কাপুরুষোচিত জঙ্গি হামলার পর, পাকিস্তান ও পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে অবস্থিত সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটি ও পরিকাঠামো ধ্বংস করে ভারত ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সন্ত্রাস বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেছে।' পাকিস্তানকে 'সন্ত্রাসবাদের জনক' আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, "ভারত আজ বিশ্বে গণতন্ত্রের জননী হিসেবে স্বীকৃত, আর পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদের পৃষ্ঠপোষক রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত হয়েছে।"তিনি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আহ্বান জানান, পাকিস্তানের উপর কৌশলগত, কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে, যাতে সে সন্ত্রাসবাদের মদত দেওয়া বন্ধ করে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জানান, "ভারতের প্রতিরক্ষা খাতে আত্মনির্ভরতা বেড়েছে। অপারেশন সিন্দুর-এ ব্যবহৃত অধিকাংশ অস্ত্র ও প্ল্যাটফর্ম দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে প্রতিরক্ষা বাজেট ছিল ২.৫৩ লক্ষ কোটি, তা বেড়ে ২০২৪-২৫ সালে ৬.২২ লক্ষ কোটি হয়েছে। দেশে উৎপাদিত প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের মূল্য এখন ১.৩০ লক্ষ কোটি ছাড়িয়ে গেছে, যা ২০১৪ সালে ছিল মাত্র ৪০,০০০ কোটি।"

রাজনাথ সিং জানান, এ বছর ১.৭৫ লক্ষ কোটি প্রতিরক্ষা উৎপাদন এবং ৩০,০০০ কোটি রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০২৯ সালের মধ্যে এই সংখ্যা যথাক্রমে ৩ লক্ষ কোটি ও ৫০,০০০ কোটিতে পৌঁছবে বলে আশা।

তিনি জম্মু-কাশ্মীরের উন্নয়নের দৃষ্টান্ত হিসেবে উধমপুর-শ্রীনগর-বারামুল্লা রেলপথের কথা তুলে ধরেন এবং বলেন, "আরও অচিরেই পিওকে (পাক অধিকৃত কাশ্মীর) ভারতীয় মূলস্রোতে ফিরে এসে বলবে 'আমি-ও ভারত'।"

তথ্য ও সাইবার যুদ্ধের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "অপারেশন সিন্দুর চলাকালীন পাকিস্তান ভুয়া ভিডিও ও খবর ছড়িয়ে ভারতের মনোবল ভাঙার চেষ্টা করে। তাই প্রতিটি নাগরিককে 'সোশ্যাল সোলজার' হয়ে মিথ্যা খবর প্রতিরোধে সচেষ্ট হতে হবে। সরকার সাইবার নিরাপত্তায় কাজ করছে, তবে প্রথম প্রতিক্রিয়াশীল হওয়ার দায়িত্ব আমাদের সবার।"

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সংবাদ মাধ্যমকে সততা ও দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। "সত্যের প্রমাণ থাকা জরুরি, শুধু ভাইরাল হওয়াই নয়। সাংবাদিকতা কেবল পেশা নয়, জাতীয় দায়িত্ব," বলেন তিনি। অনুষ্ঠানে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামিও উপস্থিত ছিলেন।

যোগদিবসের উৎসবে তারকাদের সমবেত বার্তা : আন্তর্জাতিক যোগদিবস ২০২৫-কে সামনে রেখে সামাজিক মাধ্যমে সাড়া

নয়াদিল্লি, ১০ জুন : আন্তর্জাতিক যোগদিবস ২০২৫ উপলক্ষে এবার বলিউড থেকে ক্রীড়া, সংগীত থেকে সংস্কৃতিসমাজের নানা স্তরের তারকা ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বরা যোগচর্চার বার্তা ছড়িয়ে দিতে একত্র হয়েছেন। একসময়ের জাতীয় পর্যায়ের উদ্যোগ এখন রূপ নিচ্ছে এক সর্বজনীন আন্দোলনে, যার প্রেরণায় রয়েছে ভারতীয় ঐতিহ্য এবং আধুনিক জীবনের ভারসাম্য খোঁজার তাগিদ।

পুদুচেরির প্রাক্তন রাজ্যপাল ও অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস অফিসার ডঃ কিরণ বেদি বলেন, "যোগ মানে শুধু শরীরের যত্ন নয়, সমাজের যত্নও।' তাঁর বক্তব্য যুব সমাজের মধ্যে যোগচর্চার গুরুত্ব আরও গভীরভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

বিশিষ্ট অভিনেতা অনুপম খের এক ভিডিও বার্তায় দেশবাসীকে "সেলেব্রেট যোগা" করার আহ্বান জানান। অভিনেতা অনিল কাপুর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'ঙ'-এ লেখেন, "যোগ প্রেরণা দেয়, সুস্থ করে, ও একত্রিত করে। চলুন, যোগ মহোৎসবের মাধ্যমে আজ ও আগামীকালকে আরও স্বাস্থ্যবান করে তুলি।"

কুস্তিগীর ও প্রেরণাদায়ী বক্তা সঙ্গ্রাম সিং বলেন, "যোগ মানে আত্মার সঙ্গে চরম সত্যের মিলন। এটি আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত করে এবং শরীর ও আত্মার মাঝে সেতুবন্ধন গড়ে তোলে।"

সংস্কৃতি জগতের প্রতিনিধিত্ব করে গায়ক কৈলাশ খের বলেন, "ভারতের পরিবর্তনের পথে যোগ একটি বৈশ্বিক উপহার হয়ে উঠেছে।"

প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী সোনাল মানসিংহ জানান, "যোগ আমার জীবনে আত্মিক উপলব্ধির ও চেতনার পথ হিসেবে কাজ করেছে।"

অভিনেতা মনোজ যোশী বলেন, "আধুনিক জীবনের ব্যস্ততায় আয়ুর্বেদ ও যোগভিত্তিক জীবনধারা আমাদের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার জন্য অপরিহার্য।" তিনি সবাইকে প্রতিদিন যোগচর্চার অনুরোধ জানান।

ফিটনেস আইকন শিল্পা শেঠি 'ঙ'-এ পোস্ট করে লেখেন, "যোগ আমাদের ভেতরে ও চারপাশে সুরেলাভাব বজায় রাখে। যোগ মহোৎসবের মাধ্যমে চলুন আমরা এই ঐতিহ্যকে আগামী প্রজন্মের জন্য আরও সমৃদ্ধ করি।"

জনপ্রিয় অভিনেত্রী রাকুল প্রীত সিং তাঁর ইনস্টাগ্রাম-এ লেখেন, "প্রাচীন ভারত থেকে বিশ্বমঞ্চ পর্যন্ত, যোগ চিরকালই অনুপ্রেরণা, নিরাময় এবং ঐক্যের প্রতীক।"

এই তারকাদের যৌথ প্রচারে আন্তর্জাতিক যোগদিবস ২০২৫ ঘিরে দেশজুড়ে উচ্ছ্বাস বেড়ে চলেছে।

সোশ্যাল মিডিয়া বার্তা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় ভর করে এই বার্তাগুলি নতুন প্রজন্ম ও ডিজিটাল প্রজন্মের মধ্যে সুস্থতা ও ভারসাম্যের পথকে তুলে ধরছে।

২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগদিবস উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে, তখন এই তারকাদের সমবেত উদ্যোগ এক জাতীয় আন্দোলনে রূপ নিচ্ছে। এবছর আন্তর্জাতিক যোগদিবস তার দশম বর্ষে পদার্পণ করছে, আর তারকাদের এই সমর্থন যেন একবারে স্পষ্ট করে দিচ্ছে "যোগ শুধু অনুশীলন নয়, জীবন ও সাম্যতার উৎসব।"

মধ্যপ্রদেশে মন্ত্রিসভার বড় সিদ্ধান্ত : ২১ হাজার কোটি টাকার আদিবাসী রাস্তা প্রকল্প, তুয়ার ডালে করছাড়, মহিলা হোস্টেল ও বর্ষার প্রস্তুতি

ভোপাল, ১০ জুন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদবের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে আজ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বৈঠকে কেন্দ্রীয় সরকারের গত ১১ বছরের আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির প্রশংসা করে একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে পাস করা হয়েছে। বিশেষ করে কৃষক, নারী, যুব ও দরিদ্র শ্রেণির জন্য কার্যকরভাবে চালু করা বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

মন্ত্রিসভা বৈঠকে ঘোষণা করা হয়েছে "মুখ্যমন্ত্রী মজরা-টোলা সড়ক যোজনা" নামের একটি নতুন প্রকল্প, যা মূলত আদিবাসী ও দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলের ছোট ছোট বসতিগুলিকে মূল সড়কের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য শুরু করা হচ্ছে। মোট ৩০,৯০০ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে, যাতে প্রায় ২০,৬০০টি বসতিকে সংযুক্ত করা যাবে। প্রকল্পে প্রায় ২১,৬৩০ কোটি ব্যয় হবে বলে অনুমান। এই প্রকল্পের ৮০ উপকারভোগী হবেন আদিবাসী অঞ্চলের মানুষ।

যেসব বসতিতে কমপক্ষে ২০টি পরিবার, ১০০ জনের বেশি জনসংখ্যা এবং ৫০ মিটারের মধ্যে কোনো রাস্তা নেই, সেই বসতিগুলিকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হবে। গ্রাম নির্বাচনে জেলা কালেক্টর, সংসদ সদস্য, বিধায়ক ও অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের মতামত গ্রহণ করা হবে।

মহারাষ্ট্র থেকে আমদানি করা তুয়ার ডালের উপর থেকে মাণ্ডি কর প্রত্যাহার করা হয়েছে। এর ফলে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ডালের ভালো মূল্য পাবেন, রাজ্যে দাল মিলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। এটি রাজ্যের কৃষি, বাণিজ্য ও কর্মসংস্থানের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে জানিয়েছেন মন্ত্রীরা।

রাজ্যের জবুয়া, সিমরোলি, দেবাস সহ চারটি শিল্পাঞ্চলে "ওয়ার্কিং উইমেন হোস্টেল" তৈরি করা হবে। মোট ৩৫০ সিটের এই হোস্টেল নির্মাণে ব্যয় হবে ৪০.৫৯ কোটি, যা কেন্দ্রীয় সহায়তায় পিপিপি মডেলে গড়ে তোলা হবে।

বর্ষার আগে সমস্ত মন্ত্রীদের নিজ নিজ অঞ্চলে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সুনিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। নগর অঞ্চলে নালা ও জল নিষ্কাশনের পরিস্কার এবং গ্রামীণ অঞ্চলে পুকুর ও জলাধারের ক্যাচমেন্ট এলাকাগুলোর পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও প্রতিটি জেলায় "জেলা উন্নয়ন উপদেষ্টা কমিটি" গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজে এর সভাপতি এবং সংশ্লিষ্ট জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী হবেন উপ-সভাপতি। কমিটি জেলা উন্নয়নের রোডম্যাপ তৈরি করবে এবং বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে কাজ করবে। প্রয়োজনে রাজ্য সরকার এই কমিটিকে তহবিলও প্রদান করবে।

বাসে পাস ভাড়াবৃদ্ধি নিয়ে প্রতিবাদে আটক কেভি কবিতা

হায়দ্রাবাদ, ১০ জুন : বাসে পাস ভাড়াবৃদ্ধির প্রতিবাদে মঙ্গলবার বাস ভবন ঘেরাও করতে গিয়ে আটক হলেন ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস) এমএলসি কেভি কবিতা ও তাঁর সমর্থকেরা। তেলেঙ্গানা স্টেট রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন (টিজিএসআরটিসি) সোমবার ছাত্রদের বাসে পাসের ভাড়া বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এর প্রতিবাদে কবিতার নেতৃত্বাধীন বিআরএসের সাংস্কৃতিক শাখা 'তেলেঙ্গানা জাগৃতি' বাস ভবনের সামনে ধর্নার ডাক দেয়।

কবিতা ও তাঁর সমর্থকেরা বাস ভবনের সামনে পৌঁছালে পুলিশ তাঁদের গেটের বাইরে আটকে দেয়। তাতে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। কবিতা রাস্তায় বসে পড়ে জানান, সরকার বাসে পাসের ভাড়া বাড়ানোর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

প্রতিবাদীরা কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান তোলেন।

মঙ্গলবার জেল পুলিশে নিয়োগ নিয়ে কর্মপ্রার্থীরা এক ডেপুটেশন মিলিত হন।

জেল পুলিশের নিয়োগ সংক্রান্ত পরীক্ষা সম্পন্ন করার দাবিতে ডেপুটেশন

আগরতলা, ১০ জুন: অতিসত্বর জেল পুলিশের নিয়োগ সংক্রান্ত পরীক্ষা সম্পন্ন করার দাবিতে পিজন অফিসের সামনে রাস্তা অব*লরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন চাকুরী প্রত্যাশিত যুবকরা। পরবর্তী সময়ে তাদের প্রতিনিধি দল আইজির নিকট ডেপুটেশন দিয়েছেন।

জনৈক চাকুরী প্রত্যাশিত যুবক জানিয়েছেন, ২০২২ সালে জেল পুলিশের নিয়োগের জন্য নোটিশ জারি করা হয়েছিল। তার কিছু দিন পর প্রায় ১২ হাজার পরীক্ষার্থীদের শারীরিক পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখনো পর্যন্ত তাদের রিটেন ও মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে না। তার ফলে জেল পুলিশের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হচ্ছে না। দীর্ঘ তিন বছরে প্রায় ২০ বার ডেপুটেশন প্রদান করেও কোন ধরনের সদুত্তর পাননি তাঁরা। তাই বাধ্য হয়ে আজ রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন তাঁরা। পাশাপাশি, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাদের আবেদন এবিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করা হোক। জেল পুলিশের নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে সরকারের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ বেকার মহলে।

লোক সম্বর্ধন পর্ব: ১১ বছরের সরকারপূর্তিতে রাজঘাটে শুরু হচ্ছে বিশেষ অনুষ্ঠান

নয়াদিল্লি, ১০ জুন : সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রকের উদ্যোগে আগামী ১১ জুন থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত দিল্লির রাজঘাটে গান্ধী দর্শনের বীরসা মুণ্ডা লনে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে 'লোক সম্বর্ধন পর্ব'। সরকারের ১১ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি একটি সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের উদ্‌যাপন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রচেষ্টা' এই নীতির আলোকে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, ঐতিহ্যবাহী শিল্প ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তির বার্তা দেওয়াই এই অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য।

এই পাঁচ দিনের আয়োজনে সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রকের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প ও সফলতা যেমন প্রধানমন্ত্রী বিরাসত কা সম্বর্ধন, জাতীয় সংখ্যালঘু বিকাশ ও অর্থায়ন সংস্থা-এর বিভিন্ন উদ্যোগ ও সফল কাহিনিগুলি তুলে ধরা হবে। দিল্লি, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরাখণ্ড, রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশ থেকে আগত ৫০ জনেরও বেশি হস্তশিল্পী এবং রন্ধনশিল্পীরা তাঁদের ঐতিহ্যবাহী পণ্য ও দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ পাবেন। অনুষ্ঠানে থাকবে লাখের চুড়ি, কাঠের চিত্রাঙ্কন, ব্লু পটারি, কারচুপি, বনারসি ব্রোকেড, ফুলকারি, চামড়ার হস্তশিল্প, গহনা, কাঠ খোদাই সহ বিভিন্ন হস্তশিল্পের প্রদর্শনী ও বিক্রয়।

এছাড়া, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত লোকশিল্পীদের পরিবেশনায় অনুষ্ঠিত হবে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যা অনুষ্ঠানে আলাদা মাত্রা যোগ করবে। এই মেলা সংখ্যালঘু শিল্পীদের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ, যেখানে তাঁরা ক্রেতা ও বাজারের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করতে পারবেন। এতে তাঁদের জীবিকা আরও স্থিতিশীল এবং টেকসই হয়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রক দেশের সকল নাগরিককে এই উৎসবে অংশগ্রহণ করে ভারতের বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও উন্নয়নের পথে সম্মিলিত অগ্রযাত্রাকে উদ্‌যাপন করার আহ্বান জানিয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, শববাহী যান : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস :** প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ :** পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ :** বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর** এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস :** রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস :** টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসকের সঙ্গে বৈঠকে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১০ জুন: ২৯-নং কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ও মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা আজ তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক পরিমল মজুমদার-এর সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিধায়ক স্থানীয় উন্নয়ন তহবিল কীভাবে কৃষ্ণপুর কেন্দ্রের মানুষের স্বার্থে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায়, সেই বিষয়ে দিকনির্দেশনা ও পরিকল্পনা গ্রহণ।

আলোচনায় এলাকার প্রাথমিক চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সড়ক, পানীয় জল, কৃষি, ও সামাজিক নিরাপত্তার মতো খাতগুলিতে তহবিল বিনিয়োগের বিষয়ে মতবিনিময় হয়। মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, "এই তহবিল জনগণের অধিকার। আমি চাই প্রতিটি টাকা এমন কাজে ব্যয় হোক, যা সরাসরি মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সহায়ক হয়। প্রশাসনের সহযোগিতায় প্রকল্পগুলিকে বাস্তবায়ন করে আমরা কৃষ্ণপুরকে একটি উন্নত ও মডেল বিধানসভা হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।"তিনি আরও জানান, প্রতিটি প্রকল্প বাস্তব পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী নির্ধারিত হবে এবং তা দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির সঙ্গে সমন্বয় করা হবে।মহকুমা শাসক পরিমল মজুমদারও মন্ত্রীর এই প্রয়াসকে স্বাগত জানান এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে সর্বোতাহী সহযোগিতার আশ্বাস দেন।এই আলোচনা জনস্বার্থে দায়বদ্ধ প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গিরই এক উজ্জ্বল নিদর্শন, যেখানে রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও প্রশাসনিক দক্ষতা একত্রে কাজ করছে মানুষের জন্য।

লক্ষাধিক টাকার চোরাই কাঠ উদ্ধার

আগরতলা, ১০ জুন : গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণ চোরাই কাঠ উদ্ধার করে বনদপ্তরের কর্মীরা। অভিযানে লক্ষাধিক টাকার চোরাই কাঠ বাজেয়াপ্ত করে।

বনদপ্তরের এক কর্মী জানান, তাঁদের কাছে আগে থেকে খবর ছিল কুমারঘাট থেকে চোরাই কাঠ আসবে। সেই খবরের ভিত্তিতে বন দপ্তরের আধিকারিক সুপ্রিয় দেবনাথের নেতৃত্বে একটি টিম পানিসাগর মহকুমা চামটিলা এলাকায় উৎপেতে বসে থাকে। ভোর ৫টা নাগাদ টিআর০৫এফ১৫৯০ নম্বরের চোড়াই কাঠ বুঝাই একটি বলের গাড়ি যখন চামটিলা এলাকায় আসে তখন গাড়িটিকে দাঁড় করানো জন্য সিগন্যাল দিলে গাড়িটি তার গতি বারিয়ে দেয় এবং ওই এলাকা থেকে পালিয়ে যায়। সাথে সাথে বন দপ্তরের কর্মীরা গাড়ি নিয়ে পিছু ধাওয়া করতে থাকে। চোড়াই কাঠ বুঝাই বোলের গিরিটি যখন বাগবাশা থানা এলাকার নোয়াগাং বাজার এলাকায় গিয়ে পৌঁছায় তখন বন দপ্তরের গাড়িটি ওই গাড়ির সামনে নিয়ে দার করায় এবং চোড়াই কাঠ বুঝাই গাড়িটি আটক করতে সক্ষম হয়। তবে গাড়ি চালককে আটক করতে পারেনি বলে জানান বন আধিকারিক সুপ্রিয় দেবনাথ।

তিনি জানান গাড়িতে ৬০ ফুট চুরাই কাঠ মজুদ ছিল। যার বাজার মূল্য লক্ষাধিক টাকা। গাড়ি সমেত কাঠ গুলি নিয়ে যাওয়া হয় পানিসাগর ফরেস্ট বিট অফিসে।

শ্রদ্ধা ও ফুটবলের আবহে খোয়াইয়ে পালিত ভগবান বিরসা মুন্ডার আত্মত্যাগ দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১০ জুন: স্বাধীনতা সংগ্রামী ও আদিবাসী সমাজের পথপ্রদর্শক ভগবান বিরসা মুন্ডার পুণ্য আত্মত্যাগ দিবসে তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হল খোয়াইতে। এই উপলক্ষে খোয়াই চা-বাগান ময়দানে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির খোয়াই মন্ডলের প্রাক্তন সভাপতি সুব্রত মজুমদার, বর্তমান সভাপতি অনুকুল দাস এবং জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সমীর দাস সহ অন্যান্য কার্যকর্তারা। নেতৃবৃন্দ বিরসা মুন্ডার আত্মত্যাগ এবং আদিবাসী সমাজের কল্যাণে তাঁর অবদানের কথা তুলে ধরেন।

দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে এবং যুব সমাজকে খেলার মাঠে উৎসাহিত করতে আয়োজন করা হয় 'বিরসা মুন্ডা স্মৃতি নক-আউট ফুটবল টুর্নামেন্ট'। স্থানীয় দলগুলির অংশগ্রহণে এই টুর্নামেন্ট ঘিরে এলাকার ক্রীড়াপ্রেমী মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা যায়।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ভগবান বিরসা মুন্ডার ত্যাগ ও আদর্শকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়াই এই ধরনের কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।

সরকারের ১১ বছর পূর্তি উপলক্ষে আজ রাজঘাটে শুরু হচ্ছে লোক সংবর্ধনা পর্ব

নয়াদিল্লি, ১০ জুন।। ক্ষমতায়ন, অন্তর্ভুক্তি এবং সাংস্কৃতিক গর্বের সাথে সরকারের ১১ বছর পূর্তি উদযাপনের জন্য, কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রক ১১ থেকে ১৫ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত নয়াদিল্লির বিরসা মুন্ডা লনে, গান্ধী দর্শন, রাজঘাটে লোক সংবর্ধনা পর্বের আয়োজন করেছে।

এই অনুষ্ঠানটিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের উদযাপন হিসেবে পরিকল্পনা করা হয়েছে, যেখানে 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস' এর দৃষ্টিভঙ্গির অধীনে মন্ত্রকের মূল পরিকল্পনা, কর্মসূচি এবং সাফল্যগুলি তুলে ধরা হবে। এখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের, বিশেষ করে কারিগর এবং ঐতিহ্যবাহী কারিগরদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য মন্ত্রকের নিরন্তর প্রচেষ্টাকেও তুলে ধরা হবে।

লোক সংবর্ধন পর্বের এই সংস্করণটি ভারতের উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির ৫০ জনেরও বেশি কারিগরকে একটি প্রাণবন্ত প্ল্যাটফর্ম প্রদান করবে, যা তাদের ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প প্রদর্শন ও বিক্রি করতে, সম্ভাব্য ক্রেতাদের সাথে যোগাযোগ করতে এবং বাজারের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম করবে।

অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ:

মন্ত্রকের প্রধান উদ্যোগগুলির প্রদর্শনী, যার মধ্যে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী বিরাসত কা সম্বর্ধন (পিএম বিকাশ), এনএমডিএফসি প্রকল্প এবং সাফল্যের গল্প।

দিল্লি, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরাখণ্ড, রাজস্থান এবং উত্তর প্রদেশের কারিগর এবং রন্ধন বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণ।

লাখ কি চুড়িয়া, কাঠের চিত্রকর্ম, নীল মৃৎশিল্প, সূচিকর্ম, বেনারসি ব্রোকেড, ফুলকরি, চামড়ার কারুশিল্প, কার্পেট, গহনা এবং কাঠ খোদাইয়ের মতো ঐতিহ্যবাহী শিল্প ও হস্তশিল্পের প্রদর্শনী-সহ-বিক্রয়।

দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা লোকশিল্পীদের সরাসরি পরিবেশনা সহ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা।

এই উৎসবের লক্ষ্য হল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং উদ্যোক্তা মনোভাবকে প্রচার করার পাশাপাশি মন্ত্রকের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টা সম্পর্কে আরও সচেতনতা বৃদ্ধি করা। এটি ঐতিহ্যবাহী কারিগরদের ক্ষমতায়ন, আদিবাসী শিল্পকলা সংরক্ষণ এবং তাদের টেকসই জীবিকার সাথে সংযুক্ত করার একটি বৃহত্তর প্রচেষ্টার অংশ।

সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রক সকলকে বৈচিত্র্য, স্থিতিস্থাপকতা এবং অগ্রগতির এই উদযাপনের অংশ হতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

দিল্লি : দ্বারকা আবাসিক ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড; ৯তলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে পিতা ও দুই শিশুর মৃত্যু

নয়াদিল্লি, ১০ জুন : মঙ্গলবার সকালে দিল্লির দ্বারকা সেক্টর-১৩ এলাকার একটি আবাসিক ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আগুন থেকে বাঁচার মরিয়া চেষ্টায় ৯তলা থেকে ঝাঁপ দেন এক ব্যক্তি ও তার দুই ১০ বছর বয়সী সন্তান। দুঃখজনকভাবে, তিনজনই প্রাণ হারান।

নদী ভাঙ্গন রোধে খোয়াইয়ে অভিনব উদ্যোগ, হাতিয়ার সুপার নেপিয়ার ঘাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১০ জুন: খোয়াইয়ে নদীর ভাঙন রোধ করতে এক অভিনব এবং পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নদীর দুই পাড়ে পাটের বস্তা ফেলে তার উপর বিশেষ প্রজাতির 'সুপার নেপিয়ার' ঘাস রোপণ করে ভূমিক্ষয় প্রতিরোধের চেষ্টা চলছে, যা ইতিমধ্যেই স্থানীয়দের মধ্যে আশার সঞ্চার করেছে।

এই পদ্ধতিতে, প্রথমে নদীর ক্ষয়প্রবণ পাড় বরাবর পাটের বস্তায় মাটি ভরে একটি আস্তরণ তৈরি করা হয়। এরপর সেই বস্তার উপর লাগানো হয় সুপার নেপিয়ার ঘাস। এই ঘাসের শিকড় খুব দ্রুত মাটির গভীরে প্রবেশ করে এবং ঘন হয়ে বস্তার মাটিসহ নদীর পাড়কে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে, যা কার্যকরভাবে ভাঙন প্রতিরোধ করে।

উল্লেখ্য, সুপার নেপিয়ার (ছন্ড্মত্রণ্ গ্ুশ্থদ্ধত্রণ্ ওন্শ্চন্ন্) মূলত একটি হাইব্রিড প্রজাতির ঘাস যা গবাদি পশুর খাদ্য হিসেবে বহুল ব্যবহৃত। তবে এর শক্তিশালী শিকড় মাটি সংরক্ষণে অত্যন্ত কার্যকরী হওয়ায়, নদী ভাঙন রোধের মতো কাজেও এর ব্যবহার এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে খোয়াইয়ের জামিরা এলাকায় এই প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করেন ডিভিটি (ঙ্গপ্ত) প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা। তাঁরা প্রকল্পের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন এবং এই উদ্যোগের সাফল্য নিয়ে আশাপ্রকাশ করেন। স্থানীয়দের মতে, এই স্বল্প খরচের পদ্ধতি যদি সফল হয়, তবে তা আগামী দিনে নদী ভাঙন কবলিত অন্যান্য অঞ্চলের জন্যও একটি অনুকরণীয় মডেল হয়ে উঠতে পারে।

জাতি-জনজাতিদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি রক্ষায় আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০জুন: মানুষের সমস্যায় পাশে দাঁড়ানোই হচ্ছে প্রকৃত ধর্ম। একে অপরের প্রতি ভালোবাসা, প্রীতি এটাই হচ্ছে ধর্মের মূল বক্তব্য। রাজ্যের বর্তমান সরকারও মানুষের মৌলিক সমস্যা সমাধানে সদা সচেষ্ট। আজ কের চৌমুনীস্থিত শিব-কালী মন্দিরের ৩২তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্রদান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা একথা বলেন। তিনি বলেন, নাস্তিকতার অবসান হয়ে এখন আস্তিকতার পরিবেশ সমাজে পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রের সরকার দেশের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহা রক্ষায় এবং পুনরুদ্ধারে দায়িত্বশীল ভূমিকা গ্রহণ করে চলছে। রাজ্যের বর্তমান সরকারও সেই দিশায় কাজ করে চলছে। উদয়পুরে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে জাতি-জনজাতিদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি রক্ষায়ও আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার শান্তি সম্প্রতি রক্ষায় বদ্ধপরিকর। শান্তি সম্প্রীতি রক্ষায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ইতিমধ্যেই অনেকগুলি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অগ্রগতিকে তরান্বিত করেছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন আজ সারা দেশে সমাদৃত।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই কের চৌমুহনীতে এক সময় কের পুজা হত। পরবর্তীকালে এখানে মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। সেই অর্থে এই মন্দিরের ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আজকের এই কল্যাণকামী উদ্যোগের জন্য মন্দির কর্তৃপক্ষের প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠান শুরুর পূর্বে মুখ্যমন্ত্রী মন্দিরে প্রার্থনা করেন। অনুষ্ঠান শেষে মুখ্যমন্ত্রী দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্রদান করেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, বিশিষ্ট আইনজীবী কল্যাণ ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট সাংবাদিক দেবাশিষ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ।

বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলের অর্থে বিদ্যুৎলাইন সম্প্রসারণের কাজ সম্প্রসারিত হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন: বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলের অর্থে বামুটিয়া বিধানসভা এলাকায় বিদ্যুৎ লাইন সম্প্রসারণের কাজ দ্রুতগতি চলেছে। বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলের অর্থে প্রতিনিয়ত কাজ চলছে বামুটিয়া বিধানসভার বিভিন্ন এলাকাতে। সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসীর দাবির মান্যতা দিয়ে গান্ধীগ্রাম কাঠালতলীতে বিদ্যুৎ লাইন সম্প্রসারণের কাজ চলছে। এই কাজ পরিদর্শন করার জন্য বিধায়ক নয়ন সরকার নিজের ওই এলাকায় ছুটে যান।

কাঁঠালতলির পাশাপাশি নবগ্রাম, গান্ধীগ্রাম, তেবাড়িয়া, তুফানিয়া লুঙ্গা, তালতলা, কামালঘাট লক্ষণ সিং মুড়া সহ অন্যান্য এলাকাতে বিদ্যুৎ সম্প্রসারণের কাজ চলছে। আগামী দিনও বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলের অর্থে বামুটিয়াবাসীর উন্নয়নের স্বার্থে কাজ করে যাবেন বলে জানান বিধায়ক নয়ন সরকার।

সাত দফা দাবিতে সরব তেলিয়ামুড়া ব্লক কংগ্রেস কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১০ জুন: তেলিয়ামুড়া এলাকার জনগণের বিভিন্ন জ্বলন্ত সমস্যার সমাধানের দাবিতে এবার সরব হল তেলিয়ামুড়া ব্লক কংগ্রেস কমিটি। মঙ্গলবার তেলিয়ামুড়া ব্লক কংগ্রেসের উদ্দোগে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির চক্রান্ত এবং বিদ্যুৎ পরিষেবার বেহাল অবস্থার প্রতিবাদে তেলিয়ামুড়া বিদ্যুৎ নিগমের সিনিয়র ম্যানেজার এর নিকট সাত দফা দাবির ভিত্তিতে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

সাত দফা দাবি গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, ত্রিপুরার বিদ্যুৎ নিগমকে বেসরকারিকরণ করা চলবে না, পুনরায় বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির করার চক্রান্ত চলবে না, ঘন ঘন লোডশেডিং বন্ধ করতে হবে, গ্রাহকদের নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার সময় সার্ভিস লাইনের তার দপ্তর থেকে দিতে হবে সহ আরো বিভিন্ন দাবি ছিল এই দাবিতে। এদিনের এই ডেপুটেশন প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক অশোক কুমার বৈদ্য, তেলিয়ামুড়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি অতনু পাল সহ কংগ্রেস দলের অন্যান্য কর্মী সমর্থকরা। সিনিয়র ম্যানেজার ডেপুটেশন প্রদানকারীদের দাবিগুলির সঙ্গে সহমত পোষণ করে অবিলম্বে এই বিষয়গুলির উপর আলোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করেন এদিন।

উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর সহ আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে প্রচণ্ড গরমে অতিষ্ঠ সাধারণ জনগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১০ জুন: উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর সহ আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে প্রচণ্ড গরমে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে সাধারণ মানুষের জনজীবন। গত কয়েকদিন ধরেই রাজ্যের তাপমাত্রা ক্রমাগত উর্ধমুখী। বিশেষত ধর্মনগর শহরে দিনের বেলায় রাস্তাঘাট প্রায় ফাঁকা দেখা যাচ্ছে। দুপুরের পর থেকেই গরমের তীব্রতায় বাইরে বের হওয়া কার্যত দুঃসহ হয়ে পড়েছে।স্থানীয় আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ধর্মনগর সহ উত্তর জেলার বেশ কয়েকটি স্থানে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি পৌঁছেছে, যা এই অঞ্চলের জন্য অনেকটাই অস্বাভাবিক।বাতাসে আর্দতার পরিমাণও বেশি থাকায় গরমের কষ্ট দ্বিগুণ করে তুলছে। এদিকে এই দাবদাহের ফলে স্বাস্থ্যঝুঁকিও বাড়ছে। এই গরমের ফলে দৈনন্দিন বাজার-হাটেও ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যা কমে গেছে। বিক্রেতারা জানিয়েছেন, দুপুরের দিকে ক্রেতা প্রায় আসে না বললেই চলে।তীব্র গরমের কারণে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে স্কুলে উপস্থিতির হারও অনেকটা কমে গেছে। পরিস্থিতির উন্নতি কবে হবে, তা এখনই বলা মুশকিল। তবে আপাতত এই তীব্র দাবদাহে জনজীবনের স্বাভাবিক ছন্দ যে মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য।

লক্ষ্মী নারায়ণ বাড়ির শিব মন্দিরে চুরি

● প্রথম পাতার পর

ভাঙ্গা অবস্থায় রয়েছে। সাথে সাথেই পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং দরজা খুলতেই দেখা যায় প্রণামী বক্স ভেঙে নগদ টাকা নিয়ে পালিয়েছে চোরের দল। ওই ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

পরিত্যাক্ত জমি থেকে উদ্ধার এক ব্যক্তির মৃতদেহ

● প্রথম পাতার পর

তাঁর পরিবারের সদস্য এবং পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে। ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। কিন্তু কিভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে এখনো পর্যন্ত জানা যায় নি।

গত ১১ বছরে

● প্রথম পাতার পর

অ্যাকাডেমি গড়ে তোলার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। 'খেলো ইন্ডিয়া' ও অন্যান্য সরকারি প্রকল্পগুলির মাধ্যমে যুবসমাজকে ক্রীড়াক্ষেত্রে আরও বেশি করে যুক্ত করতে সরকার তৎপর হয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই ধরণের দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ ভবিষ্যতে অলিম্পিক ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভারতের পারফরম্যান্সকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করবে।

অভিযুক্তদের শাস্তির

● প্রথম পাতার পর

আক্রমণ করেছে এবং তার বাড়ি সম্পূর্ণরূপে লুটপাট করা হয়েছে। প্রশাসন যেন অবিলম্বে শাহজাহান ইসলামের বাড়িতে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন করে এমনটাই দাবি জানিয়েছেন কংগ্রেস বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়।

নেশা প্রাণ কেড়ে নিল এক

● প্রথম পাতার পর

দেখতে পেয়ে খবর দেয় বিশালগড় থানায়। খবর পেয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ এবং আড়ালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ভবেশ চৌধুরী তাদের বাড়িতে ছুটে আসে।

সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তারা জানায় খুব ভালো ছেলে ছিল রাকেশ। সব সময় কাজ আর বাড়ি নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। সে বিয়ে করেনি। তবে মাঝেমধ্যে একটু নেশা করত। হয়তো এই নেশাই তার জীবন কেড়ে নিয়েছে বলে সংবাদ মাধ্যমে জানায় গ্রামের প্রধান। খবর পেয়ে তার একমাত্র বোন পিঙ্কি দেবনাথ ছুটে গিয়ে মঙ্গলবার সকালে ভাইকে শেষ বারের মতো দেখতে। মা এবং বোনের কান্নায় গোটা গ্রামের আকাশ বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। বিশালগড় থানার পুলিশ মৃতদেহ ডোম দিয়ে নামিয়ে নিয়ে যায় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। ময়নাতদন্তের পর রাকেশ দেবনাথ এর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

নেশা ধ্বংস করে দিচ্ছে অলিগলি মহল্লা প্রতিটি পাড়াকে। নেশার বিরুদ্ধে পুলিশ প্রশাসন সম্পূর্ণ অসহায়।এই নেশা বহু পরিবারকে পথে বসিয়ে দিয়েছে। নেশার বলি হল আরও এক তরতাজা যুবক যুবক। আর কত প্রাণ গেলে নেশার বিরুদ্ধে সজাগ ও সতর্ক হবে পুলিশ প্রশাসন প্রশ্ন জনমনে!

মোদীর শাসনকাল

● প্রথম পাতার পর

নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার রাস্তা দেখাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি যেভাবে দেশকে চালিয়ে যাচ্ছেন আগামীদিনে সেটা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আমরা প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশিত সবকা সাথ, সবকা বিকাশ এবং সবকা প্রয়াসের লক্ষ্যে কাজ করছি। তিনি সমাজের সকল অংশের মানুষের কল্যাণে কাজ করছেন। প্রধানমন্ত্রী সবসময় দেশের জন্য চিন্তা করেন। আমরাও প্রধানমন্ত্রীর মার্গদর্শনে জনগণের কল্যাণে কাজ করছি। আমরা আমাদের অভিভাবকের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলছি। প্রধানমন্ত্রী মোদি আমাদের উন্নয়নের দিশা দেখাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী যেভাবে কাজ করছেন এমন একদিন আসবে মানুষ এনিয়ে গবেষণা করবেন। সীমান্ত সুরক্ষা থেকে শুরু করে প্রযুক্তি, অর্থনীতি - সবক্ষেত্রেই দেশ এগিয়ে যাচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, বর্তমান সরকার একটা দায়িত্বশীল সরকার। এই সরকার মানুষের সার্বিক কল্যাণে বিশ্বাস করে। আমরা মানুষকে সঠিক দিশা দেখাই, যেটা আমরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েছি। পূর্বতন সরকারের জমানায় কিভাবে দুর্নীতি হয়েছে সেটা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু এই সরকার দুর্নীতিকে কখনোই প্রশ্রয় দেয় না। আর আমরা সবার জন্য কাজ করছি। ২০১৪"র আগে দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ প্রত্যক্ষ করেছি আমরা, যেটা কখনোই গ্রহনযোগ্য নয়। এখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শুধু উন্নয়নের কথা বলেন। আমাদের অবশ্যই সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করতে হবে। উন্নয়নের কাজের নিরিখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে সবসময় মনে রাখবে পরবর্তী প্রজন্ম।

সভায় উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য, দলের সহ সভাপতিগণ, মন্ত্রিসভার সদস্যগণ সহ বিধায়ক, পুর নিগমের মেয়র, অন্যান্য সদস্য, প্রদেশ ও জেলা স্তরের নেতৃত্ব ও কার্যকর্তাগণ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

শাহজাহান ইস্যুতে মানবাধিকার

● আটের পাতার পর সংশ্লিষ্ট এলাকায় বসবাসকারী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের মানবাধিকার রক্ষার দাবীতে যুব কংগ্রেস মানবিক মানবাধিকারের দারস্থ হয়েছে।

টিআরবিটির চেয়ারম্যানের সঙ্গে

● আটের পাতার পর মার্কস প্রদান করার। কিন্তু দেখা যায় ফাইনাল আনসার কিতে সবগুলি ভুল প্রশ্ন পত্রের বা সিলেবাস বহির্ভূত প্রশ্নপত্রে স্টার প্রদান করা হয়নি। ফলে আজ বাধ্য হয়ে পরীক্ষার্থীরা টিআরবিটি বোর্ডের সামনে জমায়েত হয় এবং বোর্ডের চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করার জন্য দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু তাদেরকে বলা হয় চেয়ারম্যান অফিসে নেই। এখন দেখার এ ব্যাপারে বোর্ড কি সিদ্ধান্ত নেয়।

গোপন অভিযানে ৩৬

● আটের পাতার পর এনডিপিএস মামলায় সবচেয়ে বেশি রেকর্ড তৈরি করেছে তা নিশ্চিত যে আগামী দিন আরো বড় কিছু হতে চলেছে। তবে তিনি আশ্বস্ত করেন ওই এলাকার যত মাদক থেকে ড্রাগস ও গাজা ব্যবসায়ীদের ধীরে ধীরে আটক করতে সক্ষম হবে। তবে ওই উপজাতি এলাকায় সংবাদ মাধ্যমের কাছে খবর রয়েছে ওই এলাকা আরো গাজা ও ড্রাগস ব্যবসায়িক রয়েছে।

রবার্টের জোড়া গোলে ত্রিবেণীকে হারিয়ে জয় দিয়ে সূচনা নবোদয়ের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রবার্টের জোড়া গোল। দুর্দান্ত জয় নবোদয় সংঘের। হারিয়েছে ত্রিবেণী সংঘকে। দুই গোলে দারুন জয়ের স্বাদ নিয়ে লীগ সূচনা করেছে নবোদয় সংঘ। খেলা ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সোনার তরী ঘরোয়া বি ডিভিশন ক্লাব লীগ ফুটবল টুর্নামেন্ট। তৃতীয় দিনের খেলা। টুর্নামেন্টের তৃতীয় ম্যাচে নবোদয় ২-০ গোলের ব্যবধানে ত্রিবেণী সংঘ কে হারিয়ে পুরো ৩ পয়েন্ট অর্জন করে নিয়েছে। বিজয়ী নবোদয় সংঘের পক্ষে রবার্ট হালাম একাই গোল দুটি করেন।

প্রথমার্ধেই দুটি গোল করে এগিয়ে যায় নবোদয়। খেলার ২৬ মিনিটের মাথায় প্রথম গোল রবার্ট হালামের পা থেকে। ১০ মিনিটের ব্যবধানে রবার্ট আরও একটি গোল করলে ব্যবধান বেড়ে দুই-শূন্য হয়। পরবর্তী সময়ে এমন কি খেলার দ্বিতীয়ার্ধেও দুই দলের মধ্যে আক্রমণ প্রতিআক্রমণ পরিলক্ষিত হলেও তৃতীয় গোলের সন্ধান কেউ দিতে পারেনি।

সবশেষে রবার্টের জোড়া গোলে নবোদয় সংঘ জয় ছিনিয়ে মাঠ ছাড়ে।

উল্লেখ্য, ৮ জুন প্রথম ম্যাচে ঐকতান যুব সংস্থা ২-১ গোলে স্কাইলার্ক ক্লাব কে এবং সোমবার দ্বিতীয় ম্যাচে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল ন্যূনতম গোলের ব্যবধানে মৌচাক ক্লাবকে পরাজিত করে দুই দলই তিন করে পয়েন্ট পেয়েছিল। আজ, মঙ্গলবার নবোদয় সংঘও জয়ের সুবাদে ৩ পয়েন্ট পেয়েছে। তবে গোল ব্যবধানের নিরিখে আজ, তৃতীয় ম্যাচে বিজয়ী নবোদয় সংঘ আপাতত পয়েন্ট বালিকায় শীর্ষে ওঠে এসেছে। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি বিপ্লব সিংহ। দিনের খেলা: বিকেল সাড়ে তিনটায়, উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে সরোজ সংঘ বনাম পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব।

রাজ্যে প্রথমবারের মতো স্কুল রেটিং দাবা প্রতিযোগিতা, ২৬ জুলাই থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরার দাবার ইতিহাসে এবারই প্রথম। অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আন্ত:স্কুল দলগত ফিডে রেটিং দাবা প্রতিযোগিতা। দুদিনব্যাপী প্রতিযোগিতা শুরু হবে ২৬ জুলাই। অনূর্ধ ১৪ এবং ১৭ বিভাগে। এন এস আর সি সি-র দাবা হলঘরে অনুষ্ঠিত হবে আসর। ১ নুয়ারি ২০১১ সালের পর জন্ম দাবাড়ুরা অনূর্ধ ১৪ বিভাগে এবং ১ জানুয়ারি ২০০৮ সালের পর জন্ম দাবড়ুরা অনূর্ধ ১৭ বিভাগে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে। প্রতিটি দলে থাকবে পাঁচ জন করে দাবাড়ু। এরমধ্যে চারজন খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে। একটি স্কুল থেকে বেশ কয়েকটি টিম আসরে অংশ নিতে পারে।

আসরে অংশ নিতে ইচ্ছুক স্কুল গুলিকে প্রতিটি দলের জন্য এক হাজার টাকা এন্টি ফি জমা দিতে হবে। ২০ জুলাই আসরে অংশ নেওয়া শেষ দিন। খেলা পরিচালনা করবেন আন্তর্জাতিক আরবীতে অনুপম ভট্টাচার্য। রাজ্য দাবা সংস্থার সচিব মিঠু দেবনাথ এ খবর জানান। তিনি বলেন, স্কুল স্তর থেকে প্রতিভাবান দাবাড়ু বের করে আনার লক্ষ্যেই রাজ্য দাবা সংস্থার বর্তমান কমিটির কর্তাদের ওই উদ্যোগ।

রিঙ্কুর বাগ্দানে যাননি! বিয়েতে কি যাবেন শাহরুখ? কেকেআর ব্যাটারকে কী জানিয়েছেন বাদশা

কথা দিয়েছিলেন শাহরুখ খান। সেই কথা কি রাখবেন তিনি? রিঙ্কু সিংহের বাগ্দানে দেখা যায়নি শাহরুখকে। কলকাতা নাইট রাইডার্সের ক্রিকেটারের বিয়েতে কি যাবেন বলিউডের বাদশা?জানা গিয়েছে, আগামী ১৮ নভেম্বর রিঙ্কুর বিয়ে। সেই অনুষ্ঠানে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে শাহরুখের। ২০২৩ সালের আইপিএলে গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে শেষ পাঁচ বলে পাঁচটা ছক্কা মেরে কেকেআরকে জিতিয়ে প্রথম বার নজর কেড়েছিলেন রিঙ্কু। সেই ম্যাচের পরেই তাঁকে কথা দিয়েছিলেন শাহরুখ। সে কথা জানিয়েছিলেন রিঙ্কু নিজেই। তিনি বলেছিলেন, "স্যর আমাকে ফোন করেছিলেন। উনি বলেছেন, ওঁকে অনেকেই তাঁদের বিয়েতে ডাকে। উনি যান না। কিন্তু আমার বিয়েতে উনি এসে নাচবেন।" এখন দেখার শাহরুখ তাঁর দেওয়া কথা রাখেন কি না।রবিবার লখনউয়ের একটি হোটেলে জমকালো অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে রিঙ্কু ও সমাজবাদী পার্টির সাংসদ প্রিয়া সরোজের বাগ্দান হয়। বিশেষ দিনে রিঙ্কু পরেছিলেন সাদা রঙের শেরওয়ানি। তাতে রুপোলি সুতোর কাজ করা। প্রিয়ার পরনে ছিল হালকা গোলাপি আভার লহেঙ্গা চোলি। সঙ্গে মানানসই গয়না। হাত ধরে অনুষ্ঠানে আসেন তাঁরা। মঞ্চে যখন দু'জন দু'জনের আঙুলে আংটি পরিয়ে দিচ্ছেন তখন বাজি পোড়ানো হয়। রিঙ্কু তাঁর আঙুলে আংটি পরিয়ে দেওয়ার পরেই কেঁদে ফেলেন প্রিয়া। তবে দুঃখে নয়, আনন্দে চোখের জল বাঁধ মানছিল না তাঁর। বার বার কান্না থামানোর চেষ্টা করছিলেন। মুখে হাসি থাকলেও চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। বাধ্য হয়ে শেষে টিস্যু পেপারে চোখ মোছেন প্রিয়া। হাত তুলে আংটিও দেখান তাঁরা। তার পরে অতিথিদের সঙ্গে ছবি তোলেন দু'জনে।রিঙ্কু-প্রিয়ার বাগ্দানের অনুষ্ঠানে ছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সহ-সভাপতি রাজীব শুক্ল। কেকেআরের সিইও বেঙ্কি মাইসোর গিয়েছিলেন সেখানে। ছিলেন অখিলেশ যাদব, জয়া ভাদুড়ি। আরও অনেক রাজনৈতিক নেতা উপস্থিত ছিলেন সেখানে। সকলের সঙ্গে ছবি তোলেন রিঙ্কু ও প্রিয়া।আইপিএল শেষ। ঘরোয়া ক্রিকেট মরসুম শুরু হয়নি এখনও। ভারতীয় দলের সাদা বলের সূচিও নেই। ক্রিকেটীয় ব্যস্ততা তাই এখন কিছুটা কম রিঙ্কুর। এই ফাঁকে বাগ্দান পর্ব সেরে নিয়েছেন টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে দেশের অন্যতম সেরা ফিনিশার। সামনেই বিয়ে। কয়েক দিন আগে বাগ্দান সেরেছেন ভারতের আর এক ক্রিকেটার কুলদীপ যাদব। এ বার নতুন জীবনের পথে এগোলেন রিঙ্কু।রিঙ্কুর শ্বশুর তুফানি সরোজও রাজনীতিবিদ। তিনি উত্তরপ্রদেশের কেরাকাট বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত সমাজবাদী পার্টির বিধায়ক। এক বন্ধুর মাধ্যমে প্রিয়ার সঙ্গে আলাপ রিঙ্কুর। তুফানি বলেছেন, "রিঙ্কু এবং প্রিয়া এক বছরের বেশি পরস্পরকে চেনে। বিয়ের জন্য উভয় পরিবারের সম্মতি প্রয়োজন ছিল। দুই পরিবারের মধ্যে কথাবার্তার পর ওদের বিয়ে চূড়ান্ত হয়েছে।" পড়াশোনা শেষ করার পর থেকে বাবার সঙ্গে রাজনীতি শুরু প্রিয়ার। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশের মছলীশহর কেন্দ্র থেকে জেতেন প্রিয়া। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে স্নাতক প্রিয়া সাংসদ হওয়ার আগে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ছিলেন। ২০২২ সালে বাবার নির্বাচনী প্রচারে প্রথম নজর কেড়েছিলেন তিনি।অন্য দিকে, রিঙ্কু প্রথম প্রচারের আলোয় এসেছিলেন ২০২৩ সালের আইপিএলে যশ দয়ালকে পর পর পাঁচ বলে পাঁচটি ছক্কা মেরে কেকেআরকে রুদ্ধশ্বাস জয় এনে দিয়ে। ভারতের টি-টোয়েন্টি দলেও এখন নিয়মিত সদস্য রিঙ্কু। এ বারের আইপিএলে ১৩টা ম্যাচে ২০৬ রান করেছেন। দেশের হয়ে ৩৩টা টি-টোয়েন্টি ম্যাচের পাশাপাশি দুটো এক দিনের ম্যাচ খেলেছেন তিনি।

আবার আইপিএলের কাছে হার মানল দেশ, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আর খেলবেন না পুরান, ২১ কোটির ক্রিকেটারের নজরে শুধুই টি২০ লিগ!

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে আচমকা অবসর নিলেন নিকোলাস পুরান। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটার সমাজমাধ্যমে নিজের অবসরের কথা জানিয়েছেন। অর্থাৎ, এ বার থেকে শুধুমাত্র বিভিন্ন দেশে টি-টোয়েন্টি লিগ খেলবেন পুরান। আবার আইপিএলের মতো লিগের কাছে হেরে গেল দেশ।আইপিএলের পর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সাদা বলের সিরিজে বিশ্রাম চেয়েছিলেন পুরান। তাঁকে বিশ্রাম দিয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড। সেই সিরিজের পরেই নিজের অবসরের কথা জানিয়েছেন পুরান। তিনি নিজের পোস্টে লেখেন, "অনেক ভাবনা চিন্তা করার পর আমি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করলাম।" তিনি জানিয়েছেন, ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রতিনিধিত্ব তিনি উপভোগ করেছেন। পুরান লেখেন, "ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে মাঠে নামার আনন্দ বলে বোঝাতে পারব না। অনেক মুহূর্তের সাক্ষী থেকেছি। মেরুন জার্সি পরে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া আমার কাছে গর্বের। প্রতিটা ম্যাচে মাঠে নেমে নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এই দলের অধিনায়কত্বও আমার কাছে গর্বের।"সমর্থক ও সতীর্থদের কাছে তিনি যে ভালবাসা পেয়েছেন তার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন পুরান। তিনি লেখেন, "সমর্থকেরা আমাকে যা ভালবাসা দিয়েছে তার জন্য ধন্যবাদ। কঠিন সময়ে সেই ভালবাসা আমাকে ফেরার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে। আমার পরিবার, বন্ধু ও সতীর্থেরা যে ভাবে প্রতি পদক্ষেপে আমার পাশে থেকেছে তার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানাই। তোমাদের বিশ্বাসের সাহায্যে সামনের দিকে এগোতে পেরেছি।" আগামী দিনেও তিনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দলকে একই ভাবে সমর্থন করবেন বলে জানিয়েছেন এই বাঁহাতি ব্যাটার।২০১৬ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে অভিষেক পুরানের। ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে শেষ দেশের হয়ে খেলেছেন তিনি। আট বছরের কেরিয়ারে ৬১ এক দিনের ম্যাচে ১৯৮৩ ও ১০৬ টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ২২৭৫ রান করেছেন পুরান। দুই ফরম্যাট মিলিয়ে তিনটে শতরান ও ২৪টা অর্ধশতরান করেছেন। তবে দেশের হয়ে টেস্ট খেলা হয়নি পুরানের। ২০২১-২২ সালের মধ্যে ২৩টা টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়কত্ব করেছেন তিনি।লিগ ক্রিকেটে পুরান বড় নাম। এ বারের আইপিএলের আগে তাঁকে ২১ কোটি টাকা দিয়ে ধরে রেখেছিল লখনউ সুপার জায়ান্টস। এ বারও ভাল খেলেছেন তিনি। ১৪টা ম্যাচে ৫২৪ রান করেছেন। ৪৩.৬৭ গড় ও ১৯৬.২৫ স্ট্রাইক রেটে রান করেছেন তিনি। পাঁচটা অর্ধশতরান করেছেন পুরান। একটা সময় কমলা টুপির তালিকায় শীর্ষে ছিলেন পুরান। কিন্তু মাঝে কয়েকটা ম্যাচে রান না পাওয়ায় একটু পিছিয়ে গিয়েছেন। এ বারের আইপিএলে সবচেয়ে বেশি ছক্কাও (৪০) মেরেছেন তিনি।লিগ ক্রিকেট খেলার দিকে ঝুঁকছেন ক্রিকেটারেরা। মার্কাস স্টোইনিস, গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের মতো ক্রিকেটারেরা শুধুমাত্র টি-টোয়েন্টি খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বাকি ফরম্যাট থেকে অবসর নিয়েছেন তাঁরা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটে আগেও এই ছবি দেখা গিয়েছে। ক্রিস গেইল, সুনীল নারাইনেরা দেশের বদলে লিগ ক্রিকেট খেলাকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। তার একটা কারণ অবশ্যই অর্থ। দেশের হয়ে খেলে যা টাকা তাঁরা পান, লিগ ক্রিকেটে তার থেকে কয়েক গুণ বেশি টাকা পান। পাশাপাশি দেশের ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে মাঝেমধ্যেই ঝামেলা হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটারদের। গেইল, নারাইন, স্টোইনিসদের পথেই এ বার পা বাড়ালেন পুরান।

অন্যত্র সরছে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম! পদপিষ্ট কাণ্ডের পর বড়সড় পদক্ষেপের পথে কর্নাটক সরকার

বেঙ্গালুরুতে পদপিষ্ট হয়ে ক্রিকেটপ্রেমীদের মৃত্যুর ঘটনার পর বড়সড় পদক্ষেপ করতে চলেছে কর্নাটক সরকার। ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে তাই এবার চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামকে অন্যত্র সরানোর পরিকল্পনা করছেন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া।তিনি বলেন, "সরকার দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের কথা ভাবছে। তাই স্টেডিয়ামটিকে আমরা অন্য কোনও জায়গায় স্থানান্তরের কথা ভাবছি।" একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "কোনও সরকারের আমলেই এই ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটা উচিত নয়। ব্যক্তিগতভাবে এই ঘটনা আমাকে আহত করেছে। কর্তব্যে গাফিলতির জন্য ইতিমধ্যেই পাঁচজন পুলিশ কর্তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। পুলিশ প্রধান এবং আমার সচিবকেও বদলি করা হয়েছে।" এদিকে গোটা ঘটনায় কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রীকে তীব্র আক্রমণ করেছে বিজেপি এবং জেডিএস। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা শোভা করন্ডলাজে বলেন, "সিদ্দারামাইয়া এবং উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমারের হাতে রক্ত লেগে আছে।" পাশাপাশি, তিনি তাঁদের পদত্যাগেরও দাবি জানিয়েছেন।

চেস ফ্যামিলি আয়োজিত মা মানিক প্রাইজমানি র‍্যাপিড দাবা ৬ জুলাই থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অন্যান্য বছরের মত এবারও 'মা মানিক' উন্মুক্ত প্রাইজমানি র‍্যাপিড দাবা প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে ৬ জুলাই থেকে। চেস ফ্যামিলির উদ্যোগে হবে আসর। এন এস আর সি সি-র দাবা হল ঘরে। তাতে অংশ নিতে ইচ্ছুক দাবাড়ুদের ৫০০ টাকা এন্টি ফি সহ নাম জমা দিতে অনুরোধ করা হয়েছে। মোট ৭ রাউন্ডের হবে প্রতিযোগিতা। আসরের সেরা দাবাড়ু পাবেন প্রাইজমানি বাবদ আড়াই হাজার টাকা। প্রথম ১৫ স্থানাধিকারী দাবাড়ুকে প্রাইজমানি দেওয়া হবে। এছাড়া বয়স ভিত্তিক বিভাগীয় পুরস্কার দেওয়া হবে। উদ্যোক্তা কমিটির পক্ষে পান্না আহমেদ এ খবর জানান।

জে সি মেমোরিয়াল ক্রিকেট টুর্নামেন্টের স্থগিত ম্যাচগুলো ফের শুরু ১৪ জুন থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ক্রিকেটের ক্রীড়া সূচি পুনরায় ঘোষণা করেছে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। টুর্নামেন্ট জে সি মেমোরিয়াল ক্রিকেটের ২০২৩-২৪ এর আসর। লাগাতার বৃষ্টির কারণে প্রথম দুইটি ম্যাচের পর টুর্নামেন্টের অবশিষ্ট ম্যাচগুলো স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছিল। পুনরায় ক্রীড়া সূচি ঘোষণার মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সুব্রত দে জানিয়েছেন আগামী ১৪ জুন থেকে পুনরায় জে সি মেমোরিয়াল ক্রিকেট টুর্নামেন্টের খেলা গুলো শুরু হবে। উল্লেখ্য, ১৪ থেকে ১৬ জুন টিআইটি গ্রাউন্ডে সংহতি ও স্ফুলিঙ্গ ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে। একই সময়ে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এবং ব্লাড মাউথ ক্লাবের খেলা অনুষ্ঠিত হবে। ১৮ থেকে ২০ জুন রাখা হয়েছে তৃতীয় তথা শেষ রাউন্ডের খেলা। টিআইটি গ্রাউন্ডে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস ও স্ফুলিঙ্গ এবং পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে সংহতি ও ব্লাডমাউথ ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

বোর্ডের নতুন সূচিতে বদলে গেল বেশ কিছু ম্যাচের মাঠ, কবে টেস্ট পাচ্ছে ইডেন?

কোথাও আবহাওয়ার সমস্যা। কোথাও মাঠ তৈরির অনুরোধ। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সূচিতে একাধিক মাঠ বদলে দেওয়া হল। তবে আইপিএলের ফাইনাল চলে গেলেও, একটি টেস্ট ম্যাচ পাচ্ছে ইডেন গার্ডেন্স। প্রতিপক্ষের নামটাই শুধু বদলে যাচ্ছে।অক্টোবরে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় টেস্ট হওয়ার কথা ছিল ইডেনে। পরিবর্তিত সূচিতে তা হবে দিল্লিতে। অন্য দিকে, দিল্লিতে হওয়ার কথা ছিল ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টেস্ট। সেটি আনা হয়েছে কলকাতায়। ১৪-১৮ নভেম্বর হবে সেই ম্যাচ। বোর্ডের দল খতিয়ে দেখেছে, নভেম্বরে দীপাবলির কারণে দিল্লিতে বায়ুদূষণ বেড়ে যায়। তাই ওই সময়ে ম্যাচ করা মুশকিল। তাই সেই ম্যাচ সরিয়ে কলকাতায় আনা হয়েছে।ভারতের মহিলা দলের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার মহিলা দলের তিনটি এক দিনের ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল চেন্নাইয়ের এম চিদম্বরম স্টেডিয়ামে। কিন্তু পরের বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য নতুন করে মাঠ এবং পিচ তৈরি করতে চাওয়ার জন্য চেন্নাইয়ের তরফে সেই ম্যাচ অন্যত্র সরানোর অনুরোধ করা হয়েছিল। তা মেনে নিয়েছে বোর্ড। ফলে তিন ম্যাচের এক দিনের সিরিজের প্রথম দু'টি ম্যাচ হবে মুল্লানপুরে। তৃতীয়টি হবে দিল্লিতে।

আন্তঃস্কুল ক্রিকেটের মূল পর্বের খেলা ফের শুরু আজ থেকে : বৃষ্টির সম্ভাবনা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পুনরায় বৃষ্টির ভ্রূকুটি। আজ, মঙ্গলবার অপরাহ্নের পর থেকে লাগাতর কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে। আগামীকাল (বুধবার) আবহাওয়ার পরিস্থিতি কেমন থাকবে? বলা মুশকিল। বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে।

এদিকে, রি- শিডিউল ঘোষণা করেছে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। টুর্নামেন্ট সদর ভিত্তিক আন্তঃস্কুল ক্রিকেটের আসর।

লাগাতার বৃষ্টির কারণে টুর্নামেন্টের শেষ পর্যায়ে বিশেষ করে কোয়ার্টার ফাইনালের ম্যাচগুলি ২৯ মে-তে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও তা স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছিল। পুনরায় মূল পর্বের ক্রীড়া সূচি ঘোষণার মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সুব্রত দে জানিয়েছেন আগামী ১১ জুন থেকে পুনরায় সদর ভিত্তিক আন্তঃ স্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্টের মূল পর্বের খেলা গুলো শুরু হবে। উল্লেখ্য, আগামীকাল সকাল সাড়ে আটটায় তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে বরদোয়ালি দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল খেলবে সেন্ট পল স্কুলের বিরুদ্ধে। একই সময়ে আম্বেদকর মেমোরিয়াল স্কুল গ্রাউন্ডে বিদ্রোহী কবি নজরুল বিদ্যাভবন খেলবে শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলের বিরুদ্ধে। বেলা একটায় তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে হেনরি ডিরোজিও একাডেমি এবং প্রগতি বিদ্যাভবন পরস্পরের মুখোমুখি হবে, একই সময়ে আম্বেদকর মেমোরিয়াল স্কুল গ্রাউন্ডে হলিক্রস স্কুল খেলবে নিউ হিন্দি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের বিরুদ্ধে। তবে বৃষ্টিতে ম্যাচ সম্পন না হলে ১২ জুন রিজার্ভ ডে-তে তা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। কোয়ার্টার ফাইনালের চারটি ম্যাচে বিজয়ী দলগুলো ১৩ জুন দুটি সেমিফাইনালে খেলবে। ১৫ জুন রাখা হয়েছে ফাইনাল ম্যাচের জন্য। আশা করা হচ্ছে চারটি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ আগামীকাল অনুষ্ঠিত হবে।

টেস্ট বিশ্বকাপ ফাইনালের আগে ভারতকে নিয়ে বিতর্ক! শুভমনদের জন্য অনুশীলন করতে পারল না অস্ট্রেলিয়া

২০ জুন থেকে হেডিংলেতে শুরু ভারত-ইংল্যান্ড প্রথম টেস্ট। তার আগে লর্ডসে অনুশীলন করছে ভারতীয় দল। ১১ জুন থেকে লর্ডসেই শুরু বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সেই ম্যাচে নামার আগে লর্ডসে অনুশীলন করতে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু তাদের ঢুকতেই দেওয়া হয়নি।জানা গিয়েছে, শনিবার দুপুরে ভারতীয় দলের অনুশীলন ছিল লর্ডসে। তার আগে অস্ট্রেলিয়া দল সেখানে যায়। কিন্তু ভারতের অনুশীলন থাকায় অস্ট্রেলিয়াকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, অনুশীলনের জন্য বাসে তিন ঘণ্টা ঘুরে অন্য মাঠ খুঁজতে হয় প্যাট কামিন্সদের। এই ঘটনায় কিছুটা হলেও বিরক্ত অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারেরা। আয়োজকদের উপর দায় চাপিয়েছে তারা।রবিবার অবশ্য সেই সমস্যা হয়নি। আগে থেকেই সময় ভাগ করা ছিল। ফলে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল নিজেদের নির্ধারিত সময়ে অনুশীলন করেছে। তার পরে অনুশীলন করেছে ভারত। আয়োজকেরা জানিয়েছে, শনিবার আগে থেকে অনুশীলনের সময় জানায়নি অস্ট্রেলিয়া। তার ফলেই বিপত্তি হয়েছে। পরে অবশ্য সেই সমস্যা মিটেছে।এই নিয়ে দ্বিতীয় বার বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠেছে অস্ট্রেলিয়া। গত বারের চ্যাম্পিয়ন তারা। এ বার তাদের সামনে দক্ষিণ আফ্রিকা। এই প্রথম বার ফাইনালে উঠেছে তারা। গত দু'বার টেস্ট বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলেছিল ভারত। এ বার ফাইনালে উঠতে পারেনি তারা।ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সিরিজ দিয়ে আগামী টেস্ট বিশ্বকাপের পর্ব শুরু হবে ভারতের। শুরুতেই কঠিন চ্যালেঞ্জ। পাশাপাশি গত মাসে বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা টেস্ট থেকে অবসর নেওয়ায় এ বার নতুন দল নিয়ে গিয়েছে ভারত। নতুন টেস্ট অধিনায়ক করা হয়েছে শুভমন গিলকে। তাঁর প্রথম সিরিজই কঠিন পরীক্ষা। সেই কারণেই সিরিজ শুরুর বেশ কয়েক দিন আগে ইংল্যান্ডে পৌঁছে গিয়েছে ভারতীয় দল। সেখানকার পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন ক্রিকেটারেরা। ১৩ থেকে ১৬ জুন নিজেদের মধ্যে একটা প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবেন শুভমনেরা। তার আগে ইংল্যান্ড লায়ন্সের বিরুদ্ধে দুটো প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছে ভারত 'এ'। ইংল্যান্ড সিরিজের দলে থাকা কয়েক জন ক্রিকেটার সেখানে নিজেদের ঝালিয়ে নিয়েছেন।

পন্থের ছক্কায় ভাঙল স্টেডিয়ামের ছাদ, আঙুলের চোট গুরুতর নয়, জানিয়ে দিলেন ঋষভ নিজেই

ইংল্যান্ডে অনুশীলনে নেমে চোট পেয়েছিলেন ঋষভ পন্থ। তবে সেই চোট যে গুরুতর নয় তা জানিয়ে দিয়েছেন ভারতীয় সহ-অধিনায়ক। পন্থের মারা একটি ছক্কার ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে। এক শটে স্টেডিয়ামের ছাদ ভেঙে দিয়েছেন তিনি।সমাজমাধ্যমের ওই ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, নেটে ওয়াশিংটন সুন্দরের বলে ব্যাট করছেন পন্থ। একটি বলে হাঁটু মুড়ে মিড উইকেটের উপর দিয়ে মারেন। সেই বলটি গিয়ে পড়ে বেকেনহ্যাম স্টেডিয়ামের ছাদে। সেই ভিডিয়োয় দেখা যায়, ছাদের একটি টালি ভেঙে গিয়েছে।নেটে ব্যাট করার সময় একটি বল লাফিয়ে পন্থের বাঁ হাতে লাগে। সেই জায়গায় আইসপ্যাক লাগাতে দেখা যায় ভারতের উইকেটকিপারকে। তবে চোট গুরুতর নয়। অনুশীলনের পর হোটেলে ফেরার আগে সাংবাদিকদের পন্থ জানান, সব ঠিক আছে। দলের চিকিৎসকও একই কথা বলেছেন।অনুশীলনের শুরুতে পন্থকে দেখা যায় দয়ানন্দ গরানি এবং রঘুর থেকে থ্রোডাউন নিতে। নিজের ছন্দ এবং ফুটওয়ার্ক নিয়ে অনুশীলন করেন। এর পর স্পিনারদের বিরুদ্ধে নেটে খেলেন। কুলদীপ যাদব, সুন্দর এবং রবীন্দ্র জাডেজার বলে খেলেছেন। তৃতীয় ভাগে তিনি খেলেছেন পেসারদের। সেখানে জসপ্রীত বুমরাহ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, অর্শদীপ সিংহ এবং মহম্মদ সিরাজ।পন্থের খেলার মধ্যে শান্ত মনোভাব দেখা গিয়েছে। খারাপ বলে মেরেছেন। আবার দরকার মতো রক্ষণও করেছেন। স্পিনারদের বিরুদ্ধে ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে শট খেলেছেন। পেসারদের বিরুদ্ধে বলে চোখ রেখে খেলার চেষ্টা করেছেন, যাতে স্লিপে ক্যাচ না উঠে যায়।

অশ্বিনের শাস্তি! ঘরোয়া লিগ খেলতে নেমেও ছাড় পেলেন না দেশের হয়ে ৭৬৫ উইকেট নেওয়া স্পিনার

ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে নেমে মেজাজ হারিয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। তামিলনাড়ু প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে আউট হওয়ার পর মহিলা আম্পায়ারের সঙ্গে তর্ক করেছেন তিনি। পরে ব্যাট দিয়ে নিজের প্যাডে বাড়িও মেরেছেন। সেই কারণে শাস্তি দেওয়া হয়েছে দেশের হয়ে সব ফরম্যাট মিলিয়ে ৭৬৫ উইকেট নেওয়া স্পিনারকে। ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে নেমেও ছাড় পাননি তিনি।'ক্রিকবাজ' জানিয়েছে, খেলা শেষে ম্যাচ রেফারি অশ্বিনকে ডেকে পাঠান। সেখানে অশ্বিন নিজের দোষ স্বীকার করেন। ফলে তাঁর ম্যাচ ফি-র ৩০ শতাংশ কেটে নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে আম্পায়ারের সঙ্গে তর্ক করার জন্য ১০ শতাংশ ও ব্যাটের বাড়ি মারার জন্য ২০ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে।অশ্বিন দিন্দিগুল ড্রাগনসের হয়ে নেমেছেন তামিলনাড়ু প্রিমিয়ার লিগে। তিনিই দলের অধিনায়ক। রবিবার তিরুপ্পুর তামিঝানসের বিরুদ্ধে ম্যাচ ছিল অশ্বিনদের। ওপেন করতে নেমেছিলেন তিনি। ১১ বলে ১৮ রান করার পর সাই কিশোরের বলে সুইপ মারতে যান অশ্বিন। বল তাঁর প্যাডে লাগে। বোলার আবেদন করলে ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্বে থাকা এক মহিলা আম্পায়ার অশ্বিনকে আউট দেন। খালি চোখে দেখে মনে হচ্ছিল বল লেগ স্টাম্পের বাইরে পড়েছে। কিন্তু প্রথম ওভারে দুটো ওয়াইডের পিছনে দুটো রিভিউ নষ্ট করে ফেলায় অশ্বিনদের হাতে কোনও রিভিউ ছিল না। ফলে আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবেদন করতে পারেননি তিনি।আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত মানতে পারেননি অশ্বিন। তর্কে জড়ান তিনি। আম্পায়ারকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু আম্পায়ার নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন। ফলে সাজঘরে ফিরতে হয় অশ্বিনকে। ফেরার সময় রাগে ব্যাট দিয়ে সজোরে নিজের প্যাডে বাড়ি মারেন অশ্বিন। বোঝা যাচ্ছিল, আউট হয়ে কতটা বিরক্ত তিনি।অপর ওপেনার শিবম সিংহ (৩০) ছাড়া দলের কোনও ব্যাটার রান পাননি। ১৬.২ ওভারে ৯৩ রানে অল আউট হয়ে যায় দল। সহজেই রান তাড়া করে জিতে যায় তিরুপ্পুর। ব্যাটের পর বল হাতেও শুরু করেন অশ্বিন। কিন্তু দিনটা তাঁর ছিল না। ২ ওভারে ২৮ রান দেন তিনি। কোনও উইকেট পাননি অশ্বিন। ম্যাচ হারার পাশাপাশি শাস্তিও পেতে হল তাঁকে।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শাসনকালে উত্তর পূর্বাঞ্চলে উগ্রপন্থী সমস্যার সমাধান হয়েছেঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শাসনকালে উত্তর পূর্বাঞ্চলে উগ্রপন্থী সমস্যার সমাধান হয়েছে। ফলে, বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। মোদি সরকারের ১১ বছর পূর্তি উপলক্ষে আজ প্রদেশ কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। সাথে তিনি যোগ করেন, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে উত্তর পূর্বে উন্নয়নের জোয়ার বইছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিগত ১১ বছরের কার্যকাল ছিলো বিকশিত ভারতের অমৃতকাল। সেবা, সুশাসন ও গরীব কল্যাণের এই স্বর্ণিম কালখন্ডকে সামনে রেখে আজ প্রদেশ কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ভারতের বিকাশের জয়যাত্রার খতিয়ান তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহা। একই সাথে এই ১১ বছরের কার্য্যকালে সাফল্যের তথ্যচিত্র সম্বলিত পুস্তিকার আবরণও উন্মোচন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যা প্রতিশ্রুতি দেন তা পূরণ করেন। তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে দেশের আগামী প্রজন্মের জন্য একটা ভিত্তি তৈরি করতে পেরেছেন। গত ১১ বছরে বিশ্বের অর্থনীতিতে দশম স্থান থেকে পঞ্চম স্থানে উঠে এসেছে ভারত। তাঁর দাবি, পূর্বে উত্তর পূর্বাঞ্চলকে কেউ চিনতো না, জানতো না, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আসার পর থেকে উত্তর পূর্বাঞ্চলকে সকলেই চিনতে জানতে শুরু করেছে।এদিন তিনি আরও বলেন, ২০১৪ থেকে আজ পর্যন্ত ত্রিপুরায় বহু রাস্তাঘাটের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ত্রিপুরায় উন্নয়নের জোয়ার বইছে। বিগতদিনে সাধারণ মানুষ বিভিন্ন সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। কিন্তু বিজেপি সরকারের আমলে সাধারণ মানুষের দোয়ারে দোয়ারে সরকারি সুযোগ সুবিধা পৌঁছে গেছে।

গত ছয় মাসে ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ অনেকটাই কমেছে : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১০ জুন : গত ছয় মাসে ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ অনেকটাই কমেছে। অনুপ্রবেশ রোধে সরকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে। এমনকি, বর্তমানে নজরদারিও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অনুপ্রবেশ নিয়ে এমনটাই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

সীমান্তের অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে ডঃ সাহা বলেন, কিছু এলাকায় সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। আবার কিছু জায়গায় বেড়া নেই। কেন্দ্র সরকারের সাথে রাজ্যের সীমান্ত পরিস্থিতির বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এমনকি আমি ব্যক্তিগত বৈঠকেও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বদের নিকট বিষয়টি উত্থাপন করেছি।

তিনি আরও বলেন, অনুপ্রবেশ নিয়ে প্রতিনিয়ত নিরাপত্তা বাহিনী এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সাথে পরিস্থিতি পর্য্যালোচনা করছেন। তাঁদের প্রচেষ্টার কারণে অনুপ্রবেশের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। বাংলাদেশের সাথে সীমান্ত ভাগ করে নেওয়া সমস্ত রাজ্যে একই ধরণের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, বলে দাবি করেন তিনি।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গত ছয় মাসে রাজ্যে অনুপ্রবেশ খুব বেশি বাড়েনি বরং কিছুটা কমেছে। নিরাপত্তা বাহিনী অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করছে এবং সীমান্তবর্তী এলাকায় অনুপ্রবেশ রোধে সরকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে। এমনকি, নজরদারি বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

জলে ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু শিশুর

আগরতলা, ১০ জুন : বাড়ির পাশের পুকুরে ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে বছর পাঁচের এক শিশুর। ওই ঘটনায় প্রতাপগড় এলাকায় তীব্র শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ঘটনার বিবরণে মৃত শিশুর বাবা জানিয়েছেন, গতকাল দুপুরে তাঁর স্ত্রী ভাত খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। সেই সময়ে তাঁদের সন্তান অঙ্কুশ ঋষি দাস খেলতে খেলতে বাড়ির পাশের পুকুরে পড়ে যায়। পরবর্তী সময় ঘরে দেখতে না পেয়ে তাঁর মা খোঁজাখুজি শুরু করেন। অনেকক্ষণ পর ওই পুকুরে তাঁকে দেখতে পান এলাকাবাসী। সাথে সাথে তাঁকে উদ্ধার করে আইজিএম হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা ওই শিশুকে মৃত বলে ঘোষণা দিয়েছেন। ওই ঘটনায় গোটা প্রতাপগড় এলাকায় তীব্র শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

নারীনেত্রী পূর্ণিমা সিনহা ও মিনু সাহা স্মরণসভা পালন করলো নারী সমিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন: নারীনেত্রী পূর্ণিমা সিনহা ও মিনু সাহা স্মরণসভা পালন করলো নারী সমিতি। মঙ্গলবার স্মরণ সভায় উভয় নেত্রীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

প্রয়াত নারী নেত্রী পূর্ণিমা সিনহা ও মিনু সাহার স্মরণ সভা করল নারী সমিতি। প্রসঙ্গত কৈলাসহরের পূর্ণিমা সিনহা এক সময় রাজ্য কমিটির সদস্যাও ছিলেন। আজ তাদের স্মরণ সভায় তাদের কর্মজীবন তুলে ধরেন বক্তারা। বক্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নারী সমিতির সর্বভারতীয় সহ-সভানেত্রী রমা দাস, নারী নেত্রী কৃষ্ণা রক্ষিত সহ অন্যান্যরা।

পদ নয়, মানবসেবাই ব্রত: খোয়াইয়ের দুঃস্থদের "পরিত্রাতা" বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন সভাপতি অভিজিৎ দত্ত ভৌমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১০ জুন: ত্রিপুরা বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতির গুরুদায়িত্ব সামলানোর পাশাপাশি খোয়াইয়ের দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন অভিজিৎ দত্ত ভৌমিক। রাজনৈতিক পরিচয়ের উর্ধ্বে উঠে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তিনি প্রতিনিয়ত ছুটে বেড়াচ্ছেন গ্রামের দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রী থেকে শহরের পীড়িত মানুষের কাছে, বাড়িয়ে দিচ্ছেন সাহায্যের হাত। তাঁর এই মানবিক উদ্যোগে তিনি "পরিত্রাতা" হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছেন এলাকাবাসীর কাছে।

একসময় হিন্দু জাগরণ মঞ্চের সক্রিয় কর্মী এবং বর্তমানে ভারতীয় জনতা পার্টির একনিষ্ঠ সংগঠক হলেও, অভিজিৎ দত্ত ভৌমিকের সমাজসেবায় কোনো রাজনৈতিক ভেদাভেদ নেই। সম্প্রতি তিনি খোয়াইয়ের সিঙ্গিছড়া, গনকী কলোনি, অজগর টিলা এবং দুর্গাপুর এলাকায় দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বই ও শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ করেন। এর আগেও তিনি খোয়াই বিপিসি পাড়াসহ বিভিন্ন অঞ্চলে এই ধারাবাহিক কর্মসূচি পালন করেছেন।

শিক্ষাক্ষেত্রের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের বিপদে-আপদেও তিনি একজন নির্ভরযোগ্য সঙ্গী। কিছুদিন আগেই খোয়াইয়ের ৬ ও ৫০ নম্বর বুথের একাধিক দুঃস্থ পরিবার এবং ঋষি পাড়ার ১৪ নম্বর বুথের ক্ষতিগ্রস্ত ১৩টি পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। তাঁর এই কাজে সহায়তা করেন স্থানীয় শিক্ষক বিজয় কুমার দেব এবং সংশ্লিষ্ট বুথ সভাপতিগণ। শুধু তাই নয়, খোয়াই বা আগরতলার জিবি হাসপাতালে কোনো দুঃস্থ ব্যক্তি চিকিৎসাধীন থাকলে, খবর পাওয়া মাত্রই তিনি ছুটে যান। সেখানে গিয়ে তিনি শুধু চিকিৎসার খোঁজখবরই নেন না, পরিবারটিকে সবরকমভাবে পাশে থাকার আশ্বাসও দেন।

দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর এই নিঃস্বার্থ কর্মকাণ্ডে খোয়াইয়ের সাধারণ মানুষ অভিভূত। তাঁর এই মহৎ উদ্যোগের জন্য এলাকাবাসী তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

দুর্গম এলাকায় বসবাসকারী জনজাতি পরিবারগুলির মধ্যে সোলার লাইট বন্টন করা হবে: বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন: বন দপ্তরের উদ্যোগে আজ কাঞ্চনপুর মহকুমার অন্তর্গত দশদা টাউনহলে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এলাকাবাসীর মধ্যে সুতা, মশারি এবং বিভিন্ন ক্রীড়া সামগ্রী বন্টন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বন এবং বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা। তিনি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মানুষের কল্যাণে গৃহীত দপ্তরের পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আই.জি.ডি.সি.- সি.আর.ই.এফ. এল.টি. প্রজেক্টের মাধ্যমে জনজাতি অধ্যুষিত প্রত্যন্ত এলাকায় রাস্তাঘাট ও স্কুল কলেজ সংস্কার, কমিউনিটি হল নির্মাণ করা হবে। এছাড়াও দুর্গম এলাকায় বসবাসকারী জনজাতি পরিবারগুলির মধ্যে সোলার লাইট বন্টন করা হবে। তাঁত শিল্পের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের পাছড়া বোনার জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি দিয়েও সহায়তা করা হবে।

অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন বিধায়ক ফিলিপ কুমার রিয়াং, এডিসির কার্য্যনির্বাহী সদস্য ভবরঞ্জন রিয়াং, আই.জি.ডি.সি. প্রজেক্টের সি.ই.ও. এস. প্রভু প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বন দপ্তরের প্রধান সচিব আর. কে. শ্যামল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দশদা বি.এ.সি.র চেয়ারম্যান উদাররাম রিয়াং। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এম.ডি.সি. শৈলেন্দ্র নাথ, উত্তর জোনালের চেয়ারম্যান দীপালি রিয়াং, জম্পুইহিল বি.এ.সি.র চেয়ারম্যান বিয়াক চুংনুংগা, জেলা বন আধিকারিক সুমন মল্ল প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা এবং অন্যান্য অতিথিগণ দশদা টাউনহলের চারপাশে বিভিন্ন গাছের চারা রোপণ করেন।

গোমতী জেলা হাসপাতালে সফলভাবে বিনামূল্যে অস্ত্রোপচার সফল হল আট বছর বয়সী নিতিয়া শীলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১০ জুন: উদয়পুরের আমতলীস্থিত আলোর দিশারী শিশু হোম কেয়ারের আট বছর বয়সী নিতিয়া শীল গোমতী জেলা হাসপাতালে সফলভাবে বিনামূল্যে অস্ত্রোপচার করিয়েছে। গোমতী জেলা হাসপাতালের সার্জন ডাঃ বিশ্বজিৎ পাল জানিয়েছেন, নিতিয়া জন্মগতভাবে ডান দিকের ইনগুইনাল হার্নিয়া তে আক্রান্ত ছিল। ডাঃ পাল আরও জানান যে, নিতিয়ার হার্নিওটমি করা হয়েছে। এটি ইনগুইনাল হার্নিয়া মেরামতের জন্য ব্যবহৃত একটি অস্ত্রোপচার পদ্ধতি এবং এটি স্পাইনাল অ্যানাস্থেসিয়ার অধীনে সম্পন্ন হয়েছে।

তিনি বলেন, প্রাথমিক পর্যায়ে এটি সাধারণত জীবন-হুমকির কারণ না হলেও, চিকিৎসা না করা হার্নিয়া জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে, যেমন ইনকার্সারেশন (যেখানে টিস্যু আটকে যায়) বা স্ট্র্যাঙ্গুলেশন (যেখানে রক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়), যা আরও জটিলতা তৈরি করে এবং তাৎক্ষণিক চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। তবে, এখন অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে নিতিয়া অনেকটা স্বস্তি পাবে এবং আরও আরামদায়ক জীবন যাপন করতে পারবে।

মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ কাজল কুমার দাস জানিয়েছেন, নিতিয়াকে সমস্ত বিনামূল্যে পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে এবং সে ভালো আছে।

ডাঃ বিশ্বজিৎ পাল, ডাঃ অমরেশ ভৌমিক এবং ডাঃ মৌটুসি চৌধুরীর চিকিৎসক দল এই অপারেশন করেন বলে মেডিক্যাল সুপার জানান। অপারেশনের পর নিতিয়াকে খুশি দেখাচ্ছে। তাকে বুধবারই ছেড়ে দেওয়া হবে বলে সার্জন ডাঃ বিশ্বজিৎ পাল জানান।সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পেয়ে নিতিয়ার পরিবার খুব খুশি।

অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ৪ বাংলাদেশি সহ এক ভারতীয় টাউট গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর,১০ জুন: বক্সনগর আরডি ব্লকের অন্তর্গত বাগবের পঞ্চায়েতের আওতাধীন সীমান্তবর্তী গ্রামটি হল নজরপুরা। গ্রামটির এপার ওপার সীমান্তবর্তী তারঁকাটা বেড়া অবস্থিত। দুই নাম্বারি ব্যবসা বাণিজ্য এবং পাঁচার বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। রাতের আধারে সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে চোরা চালানকারী অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে, অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গা পাঁচার যতসব মালামাল এপার ওপার করিডোর।

একসময় স্বর্ণপাচারের কেন্দ্রস্থল ছিল নজরপুর সীমান্ত। সীমান্তে পাহারারত ৪৯ ব্যাটালিয়ন বিএসএফ জওয়ান।

কড়া এবং কঠোর নজরদারির ফলে, ১৯১ গেট সংলগ্ন এলাকার তাঁরকাটা বেড়া ২০৬৮/৩ নং পিলার হয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে অনুপ্রবেশের সময় রবিবার গভীররাতে কলমচৌড়া বিওপি ৪৯নং ব্যাটেলিয়ান বিএসএফ জোয়ান পাঁচজনকে আটক করে। তাদের মধ্যে চারজনের বাড়ি হল বাংলাদেশ। আরেকজনের বাড়ি হল উত্তর কলমচৌড়া জুমেরটিলা ভারতীয় টাউট, তার নাম ইউসুফ মিয়া, সে অবৈধ গাঁজা রিকু ফেন্সি, মানব পাচার সমস্ত অবৈধ কাজের সঙ্গে জড়িত রয়েছে। ধৃত চারজন বাংলাদেশীরা হল মাগুরা টাঙ্গাইল গাজীপুর বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার, অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা হলো এমডি রানা, এমডি কাউসার, এনামুল ইসলাম, উজ্জল হোসেন। জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, তারা ভারতের তামিলনাড়ু একটা কাপড়ের টেক্সটা মিলে কাজ করছে, অবৈধভাবে ইন্ডিয়ান কাগজপত্র বানিয়ে। ঈদের ছুটিতে বাড়িতে গিয়েছিল, ঈদ শেষ করে কর্মস্থলে যোগ দেওয়ার পথে পারাবারের সময় বিএসএফের হাতে ধরা খায় তারা।

ভারতীয় টাউট ইউসুফ মিয়াকে জনপ্রতি ৭৫০০ টাকার বিনিময়ে সীমান্ত পার করে দেবে, সীমান্তে রয়েছে দালাল চক্র। আগরতলা রেল স্টেশন হয়ে তামিলনাড়ুতে পৌঁছানোর দায়িত্ব পর্যন্ত দালাল চক্রের।

সোমবার সকালে, কলমচৌড়া বিওপির ৪৯ ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরা কলমচৌড়া থানার হাতে তুলে দেন। কলমচৌড়া থানা পুলিশ অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে ২৪৯ সি/১৪৩ তিন, ৪৪/২৫ নং মামলা গ্রহণ করেছে।

৬১/১ সীমান্ত অনুপ্রবেশ অবৈধ পাচার মামলা।

গতকাল সোনামুড়া কোর্টের সোপর্দ করা হয় পাঁচজনকে ।সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী এবং বাংলাদেশিরা প্রবেশ করছে তাতে ভারতবর্ষের নিরাপত্তা সুরক্ষা প্রশ্নচিহ্নের মুখে।

পুলিশী নজরদারি এবং সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে বিএসএফের কঠোর বৃদ্ধি নজরদারি করতে হবে।

গোপন অভিযানে ৩৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন: মধুপুর থানায় ১৬তম এনডিপিএস মামলায় রেকর্ড গড়ে তুলেন মধুপুর থানার ওসি দেবজিৎ চ্যাটার্জী। মধুপুর থানা গোপন খবরের ভিত্তিতে মধুপুর বড়বাড়ি এলাকা থেকে ৩৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। বড়বাড়ি এলাকায় মধুপুর থানার টি এস আর ও পুলিশবাহিনী যৌথ অভিযান চালিয়ে বড়বাড়ি এলাকার যোগেশ দেববর্মার বাড়ি ঘেরাও করে বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয় ৩৬ কেজি গাঁজা। পরবর্তী সময়ে যোগেশ দেববর্মাকে গাঁজাসহ এনডিপিএস মামলায় গ্রেফতার করে মধুপুর থানার পুলিশ।

ঘটনার বিবরনে জানা যায় মধুপুর থানার ওসি দেবজিত ভট্টাচার্য্যের নিকট গোপন খবরের ভিত্তিতে একটি ইনফরমেশন আসে দীর্ঘদিন ধরে মধুপুর বড়বাড়ি এলাকার যোগেশ দেববর্মা গাজা পাচারের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। কিন্তু মধুপুর থানা দীর্ঘদিন ধরে উৎপাতে বসে রয়েছে কিন্তু তাকে গাজা সহ পাকরাও করতে পারছিল না। পরবর্তী সময়ে সোমবার রাত্রিবেলা এক গোপন খবরের ভিত্তিতে যোগেশ দেববর্মাকে গাজা সহ পাক্রাও করতে সক্ষম হয় মধুপুর থানা। তবে মধুপুর থানার এই বিশাল সাফল্য গাজায় ব্যবসায়ীদের মধ্যে একটি আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছে তা বলা বাহুল্য।

তবে মধুপুর থানা অসিত দেবজিত ভট্টাচার্য্য দায়িত্ব পাওয়ার পর অতি দ্রুত ১৬ টি এনডিপিএস মামলা নথিভুক্ত হয় সিপাহীজলা জেলায় তবে এই জেলার মধ্যে মধুপুর থানা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শাহজাহান ইস্যুতে মানবাধিকার কমিশনের দারস্ত হলো যুব কংগ্রেস

আগরতলা, ১০ জুন : কংগ্রেস যুবনেতা শাহজাহান ইসলামের পরিবারকে বাসস্থান থেকে উৎখাত করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে কিছু বিজেপি কর্মী। তারই প্রতিবাদ জানিয়ে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের কর্মীরা আজ ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশনের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করেন।

এদিন কংগ্রেসের এক নেতা বলেন, গত ৮ জুন রাতে শান্তিপাড়াস্থিত মসজিদ পট্টিতে যুব কংগ্রেসের সহঃ সভাপতি মহঃ শাহজাহান ইসলামের বাসভবনে শাসক বি.জে.পি দল আশ্রিত কিছু সমস্ত্র দুর্বৃত্ত আক্রমন সংঘটিত করে। তার বাড়ীঘর ভাঙচুর করা হয়, নষ্ট করা হয় মূল্যবান আসবাব-পত্র। বাড়ীর মহিলা সদস্যদের প্রতিও অশালীন আচরন করা হয়। এই ঘটনায় পূর্ব থানার পুলিশ আক্রমনকারীদের গ্রেপ্তার না করে শাহজাহানের বৃদ্ধ পিতা ও ভাই যাদের এই ঘটনায় বিন্দুমাত্র সংযোগ নেই তাদের গ্রেপ্তার করে এবং আদালত তাদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতে পাঠায়। ঘটনার পর থেকেই শাহজাহানকে তাদের বাসস্থান থেকে উৎখাত করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে কিছু বি.জে.পি কর্মী।

শুধু তাই নয় তারা এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার হুলিয়া জারি করেছে। মো: শাজাহানের বৃদ্ধা মা, তার নয় মাসের ছেলে সহ তার স্ত্রীকে প্রতিনিয়ত ঘর ছেড়ে দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছে, এবং বিজেপি আশ্রিত সমাজদ্রোহীরা শাহাজানের স্ত্রী এবং মাকে সময়সীমা ধরিয়ে দিয়ে শাশিয়ে গেছে যদি আজকে বিকাল ৪টার মধ্যে ঘর না ছাড়ে তাহলে বুলডোজার দিয়ে সমস্ত বাড়ি গুলিয়ে দেবে এবং সঙ্গে তাদেরও প্রাণে মারার হুমকি প্রাণে মারার হুমকি দিয়ে যায়। প্রদেশ যুব কংগ্রেস মনে করে শাজাহানের পিতা ও ভাইকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতে পাঠানো, তাদের পরিবারকে বাসস্থান ছাড়ার হুমকি এবং শান্তি পাড়া এলাকায় বসবাসকারী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের এলাকা ছাড়ার নির্দেশ মানবাধিকার লঙ্ঘনের চূড়ান্ত উদাহরণ। তাই এমতাবস্থায় প্রদেশ যুব কংগ্রেস শাহজাহান ও তার পরিবার-পরিজনদের নিরাপত্তা ও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মোহরছড়া শাখায় বন্ধ পরিষেবা, হয়রানির শিকার গ্রাহকরা

আগরতলা, ১০ জুন : ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মোহরছড়া শাখায় পরিষেবা একপ্রকার বন্ধ হয়ে রয়েছে। পরিষেবা স্তব্ধ থাকার পরও কোন হেলদোল নেই ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের। ফলে ব্যাঙ্কে আসা গ্রাহকরা ক্রমাগত হয়রানির শিকার হচ্ছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের তেলিয়ামুড়া মহকুমার মোহড়ছড়া শাখায় দীর্ঘ প্রায় এক সপ্তাহ পূর্বে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের কারনে বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে গোটা ব্যাঙ্ক চত্বর। ফলে ব্যাঙ্কের বিভিন্ন পরিষেবা স্তব্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু প্রায় এক সপ্তাহ ধরে ব্যাঙ্কের মতো একটি জরুরি পরিষেবা স্তব্ধ থাকার পরও কোন হেলদোল নেই ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের। ফলে ব্যাঙ্কে আসা গ্রাহকরা ক্রমাগত হয়রানির শিকার হচ্ছে।

বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকাই ব্যাঙ্কের সব ধরনের কাজকর্ম স্তব্ধ হয়ে পড়েছে প্রায় এক সপ্তাহ ধরে। ফলে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত গ্রাহকরা বিশেষ করে প্রবীণ নাগরিকটা তাদের ভাতা সংগ্রহের জন্য ব্যাঙ্কে এসে খালি হাতেই ফিরে যেতে হচ্ছে। এই বিষয়ে বুধবার সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা ব্যাঙ্কে গিয়ে গ্রাহকদের সাথে কথা বলে জানতে পারে, দীর্ঘ প্রায় এক সপ্তাহ ধরে ব্যাঙ্কে বিদ্যুৎ পরিষেবা নেই, ফলে ব্যাঙ্কের সব ধরনের কাজকর্ম যেমন স্তব্ধ হয়ে পড়েছে তারই সঙ্গে এই হাঁসফাঁস গরমে ব্যাঙ্কে এসে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে গ্রাহকদের। অন্যদিকে ব্যাঙ্কে কর্মরত ব্রাঞ্চ ম্যানেজার রীনা মজুমদারের সাথে কথা বলে জানা যায়, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের কারণে দীর্ঘ এক সপ্তাহ ধরে ব্যাংকের পরিষেবা বন্ধ।

তবে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের তরফে বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের সাথে নিয়ে অতি দ্রুত এই সমস্যার সমাধানের কাজ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি। এছাড়া তিনি আরো জানিয়েছেন যে,, জরুরী ভিত্তিতে বিভিন্ন কাজ তেলিয়ামুড়া ব্রাঞ্চ এগিয়েও করা হচ্ছে তেলিয়ামুড়া ব্রাঞ্চে কর্মী সল্পতা থাকায় ধরনের কাজ করা সম্ভব হয়ে উঠছে না। এছাড়াও বিগত সময় থেকেই এই ব্যাঙ্কে নেটওয়ার্কের সমস্যা নিত্যদিনের সঙ্গী বলে জানিয়েছেন তিনি। তবে আগামী দু থেকে তিন দিন এর মধ্যে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টায় ব্যাঙ্ক পরিষেবার স্বাভাবিক করা হতে পারে বলে আশ্বস্ত করেন তিনি।

কপালিটিলার গ্রামবাসীরা হাতির তান্ডবে অতিষ্ঠ, এলাকাবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১০ জুন: তেলিয়ামুড়া মহকুমার ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত লক্ষীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মহারানীপুর কপালিটিলা এলাকায় জীবনের প্রতিটি দিন যেন এক ভয়াবহ পরীক্ষার মতো।গ্রামবাসীরা দিনের আলোয় কাজ করতে এবং রাতের অন্ধকারে ঘুমোতে ভয় পানকারণ, যে কোনও সময় তাদের ঘরে হানা দিতে পারে উন্মত্ত বন্য দাঁতাল হাতি। কৃষিজমি নষ্ট হওয়া, ঘরবাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়া, এমনকি প্রাণহানিএ যেন এখন এই অঞ্চলের একটি স্বাভাবিক বাস্তবতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রীতি এই এলাকায় দুইজন গ্রামবাসী বন্য হাতির আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছেন। মৃতদের পরিবারগুলোর মধ্যে একজন কিছুটা সরকারি ক্ষতিপূরণ পেলেও অপরজন এখনো কোনো ধরনের আর্থিক সহায়তা পাননি। এই অসাম্যের প্রসঙ্গটি উঠে আসে যখন রাজ্যের মন্ত্রী তথা কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিকাশ দেববর্মা নিজে উপস্থিত হন মহারানীপুর এলাকায় এবং গ্রামবাসীদের উঠোনে বসে তাদের দুঃখ-কষ্টের কথা মনোযোগ সহকারে শোনেন।

এই আনুষ্ঠানিক বৈঠকে গ্রামবাসীরা তাদের দীর্ঘদিনের বেদনার কথা নির্ভয়ে ব্যক্ত করেন। বিশেষ করে বন্য হাতির তাণ্ডবে ফসল নষ্ট হওয়া, প্রাণহানির ঘটনার ক্ষতিপূরণ না পাওয়া, এবং নিরাপত্তাহীনতাএই বিষয়গুলো বিশেষ গুরুত্ব পায়। তাঁরা জানান, প্রশাসনের তরফে নানা ব্যবস্থা নেওয়া হলেও তা যথেষ্ট নয়; বন্য হাতিদের প্রতিরোধে বাস্তবমুখী ও স্থায়ী সমাধান এখনও অধরাই রয়ে গেছে। মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে বন দপ্তর ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর ন্যায্য ক্ষতিপূরণ ও বাকি সমস্যাগুলোর সমাধানের উদ্যোগ নেবেন। তিনি আরও আশ্বাস দেন, ভবিষ্যতে এমন ঘটনা যাতে আর না ঘটে, সেজন্য সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং আগামী দিন আরো পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। গ্রামবাসীরা শুধু বন্য হাতির সমস্যা নয়, বরং রাস্তাঘাট, পানীয়জল, বিদ্যুৎ এবং শিক্ষার মতো মৌলিক সমস্যাগুলোর কথাও তুলে ধরেন। মন্ত্রী তাঁদের ধৈর্য্য ধরে শোনেন এবং সর্বোচ্চ প্রচেষ্টার মাধ্যমে এসব সমস্যার সমাধান করার আশ্বাস দেন। মহারানীপুরের এই ঘটনা শুধু একটি গ্রামের সমস্যা নয়, বরং তা রাজ্যের বহু প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাস্তবতা। মানুষের জীবন ও জীবিকা যেখানে বন্য প্রাণীর সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংঘর্ষে জর্জরিত, সেখানে প্রশাসনিক তৎপরতা ও মানবিক সহমর্মিতা একান্ত প্রয়োজন। এই প্রেক্ষিতে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার এই সরাসরি অংশগ্রহণ নিঃসন্দেহে একটি আশার আলো।

টিআরবিটির চেয়ারম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে ফিরে গেল পরীক্ষার্থীরা ,ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন: টিআরবিটি পরিচালিত টেট-২ পরীক্ষার ফাইনাল আনসার কি প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে দেখা যায় ভুলপ্রশ্নের কথা বিবেচনা করে স্টার প্রদান করা হয়নি। তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে পরীক্ষার্থীরা মঙ্গলবার টিআরবিটির চেয়ারম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে বিমুখ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছেন।

উল্লেখ, ২৭ এপ্রিল টিআরবিটি পরিচালিত টেট-২ পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছিল। গতকাল সেই পরীক্ষার ফাইনাল আনসার কি প্রকাশ করা হয়েছে। যেখানে দেখা যায় আর্টস এবং সায়েন্সের অনেকগুলি প্রশ্নই হয়তো সিলেবাস বহির্ভূত, নয়তো বা ভুল। সে ব্যাপারে টি আরবিটি বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে পরীক্ষার্থীদের দাবি ছিল ভুল প্রশ্নপত্রের কথা বিবেচনা করে স্টার প্রদান করা অর্থাৎ এই প্রশ্নপত্রের সম্পূর্ণ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas